বাস্তবতার আলোকে
নারীর মর্যাদা রক্ষায় হিজাবের ভূমিকা

নূর আয়েশা সিদ্দিকা

বাস্তবতার আলোকে

নারীর মর্যাদা রক্ষায় হিজাবের ভূমিকা

নূর আয়েশা সিদ্দিকা

আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন ❖বাংলাবাজার ❖মগবাজার
www.ahsanpublication.com

www.pathagar.com

বাস্তবতার আলোকে নারীর মর্যাদা রক্ষায় হিজাবের ভূমিকা

নূর আয়েশা সিদ্দিকা

ISBN : 978-984-8808-68-9

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন-৭১২৫৬৬০, মোবাইল-০১৭২৮১১২২০০

পরিবেশনায়
মক্কা পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
মাওলা প্রকাশনী, ঢাকা।

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
আগস্ট-২০১৪
শাওয়াল, ১৪৩৫
ভাদ্র, ১৪২১

দ্বিতীয় প্রকাশ
জানুয়ারি-২০১৬
রবিউস সানি-১৪৩৭
মাঘ-১৪২২

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আহসান কম্পিউটার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দীন

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Bastobotar Aloke Narir Morjada Rokkhay Hijaber Bhumika Written by Nur Ayesha Siddika Published by Ahsan Publication, Book and Computer Complex 38/3 Banglabazar, Dhaka First Print August 2014 Second Print January-2016 Price Tk. 50.00 only

AP-111

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

আমাদের মুসলিম সমাজে নামায, রোযা, হজ, যাকাত এসব বিধানগুলো ফরয হওয়ার ব্যাপারে যতটুকু ধারণা আছে মানুষের মাঝে পর্দার ক্ষেত্রে তা নেই। অনেকে সন্দেহের গলায় প্রশ্ন করেন, পর্দা কি সত্যিই ফরয? আবার আরো দুঃখজনক ব্যাপার হলো, যে সামান্য সংখ্যক মানুষ পর্দা পালনের চেষ্টা করেন, তাদের মাঝেও পর্দা কি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ফরয? মাহরম গায়ের মাহরমের পার্থক্য, এমনকি পর্দার বিধান সঠিকভাবে পালনের ক্ষেত্রেও ধারণা পরিষ্কার নয়। ফলে অনেক সময় দেখা যায়, রাস্তায় হঠাৎ দেখা অচেনা ব্যক্তিকে গায়ের মাহরম ভাবতে পারলেও দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত পাশের বাসার প্রতিবেশীর স্বামীকে তার আওতামুক্ত রেখে নির্দ্বিধায় দেখা দিই আমরা মহিলারা। তাই অন্যান্য ফরয ইবাদতগুলোর মতো, ছোটবেলা হতেই একটি মেয়ে ও ছেলে শিশুর মাঝে একটু একটু করে পর্দার ধারণা দিতে হবে। যাতে পরিণত বয়সে এসে হঠাৎ করে পর্দা মানতে গিয়ে তাদের মাঝে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়। আর এভাবে প্রতিটি পরিবারে যদি সঠিক নিয়মে পর্দার বিধান মেনে চলার অভ্যাস গড়ে উঠে তাহলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ জীবন সব জায়গায় এর সুফল আমরা পাবো। রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন করে ইভটিজিং, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন বন্ধের পদক্ষেপ নিতে হবে না। যার বাস্তব উদাহরণ আমরা আজ হতে প্রায় পনেরশ বছর আগে মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে গড়া সমাজে দেখেছি। ধর্ষিতা নারীর আহাজারি, এসিড দগ্ধ নারীর ঝলসানো মুখাবয়ব, ফুলের মতো কচি শিশুকন্যার নির্যাতিত মুখের করুণ চাহনি আসলে আমাদেরকে একথাই বার বার মনে করিয়ে দেয়, শান্তিপূর্ণ জীবন উপভোগ করতে চাইলে রাসূলের (সা.) আদর্শ তথা ইসলামের বিধানের কাছেই ফিরে যেতে হবে। কেননা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে নৈতিক ভাঙ্গন রোধে এর বিকল্প নেই।

নূর আয়েশা সিদ্দিকা
জেদ্দা, সৌদি আরব
১০-৭-২০১৪

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ৫
পর্দা কি ॥ ৭
সতর ॥ ৭
পুরুষ ও নারীর সতর ॥ ৮
পুরুষের সামনে নারীর স্বাভাবিক সতর ॥ ৮
পর্দা ও সতরের পার্থক্য ॥ ৮
পর্দা ফরয হওয়ার দলিল ॥ ১০
কোরআন সুন্নাহর আলোকে পর্দা ॥ ১১
কণ্ঠস্বরের পর্দা ॥ ১১
বিনা প্রয়োজনে মহিলাদের সাজসজ্জা করে বাইরে না যাওয়া ॥ ১৩
ইসলামে পোশাকের মূলনীতি ॥ ১৪
মহিলাদের বাইরে যাওয়ার জায়েয পদ্ধতি ॥ ১৯
গায়ের মাহরম নারীদের কাছ থেকে কিছু চাওয়ার জায়েয পদ্ধতি ॥ ২৬
মহিলাদের সামনে যাওয়ার ক্ষেত্রে যাদের অনুমতি আছে ॥ ২৭
মুসলিম নারীদের চাদর পরার পদ্ধতি ॥ ২৮
পর্দা অবরোধ নয়– বেগম রোকেয়া ॥ ৩১
ঘরে ঢোকার শরয়ী নিয়ম ॥ ৩৩
দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ বা চোখের পর্দা ॥ ৩৬
ওড়না পরার আরো কিছু নিয়ম ॥ ৩৯
ওড়না পরার পদ্ধতি ॥ ৪০
মাহরম কারা ॥ ৪২
ইচ্ছাকৃতভাবে নারীরা যেন নিজেদের লুকানো সৌন্দর্য প্রকাশ না করে ॥ ৫২
ঘরের ভেতরের শিষ্টাচার ॥ ৫৩
পর্দার শিথিলতা কোন পর্যায়ে করা যায় ॥ ৫৬
পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে পর্দা ॥ ৫৭
মুখমণ্ডল খোলা রাখার পক্ষে কিছু যুক্তি ॥ ৫৯
এই দলিলের অসারতা ॥ ৫৯
মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার পক্ষে যুক্তি ॥ ৬০
কুয়েত এয়ারপোর্টের অভিজ্ঞতা ॥ ৬৪
পর্দাহীনতার কুফল ॥ ৬৫
নও-মুসলিম এক নারীর পর্দা সম্পর্কে অভিমত ॥ ৭৪
ধর্ষণের জন্য ধর্ষক কি একাই দায়ী ॥ ৭৫
আসুন সময় থাকতে সচেতন হই ॥ ৭৯

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমার দীর্ঘ প্রবাস জীবনে বার বার একটি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। জেদ্দা থেকে বাংলাদেশগামী বিমানে হিজাব পরা অনেক সহযাত্রী ভদ্রমহিলাদের দেখি। কিন্তু বাংলাদেশে এয়ারপোর্টে নেমে তাদের অনেককেই আর খুঁজে পাই না। আবার জেদ্দা ফেরার পথে অনেক পর্দাহীন মহিলাদের প্লেনে উঠতে দেখি। কিন্তু জেদ্দা এয়ারপোর্টে এসে তাদের কাউকেই আর খুঁজে পাই না। যারা প্লেন থেকে নামে সবাই দেখি হিজাব পরা। ব্যাপারটি কি?

একবার তো জেদ্দা এয়ারপোর্টে একটি পরিবারের সাথে বেশ পরিচয় হলো। আমি আমার ক্লাস ফাইভে পড়ুয়া বড় মেয়েটিকে বললাম– আম্মু, দেখেছো এই আন্টির মেয়েটি কত সুন্দর হিজাব করেছে। ওর হাত মুখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এরপর বাংলাদেশে পৌঁছার পর এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশনে দাঁড়িয়ে খেয়াল করলাম আমার বাচ্চাদের সাথে অপরিচিত একজন খোলামেলা পোশাকের মহিলা কথা বলছেন। আমি কাজ শেষ করে আমার মেয়ের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এমন সময় সেই মহিলা বলল– কি আপনার কাজ হলো? মহিলার গলার স্বরটি পরিচিত মনে হলো। কিন্তু এই রকম কাউকে চিনি বলে আমি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। তাই আমি আমতা আমতা করে বললাম– আমি আসলে আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। তখন আমার বড় মেয়েটি নীচু গলায় বলল– আম্মু, উনি জেদ্দা এয়ারপোর্টে যে আমাদের পাশে বসেছিলেন সেই আন্টিটি। আমি প্রতিবাদ করে বললাম– মা, তুমি ভুল করছো। সেই আন্টি তো হিজাব পরা ছিলেন। মহিলা তখন আগ বাড়িয়ে বললেন– প্লেনে এত গরম লাগছিলো। তাই হিজাব খুলে ফেলতে বাধ্য হলাম। আমি আবার গরম সহ্য করতে পারি না তো। আমি অবাক চোখে মহিলার পাশে দাঁড়ানো হিজাববিহীন মেয়েটির দিকে তাকাতেই মহিলা বললেন– আমার মেয়েও গরম সহ্য করতে পারে না তো। তাই ওকেও বলেছি হিজাব খুলে ফেলতে। ওরা একসময় বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর আমার মেয়েটি বলল– আম্মু, তুমি না তখন বলছিলে আপুটিকে ফলো করতে। আমার মনটা বেদনায় ভরে গেল। হায়রে মুসলমান! হায়রে আমাদের ঈমানের জোর! যে ঈমানের দাবি আমাদেরই মতো এক নারী আছিয়াকে, তার স্বামী ফেরাউনের হাজারো নির্যাতন আর জুলুমের পরও ফেরাতে পারেনি ঈমানের পথ থেকে একবিন্দুও। যে ঈমানের দাবি সুমাইয়ার (রা.) মতো দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী এক অসহায় নারীকে তার মনিব অত্যাচারী আবু জাহেলের শত নিপীড়নের বাঁধ ভাঙ্গা

www.pathagar.com

প্লাবনের পরও এক চুল নড়াতে পারেনি ঈমানী দৃঢ়তা থেকে। সেই নারী আমরাও। অথচ কত দুর্বল আমাদের ঈমানের জোর! কত সহজেই দুনিয়ার স্বার্থে নিজের সিদ্ধান্তকে আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপরে প্রাধান্য দিয়ে দেবার মতো ঔদ্ধত্য দেখাই। দুঃখজনক হলেও সত্যি এই দুর্বল ঈমান নিয়ে জান্নাত লাভের আকাঙ্ক্ষী আমরাও! অথচ যে জান্নাতের অধিকার আছিয়া (রা.), সুমাইয়া (রা.) কিনেছিলেন জীবন বাজি রেখে। তাই আমি আহত গলায় আমার মেয়েকে বললাম– না, মা আমি তোমাকে শুধু আল্লাহরই আনুগত্য করতে বলবো।

আমাদের মনে রাখা উচিত, প্রথমত পর্দা করা আল্লাহর নির্দেশ। তাই আল্লাহকে ভয় করেই পর্দা করা উচিত। কোন দেশের আইনকে ভয় করে নয়। যেমন কেউ যদি পর্দা করাকে আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে মেনে না নিয়ে শুধুমাত্র সৌদি আরবের আইনের ভয়ে এখানে থাকা অবস্থায় পর্দা করলেন। কিন্তু নিজ দেশে গিয়ে খুলে ফেললেন। আবার একইভাবে নিজ দেশে হিজাব পরলেন না। কিন্তু সৌদি আরবে আসার সময় পরলেন তখন এটা শুধুমাত্র গুনাহই নয়। বরং এক ধরনের শিরকের পর্যায়েও পড়বে। কেননা তিনি আল্লাহকে ভয় করছেন না। ভয় করছেন কোন দেশের আইনকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা মনে পড়ল। আমার পরিচিত ভার্সিটিতে পড়ুয়া একটি মেয়েকে ক্লাস নিতে গিয়ে ম্যাডাম হঠাৎ প্রশ্ন করলেন– এই, তুমি যে এইভাবে বোরখা পরে ক্লাস কর তোমার গরম লাগেনা? আমরা তো নরমাল ড্রেস পরা অবস্থায়ই ক্লাস নিতে গিয়ে ঘেমে যাচ্ছি। সেই মেয়েটি তখন জবাবে বলেছিলো– হ্যাঁ ম্যাডাম। আমারো এই হিজাব পরে গরম লাগে। কিন্তু আমি যখন মনে করি এই হিজাব না পরার কারণে কাল কিয়ামতে আমাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। আর সেই জাহান্নামের আগুনের গরম দুনিয়ার গরমের চেয়ে অনেক বেশী হবে তখন আমার মধ্যে দুনিয়ার গরম সহ্য করার ব্যাপারে সবর তৈরি হয়। মেয়েটির উত্তর শুনে ম্যাডাম নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

একবার এক মহিলা আমাকে বলেছিলেন, সৌদি আরবের মতো দেশে মহিলাদের পক্ষে সহজেই পর্দা করা সম্ভব। কেননা ওখানে সবাই পর্দা করে। কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষ করে হাই সোসাইটিতে থাকতে গেলে কিছুতেই হিজাব করা সম্ভব নয়। মানুষ গেঁয়ো আর ব্যাকডেটেড মনে করে। তাই আমি আমার মেয়েকে হিজাব পরতে দিই না। শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। একজন মুসলিম মেয়ে হিসেবে হিজাব করার নির্দেশ আমাকে আমার রবের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। সেখানে যদি আমি আল্লাহর চেয়ে ব্যক্তিকে বেশী ভয় করি তাহলে তো এটা

www.pathagar.com

আমার ঈমানের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে আমরা মুসলমানরা প্রকাশ্যে কখনো বলি না যে, আমি আল্লাহকে মানি না। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজই পরোক্ষভাবে এই সাক্ষ্যই দিয়ে দেয়।

পবিত্র কোরআনে এরশাদ করা হয়েছে– "তবে কি তোমরা কিতাবের (কোরআন) কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ অবিশ্বাস কর! যারা এরকম করে, দুনিয়ার জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোন পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে বেখবর নন।" (সূরা আল বাকারা : ৮৫)

এ আয়াতের আলোকে ভেবে দেখুন, আমরা অনেকে নামায, রোযা, হজ, যাকাতকে ফরয বলে যেভাবে বিশ্বাস করি। কিন্তু পর্দাকে সেভাবে ফরয বলে মেনে নিতে চাই না। অথচ যে আল্লাহ নামায, রোযাকে ফরয করেছেন সেই আল্লাহই পর্দাকেও ফরয করেছেন নারী পুরুষ উভয়ের জন্য। তাহলে আমাদের অবস্থা তো কোরআনের এ আয়াতের সাথেই মিলে গেল যারা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করে আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করে। এই সুবিধাবাদী মনোভাব নিয়ে কখনো মুমিন হওয়া যাবে না।

মূলত হিজাব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই আমরা এই ধরনের কাজগুলো করে থাকি। তাই আসুন আমরা জেনে নিই হিজাব সম্পর্কে সঠিক ইসলামের শিক্ষা আসলে কি।

পর্দা কি

আল্লাহকে ভয় করে পরপুরুষ ও পরনারী থেকে নিজের চোখ, কান ও যবানকে পবিত্র রাখা। পাশাপাশি নিজের মন-মানসিকতাকেও পবিত্র রাখাকেই পর্দা বলে। সর্বোপরি নারীর শরীর ও পোশাকের সৌন্দর্য অমাহরমের সামনে প্রকাশ না করা।

ইসলামী শরীয়ত নারী পুরুষ উভয়ের জন্য গায়ের মাহরম পুরুষ ও নারীর সামনে পর্দার বিধান সঠিকভাবে মেনে চলা ফরয করে দিয়েছে।

পর্দা ও সতরের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। তাই এ দু'য়ের পার্থক্যটা আমাদের একটু জেনে রাখা উচিত।

সতর

নারী ও পুরুষের যেসব অঙ্গ সবসময় ঢেকে রাখা ফরয, অনাবৃত রাখা লজ্জাকর ও দোষণীয় তাকে আরবীতে আওরাহ বা সতর বলা হয়। সতর দুই প্রকার। (১) কঠোর সতর (২) স্বাভাবিক সতর।

www.pathagar.com

সতর ঢাকা সব নবী রাসূলের শরীয়তেই ফরয ছিলো। তবে এর সীমা নির্ধারণে হয়তো বা ভিন্নতা ছিলো। সতর ঢেকে রাখা মানুষের একটি স্বভাবগত বিষয়।

আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর শরীর থেকে জান্নাতের পোশাক পড়ে যাওয়ার পর তাঁরা গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের শরীর ঢাকার চেষ্টা করেছিলেন।

জান্নাতে তারা স্বভাবের দাবির কারণেই সতর খোলা রাখতে লজ্জা পেয়েছিলেন।

পুরুষ ও নারীর সতর

পুরুষের কঠোর সতর বা আওরাহ হচ্ছে শরীরের নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা। আর নারীর কঠিন সতর হচ্ছে গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা।

পুরুষের সামনে নারীর স্বাভাবিক সতর

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমামদের মতে পুরুষের সামনে নারীর সতর তার গোটা দেহ।

হানাফী ও মালেকী মাযহাবের ইমামগণের মতে পুরুষের সামনে নারীর মুখ ও দু'হাতের কব্জি দু'টি ছাড়া সমস্ত শরীরই সতর।

কাজেই মহিলারা সতর ঢেকে মুখ ও হাতের তালু খোলা রেখে নামায আদায় করলে নামায সহীহ হবে। এক বর্ণনা থেকে জানা যায় উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালামা (রা.) প্রশ্ন করেছেন : "ওগো আল্লাহর রাসূল! মহিলারা কি অন্তর্বাস ছাড়া শুধু জামা ও ওড়না পরে নামায পড়তে পারে? জবাবে রাসূল (সা.) বললেন : হ্যাঁ পারে তবে শর্ত হলো, জামা এতোটা লম্বা হতে হবে, যাতে করে পায়ের পাতাও ঢেকে থাকে।" (আবু দাউদ, সূত্র : মহিলা ফিকাহ ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২) মহিলাদের অনেকে নামায পড়ার সময় পায়ের পাতা ঢাকার প্রতি খেয়াল করেন না। কিন্তু এই হাদীস থেকে জানা গেল এটি ঢাকা আবশ্যক।

পর্দা ও সতরের পার্থক্য

(১) সতর ঢাকা আবহমান কাল তথা সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে ফরয। আর পর্দা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য ৫ম হিজরীতে ফরয করা হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী নবীদের সময়ও পর্দার বিধান ছিলো বলে অনেকে মনে করেন। যেমন সূরা আয-যারিয়াত-এর ২৫-২৯ আয়াতের আলোকে অনেকে ইব্রাহীম (আ.)-এর সময়ে পর্দার বিধান ছিলো বলে মনে করেন।

(২) সতর বলতে শুধু শরীরের নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখাকে বুঝায়।

www.pathagar.com

পর্দা বলতে মন-মানসিকতা চোখ, কান, যবান সর্বোপরি শরীর ও মনের নৈতিক পবিত্রতাকে বুঝায়। তাই নারীকে অমাহরমের সামনে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৩) লোকালয়, নির্জনতা সব জায়গায় সতর ঢাকা ফরয। আয়েশা (রা.) বলেছেন– "তিনি মহানবী (সা.) কে কোন দিন নগ্ন অবস্থায় দেখেননি।"

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে– রাসূল (সা.) বলেন, "তোমরা নগ্ন হওয়া থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখ। কেননা তোমাদের সাথে এমন সব সত্তা রয়েছে যারা তোমাদের কাছ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না (কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা)।" (হাদীস শরীফ, পৃ. ১৬২)

রাসূল (সা.) বলেছেন, "কোন পুরুষ কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না এবং কোন নারী কোন নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না।" (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, তাফহীমুল কুরআন, সূত্র : সূরা নূর, টীকা-২৯)

আয়েশা (রা.) থেকে বণিত। নবী (সা.) বলেন, "যে নারী নিজ স্বামীর বাড়ি ছাড়া অন্য কারো বাড়িতে গিয়ে নিজের কাপড় খোলে, আল্লাহ তার লজ্জার পর্দাকে ছিন্ন করে দেন।" (তিরিমযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মুসনাদ আহমাদ, সহীহ আল জামে হাদীস নং ২৭০৮, সহীহ তারগীব-তারহীব ১৬৪-১৬৬)

মুসলিম মহিলাদের সামনে একজন নারীর, তার শরীরের যে অঙ্গ ঢেকে রাখা অপরিহার্য তা হলো গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এ মত অনুযায়ী অনেকে মনে করেন মহিলারা তাদের মাহরমদের উপস্থিতিতে কিংবা একাকী, তাদের গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছাড়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গ খুলতে পারে। কিন্তু ইমাম কুরতুবীর সূত্রে এ কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মানসিক অবস্থার তারতম্যের ভিত্তিতে মাহরমদের স্তরও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এতে সন্দেহ নেই যে, একজন মহিলা তার বাবা এবং ভাইয়ের সামনে যতটা পর্দাহীন চলতে পারে, সতীনের ছেলের সামনে তার চেয়ে বেশী সতর্ক হয়ে চলতে হয়। এসব পার্থক্যের ভিত্তিতে মহিলাদের শরীর খোলা রাখতে পারা ও সতরের সীমার মধ্যেও পার্থক্য আছে। (মহিলা ফিকাহ ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮) কিন্তু কঠোর সতরের পরবর্তী ধাপ হলো সাধারণ সতর। এর আলোকে নারীর বুক, পেট, পিঠও ঢেকে রাখতে হবে।

আজকাল অনেক নারীরা অনুষ্ঠানে এমন পোশাক পরেন যাতে তাদের বাকী শরীর বিশ্রীভাবে উন্মুক্ত থাকে। এটি অনুচিত। কেননা লজ্জা ঈমানের অংগ বলে আল্লাহর রাসূল উল্লেখ করেছেন। আর এসব লজ্জাহীনতার পথ ধরেই সমাজে

www.pathagar.com

সমকামিতার মতো পাপ কাজের বিস্তার হয়। এছাড়াও এ কাজ যে নিষিদ্ধ তা উপরে উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকেও প্রমাণিত।

আর অন্যদিকে গায়ের মাহরম ব্যক্তিদের সামনেই শুধু পর্দা করা ফরয।

পর্দা ফরয হওয়ার দলিল

আল কোরআনের পর্দা সংক্রান্ত নিয়মগুলো এসেছে মূলত সূরা আহযাব ও সূরা আন নূর-এ। সূরা আহযাবের পর্দা সম্পর্কিত ১ম আয়াত উম্মুল মু'মেনীন যায়নাব বিনতে জাহাশের সাথে রাসূল (সা.)-এর বিয়ের সময় অবতীর্ণ হয়। কারো মতে সময়টি ৩য় হিজরী আবার কেউ কেউ ৫ম হিজরীকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে আনাস (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, ৫ম হিজরীর যুলকাদা মাসে এ বিয়ে হয়। সুতরাং সবাই এ বিষয়ে একমত যে, পর্দার আয়াত এ বিয়ের সময়ই নাযিল হয়েছিল।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূল (সা.) যে সময় হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন আমার বয়স ছিল ১০ বছর। এরপর আমি ১০ বছর ধরে রাসূল (সা.)-এর খেদমত করি। পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে আমি সবার চেয়ে বেশি অবগত আছি। উবাই ইবনে কাব (রা.)ও এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। যেদিন যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর সাথে রাসূল (সা.)-এর (বিয়ের পর) প্রথম দাম্পত্য জীবন শুরু হয়, সেদিনই সর্বপ্রথম এ আয়াত নাযিল হয়। ভোরবেলা রাসূল (সা.) বর সেজেছিলেন। লোকেদেরকে তিনি দাওয়াত দিয়েছিলেন। লোকজন খাবার খেয়ে চলে গেল। কিন্তু কিছু লোক রাসূল (সা.)-এর কাছে রয়ে গেল। এরা অনেকক্ষণ ধরে বসে রইল। লোকগুলো যেন বেরিয়ে যায় এ উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.) উঠে বাইরে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে বের হলাম। রাসূল (সা.) হাঁটতে লাগলেন। আমিও তাঁর সাথে চললাম। তিনি (হাঁটতে হাঁটতে) আয়েশা (রা.)-এর কক্ষের দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। অতঃপর রাসূল (সা.) মনে করলেন, এখন তারা হয়তো চলে গিয়ে থাকবে। তিনি ফিরে আসলেন। আমিও তাঁর সাথে আসলাম। এসে তিনি যায়নাব (রা.)-এর ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু দেখলেন, এখনো তারা বসে আছে, চলে যায়নি। আবার রাসূল (সা.) ফিরে গেলেন। আমিও ফিরে গেলাম তাঁর সাথে। এমনকি তিনি আয়েশা (রা.)-এর ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। পুনরায় তিনি ভাবলেন, তারা হয়তো চলে গেছে। তিনি আবার ফিরে এলেন। আমিও তাঁর

www.pathagar.com

সাথে আসলাম। এবার তিনি দেখতে পেলেন, লোকগুলো চলে গেছে। এ সময়ই পর্দার আয়াত নাযিল হল। অতঃপর রাসূল (সা.) আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন।" (বুখারী-৫৭৯৯)

আসুন পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে পর্দার নির্দেশগুলো জানার চেষ্টা করি।

কোরআন সুন্নাহর আলোকে পর্দা

কণ্ঠস্বরের পর্দা

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا.

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।" (সূরা আহযাব : ৩২)

নবীর স্ত্রীদের সম্বোধন করে আয়াতটি নাযিলের মানে এ নয় যে, এ নির্দেশ শুধু নবীর স্ত্রী'দের জন্য। বরং এটা এজন্যই যে আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে–

প্রথমতঃ সংশোধনের কাজ নবী (সা.)-এর ঘর থেকেই শুরু হোক।

দ্বিতীয়তঃ নবী (সা.)-এর স্ত্রী'রা সমস্ত মুসলিম নারী জাতির জন্যই আদর্শ।

এই ৩২ নং আয়াতটিতে নারীদের কণ্ঠস্বরের ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

১. পরপুরুষের সাথে কথা বলার সময় নারীরা কোমল কণ্ঠে কথা না বলা।

২. ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা না বলা।

৩. সজ্ঞানে কণ্ঠস্বরে লালিত্য মিশিয়ে কথা না বলা।

৪. মিষ্টি সুরে কথা না বলা।

কারণ এতে সেই মহিলার মনে যদি খারাপ ইচ্ছে নাও থাকে কিন্তু যেসব পুরুষের মনে রোগ আছে তারা সেই নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারে।

আবার ইদানিং একটি নতুন ফেতনা তৈরি হয়েছে নারীদের নামাযের জামায়াতে ইমামতি করা নিয়ে। ২০০৫ সালের ১৮ মার্চ নিউইয়র্কের ক্যাথেড্রাল অভ সেন্ট জন দ্য ডিভাইন-এর মালিকানাধীন সাইনড হাউসে (গির্জা) নারী-পুরুষের সম্মিলিত জুমু'আর নামাযে ইমামতি করেন মুসলিম নামধারী জনৈকা আমিনা

www.pathagar.com

ওয়াদুদ। আযান দেন আর এক নারী সোহেইলা আল আত্তার। ৬০ মহিলা ও ৪০ পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামায আদায় করেন। যুক্তরাষ্ট্রের কোন মসজিদ কর্তৃপক্ষ এই আয়োজকদের নামাযের জন্য জায়গা দেয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের কোন মুসলিম সংগঠনও তাদের এই কাজকে সমর্থন করেননি। কিন্তু ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টির জন্যই গির্জার ভেতরে এই নামাযের আয়োজন করা হয়েছিল। এইসব মুসলিম নামধারী নামাযী নারীদের অনেকে স্কিন টাইট জিন্স পরে স্কার্ফ ছাড়া নামায আদায় করেন। (মাসিক পৃথিবী, অক্টোবর-২০০৯)

পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করা উচিত শুদ্ধ ও সুললিত সুরে। নামাযেও এই নিয়মই চলবে। নারী পুরুষের সম্মিলিত অংশ গ্রহণে নারীর ইমামতিতে নামায পড়ার সময় এই পদ্ধতিতে কোরআন তেলাওয়াতের পর পুরুষের মনে অন্যরকম অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে। তাই এ ধরনের সমস্যাগুলো থেকে নারীকে মুক্ত নিরাপদ রাখার জন্য ইসলাম নারীর ইমামতিতে নামায আদায়ের অনুমতি দেয় না।

(ক) এছাড়াও রাসূল (সা.) কোন মহিলাকে নারী-পুরুষের সম্মিলিত নামাযে ইমামতির অনুমতি দেননি।

(খ) নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে নফল বা ফরয নামায কোন নামাযেই নারীর ইমামতি বৈধ নয়। এটি মদীনার ৭জন ফকীহ, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (রহ.)সহ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম ও মুজতাহিদের অভিমত।

(গ) তবে মহিলাদের আলাদা জামায়াতের ব্যবস্থা করা ও তাতে মহিলার ইমামতি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমোদিত।

(ঘ) যেখানে নামাযে ইমামের ভুল হলে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলে লোকমা দেয়ার নিয়ম আছে। সেখানে নারীদের ক্ষেত্রে আওয়াজ করে লোকমা না দিয়ে হাত দিয়ে শব্দ করতে বলা হয়েছে। তাহলে এ থেকেই আমাদের অনুমান করা উচিত, নারীর ইমামতিতে পুরুষের নামায পড়া কি করে জায়েয হতে পারে।

সেই সাথে আমাদের আজকে এটাও চিন্তা করা উচিত আমাদের সমাজে যেসব মুসলিম নারীরা মিডিয়াতে গান গায়, যারা বিজ্ঞাপনে আকর্ষণীয়ভাবে কণ্ঠ দেয়, যারা নাটক-সিনেমায় অভিনয় করে, যারা বিনা প্রয়োজনে গায়ের মাহরম নারী কিংবা পুরুষের সাথে ফোনালাপের মাধ্যমে বন্ধুত্ব করে দীর্ঘ সময় বিনা প্রয়োজনেই খোশ গল্প করে সেটা কি করে জায়েয হতে পারে?

৫. মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য মেয়েরা সাবালিকা হওয়ার পর তাদেরকে ফোন

www.pathagar.com

রিসিভ করতে দেয়ায় ব্যাপারেও অভিভাবকদের সতর্ক হওয়া উচিত। কেননা এভাবে দুশ্চরিত্রের ছেলেদের পক্ষে মেয়েদেরকে উত্যক্ত করা ও প্ররোচিত করা সহজ হয়। আবার অপরিচিত ব্যক্তির সাথে ফোনালাপের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত সম্পর্কও গড়ে উঠতে পারে।

বিনা প্রয়োজনে মহিলাদের সাজসজ্জা করে বাইরে না যাওয়া

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে– মূর্খতা যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।" (সূরা আহযাব : ৩৩)

এই আয়াতে উল্লিখিত "তাবাররুজ" মানে হচ্ছে- প্রকাশ হওয়া, উন্মুক্ত হওয়া, সুস্পষ্ট হয়ে সামনে এসে যাওয়া। নারীর জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করার তিনটি অর্থ হয়। এক. সে তার চেহারা ও দেহের সৌন্দর্য লোকদের দেখায়।

দুই. সে তার পোশাক ও অলংকারের বহর লোকদের সামনে উন্মুক্ত করে।

তিন. সে তার চাল-চলন ও চমক-টমকের মাধ্যমে নিজকে অন্যদের সামনে তুলে ধরে। অভিধান ও তাফসীর বিশারদগণ এ শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে আবি নুজাইহ বলেন, "তাবাররুজের অর্থ হচ্ছে– গর্ব ও মনোরম অংগভংগিসহকারে হেলেদুলে ও সাড়ম্বরে চলা"। মুকাতিল বলেন, "নিজের ঘাড় ও গলা সুস্পষ্ট করা।" আল মুবাররাদের উক্তি হচ্ছে– "নারীর এমন গুণাবলি প্রকাশ করা যেগুলো তার গোপন থাকা উচিত।"

আবু উবাইদাহর ব্যাখ্যা হচ্ছে : "নারীর শরীর ও পোশাকের সৌন্দর্য এমনভাবে উন্মুক্ত করা যার ফলে পুরুষরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।" (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা-৪৯)

নারীরা ঘরে অবস্থান করবে। এটাই তাদের প্রকৃত অবস্থান ক্ষেত্র। এটাই তাদের আসল কর্মক্ষেত্র, নিরাপদ স্থান, স্বভাবসম্মত পরিবেশ।

www.pathagar.com

তবে ইসলাম বিশেষ প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছে। নামাযের জামাতে অংশগ্রহণ, জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে, হজের উদ্দেশ্যে এবং সাংসারিক জরুরি প্রয়োজনে ইত্যাদি কাজে তারা বাইরে যেতে পারবে।

সালেম (রা.)-এর বাবা বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেন, "যদি তোমাদের কারো স্ত্রী তোমাদের কাছে মসজিদে (নামাযের জন্য) যাওয়ার অনুমতি চায় নিষেধ করো না।" (বুখারী, হাদীস নং-৪৮৫৮)

মহিলা সাহাবীরা এ ধরনের বিভিন্ন কাজে এমনকি জিহাদে অসুস্থদের সেবার জন্যও অংশ নিতেন। ইসলাম নারীকে ঘরে বন্দী করে রাখা নয় বরং প্রয়োজনে নারীর বাইরে যাওয়াকে নিষেধ করে না। কিন্তু বেপর্দা অবস্থায় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মতো যেসব সমস্যাগুলো তৈরি হয় সে সমস্যাগুলো থেকে সতর্ক হতেই কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে এ বিষয়ে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক রাতে সাওদাহ বিনতে জাম'আ (প্রয়োজনবশতঃ) বাইরে গেলেন। তখন ওমর (রা.) তাঁকে দেখলেন এবং চিনতে পারলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, হে সাওদাহ! আপনি নিজকে আমাদের কাছ থেকে লুকাতে পারেননি। সাওদাহ (রা.) রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূল (সা.) তখন আমার ঘরে বসা ছিলেন এবং রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে একটি গোশতপূর্ণ হাড় ছিলো। এ সময় তাঁর উপর ওহী নাযিলের অবস্থা সৃষ্টি হলো। সে অবস্থা শেষ হলে রাসূল (সা.) বললেন, "হে মহিলাগণ! প্রয়োজনে আল্লাহ তোমাদেরকে ঘরের বাইরে যেতে অনুমতি দিয়েছেন।" (বুখারী, হাদীস নং-৪৮৫৭)

ইসলামে পোশাকের মূলনীতি

পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামে যে ৭টি মূলনীতি দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ ১. সতর ঢাকা পোশাক ২.পাতলা কাপড় না পরা ৩. আঁটসাট কাপড় না পরা ৪. বিপরীত লিঙ্গের মতো পোশাক না পরা। ৫. বিজাতীয় অনুকরণে পোশাক না পরা। ৬. পর্দা করার জন্য ব্যবহৃত পোশাক যেন এতটা সৌন্দর্যমণ্ডিত না হয় যেন নিজেই সৌন্দর্যের কারণ ঘটায়। ৭. ব্যতিক্রমধর্মী এবং জাঁকজমকপূর্ণ না হয় যা অন্যের সামনে নিজকে জাহির করার মতো হয়ে যায়। সেই সাথে গুরুত্ব ও বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আর একটি বিষয় আমরা যোগ করতে পারি তা হলো নারী পরপুরুষের সামনে সুগন্ধি ব্যবহার না করা। মোট এই ৮টি দিকে অবশ্যই

www.pathagar.com

মুসলিম নারীকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে সবসময়। শাইখ মুহাম্মদ নাসীর উদ্দীন আলবানী তাঁর বিখ্যাত "হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ ফিল কিতাব ওয়াসসুন্নাহ" গ্রন্থেও এই ৮টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে।

১. বাইরে বের হওয়ার সময় চাদর দিয়ে পূর্ণ সতর ঢেকে নেবে। এ উদ্দেশ্যে বোরখা ব্যবহার করলে ভালো। আজকাল হাতাছাড়া টাইট গেঞ্জি, থ্রী কোয়াটার প্যান্ট, মিনি স্কার্ট, হাতাছাড়া ব্লাউজ-জামা এগুলো মুসলিম নারীদের অনেকের স্বাভাবিক পোশাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার মাধ্যমে নারীদের লুকানো সৌন্দর্য সহজেই অন্যের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এটি সুস্পষ্ট গোনাহের কাজ।

কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– "হে মানব জাতি! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি লজ্জাস্থান আবৃত করা ও সাজসজ্জার জন্য আর তাকওয়ার পোশাক সবচেয়ে উত্তম।" (সূরা আ'রাফ : ২৬)

এই আয়াতের মাধ্যমে নগ্নতা নয়। বরং পোশাককেই সৌন্দর্যের উপকরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আজকাল সমাজের অনেক শিক্ষিত সচেতন নারীরা পরিধানের পোশাককে যতটা কাটছাট করতে পারেন ততটাই নিজকে স্মার্ট মনে করেন। কিন্তু পোশাকহীনতার অপর নাম কখনো আধুনিকতা হতে পারে না। বরং এর মাধ্যমে সমাজে পাপ ও অসুস্থতার জীবাণু ছড়িয়ে দেয়া হয়। যার ফলে নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া ও পরিবার ভাঙ্গার মতো ব্যাধির জন্ম হয়। উপরে উল্লিখিত আয়াতে 'আল্লাহভীতি'কে সর্বোত্তম পোশাক বলে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন। কেননা বান্দার মন-মগজ যখন আল্লাহভীতির পোশাকে ঢাকা থাকবে তখন শয়তান কিছুতেই তাকে পাপ ও অশ্লীলতার দিকে টেনে নিতে পারবেন না।

২. এমন কোন পাতলা কাপড় ব্যবহার করা যাবে না যাতে শরীর দেখা যায়। মোটা সুতার তৈরি হতে হবে যাতে সহজে শরীরের কাঠামো প্রকাশ না পায়। উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাত্রে রাসূল (সা.) ঘুম থেকে জেগে বললেন, "সুবহানাল্লাহ! কতই না গোলযোগ এ রাতে অবতীর্ণ করা হলো এবং কত ভাণ্ডারই না উন্মুক্ত করা হলো। ঘরের মহিলাদের জাগিয়ে দাও। কেননা দুনিয়ায় পোশাক পরিহিতা বহু নারীই পরকালে বিবস্ত্রা হবে।" (বুখারী, হাদীস নং-১১৩)

একবার একটি বিয়ের কনে আয়েশা (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হলো। তার পরনে ছিলো খুবই স্বচ্ছ পাতলা কাপড়। তখন তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি এ ধরনের

www.pathagar.com

পোশাক পরবে সে সূরা আন নূর-এ বর্ণিত বিধানের প্রতি ঈমান আনেনি।' (জান্নাতী রমণী, পৃ. ৫৩)

আর একবার আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের মেয়ে হাফসা একটি পাতলা ওড়না মাথায় জড়িয়ে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর কাছে আসেন। কাপড়ের ভেতর থেকে তাঁর কপাল দেখা যাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে আয়েশা (রা.) তার ওড়নাটি ছিঁড়ে ফেলে বলেন, "আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরে কি নির্দেশ দিয়েছেন তা কি তুমি জান না? এরপর তিনি আর একটি ওড়না চেয়ে পাঠান এবং সেটা তার মাথায় পরিয়ে দেন।" (ইবনে সাআদ/সূত্র মহিলা ফিকাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬)

রাসূল (সা.) বলেন, "বহু নারী কাপড় পরেও নগ্ন থাকে, পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট এবং পুরুষদেরও নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে তারা জাহান্নামী। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।" (মুসলিম, হাদীস নং-৩৯৭১)

হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে বর্ণিত। মুনযির ইবনে যুবায়ের ইরাক থেকে ফিরে এসে আসমা বিনতে আবু বকরের (রা.) কাছে যান। তিনি তাঁকে মরু অঞ্চলের এক জোড়া কোহেস্তানী পাতলা কাপড় উপহার দেন। এ সময় হযরত আসমার দৃষ্টিশক্তি ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি কাপড়গুলো হাতে ছুঁয়ে বলে দেন, "ওহ এই কাপড়গুলো তাকে ফেরত দিয়ে দাও।" এতে মুনযির মনে কষ্ট পান। তিনি বলেন, মা, এ কাপড় তো পাতলা নয়। তখন আসমা (রা.) বলেন, "পাতলা নয়, কিন্তু শরীরের গঠন দেখিয়ে দিতে পারে।" (ইবনে সায়াদ, মহিলা ফিকাহ ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭)

ভেবে দেখুন পাঠক! পোশাকের ব্যাপারে মহিলা সাহাবীরা বার্ধক্যেও কত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

৩. কাপড় এতটা আঁটসাঁট হওয়া যাবে না যাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায়। আজকাল নারীরা এতটা আঁটসাঁট পোশাক পরেন, মনে হয় যেন গায়ের মধ্যে রেখেই সেলাই করা হয়েছে। এ ধরনের কাপড় কিছুতেই পরা যাবে না।

ওমর (রা.) বলেছেন, নারীদের এমন আঁটসাঁট পোশাক পরা উচিত নয়, যাতে তাদের শরীরের গঠন প্রকাশ পায়। পর্দার পোশাক ঢিলা ঢালা হতে হবে।

উসামা বিন যায়েদ বলেন, দেহইয়া কালবী নবী (সা.)-কে একটি কিবতী (মিসরের তৈরি) কাপড় উপহার দিয়েছিলেন। তিনি তা আমাকে পরার জন্য দিয়ে দেন। আমি বাড়িতে গিয়ে আমার স্ত্রী'কে তা পরতে দিলাম। নবী (সা.) আমাকে

www.pathagar.com

বললেন, তুমি কিবতীদের সেই (আমার দেয়া) কাপড়টি পরছ না কেন? আমি বললাম, আমার স্ত্রী তা পরছেন। তখন রাসূল (সা.) আমাকে বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রী'কে সেই কাপড়ের নীচে আর একটি কাপড় (পেটিকোট) পরতে বলবে। কেননা আমার ভয় হচ্ছে যে, ঐ কাপড় এতোই পাতলা যে, তা পরলেও তোমার স্ত্রী'র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়বে।" (আহমাদ, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেন। হাদীস শরীফ পৃ. ১৫৯)

৪. কোন প্রকার পুরুষালি পোশাক মুসলিম মেয়েরা পরিধান করতে পারবে না। আবার নারীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক কোন পুরুষ পরতে পারবে না। পুরুষের মতো চুল ছাঁটা কিংবা পোশাক পরার ক্ষেত্রেও আজকাল মুসলিম নারীরা বেশ এগিয়ে। তেমনিভাবে নারীদের মতো লম্বা চুল, কানে দুল, হাতে চুড়ি কিংবা ব্রেসলেট পরা অনেক মুসলিম যুবককে আজকাল দেখা যায়।

কিন্তু রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে নারী লেবাস-পোশাকের বা চুলের ক্ষেত্রে পুরুষের রূপ ধারণ করে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ পতিত হয় এবং যে পুরুষ লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে নারীর রূপ ধারণ করে তাদের প্রতিও আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।" (বুখারী-৫৪৬০, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

৫. বিজাতীয় চিহ্ন শাঁখা, টিপ, উল্কি ইত্যাদি করা যাবে না। অথচ এগুলো আজকাল মুসলিম মেয়েদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেই সব মুসলিম নারীরা কি কোন হিন্দু মহিলাকে মুসলমানদের কোন চিহ্ন ধারণ করতে দেখেছেন কখনো?

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য (পোশাক-পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতিতে) রাখে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।" (আবু দাউদ/সূত্র জান্নাতী রমণী, পৃ. ৫৪)

এছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং নিজে লাগায়, যে নারী অপরের অঙ্গে উল্কি আঁকে এবং নিজে (নিজের অঙ্গে) তা করায় এদের সবার উপর রাসূল (সা.) অভিসম্পাত করেছেন।" (বুখারী, হাদীস নং-৫৫১০)

আবার আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেছেন এমন সব মহিলার উপর যারা অপরের অঙ্গ উল্কি আঁকে এবং যারা নিজেরা তা করায়। যারা কপালের উপরিভাগের চুল উপড়িয়ে ফেলে। যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও ফাঁক বড় করে আল্লাহর সৃষ্ট

www.pathagar.com

আকৃতিতে পরিবর্তন করে। অতঃপর আমি কেন তার উপর অভিসম্পাত করব না, যার উপর স্বয়ং রাসূল (সা.) অভিসম্পাত করেছেন এবং যা আল্লাহর কিতাবেও উল্লেখ আছে।" (বুখারী, হাদীস নং-৫৫১৩)

এছাড়াও যারা কৃত্রিম তিল আঁকে, ভ্রুর চুল তুলে বিশেষ আকৃতির ভ্রু আঁকে, লোম ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখ পরিষ্কার করে, দাঁত ঘষে পাতলা করে তাদেরকে অভিশাপযোগ্য বলা হয়েছে।

৬. পর্দার জন্য ব্যবহৃত পোশাক বা বোরখাটি যেন অতিরিক্ত কারুকার্য শোভিত না হয়। তাহলে অন্যকে সহজে তা আকৃষ্ট করবে। ফলে পর্দার উদ্দেশ্য সফল হবে না। পর্দার উদ্দেশ্য হলো পর পুরুষ থেকে নারীর সৌন্দর্য গোপন করা। কিন্তু পর্দার পোশাকটি যদি নিজেই খুব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় তবে পর্দার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

৭. পোশাক যেন মানুষের সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বা খ্যাতি জাহির করার উদ্দেশ্যে না হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে ঈদ কিংবা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অধিক টাকার পোশাক কিনে পত্রিকার শিরোনাম হওয়ার প্রবণতা অনেকের মাঝে দেখা যায়। অনেকে এসব অনুষ্ঠানে নিজের সন্তানকে অধিক দামি পোশাক কিনে দেন গর্ব করে। যা একজন অক্ষম বাবা কিংবা তার অসহায় সন্তানের মনোকষ্টের কারণ হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য বিশেষ কোন পোশাক পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অনুরূপ পোশাক পরাবেন। এরপর তাতে জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হবে।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে হাদীস নং-২৫২৬)

৮. মহিলাদের বাইরে বের হতে প্রকট গন্ধযুক্ত সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না। সেটা সেন্ট, আতর বা প্রকট গন্ধযুক্ত পাউডার যাই হোক না কেন।

আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "প্রতিটি চোখই ব্যভিচারী। কোন স্ত্রী লোক যখন সুঘ্রাণ ব্যবহার করে পুরুষদের সমাবেশে যায়, তখন সে তাই... তাই।" (হাদীস শরীফ, পৃ. ১৫৮ তিরমিযী, আবু দাউদ)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে নিষেধ করো না। কিন্তু তারা যেন খোশবু লাগিয়ে না আসে।" (আবু দাউদ ও আহমাদ, তাফহীমুল কুরআন/সূত্র : সূরা নূর, টীকা-৪৭)

অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, জনৈক মহিলা আবু হুরায়রার (রা.) পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো। মহিলার শরীর থেকে সুগন্ধি ছড়াচ্ছিল। তিনি তাকে

www.pathagar.com

ডেকে বললেন, "হে আল্লাহর দাসী! তুমি কোথায় যাচ্ছো? মহিলা বলল– মসজিদে। তিনি প্রশ্ন করলেন– গায়ে সুগন্ধি মেখে মসজিদে যাচ্ছো? মহিলা বলল– হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন– ফিরে যাও। ঘরে ফিরে গোসল কর। আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, "যে মহিলা শরীরে সুগন্ধি ছড়িয়ে মসজিদে নামায পড়তে যায়, আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে ঘরে ফিরে গিয়ে গোসল করে আসবে।" (আবু দাউদ/ নাসাঈ/ ইবনে মাজাহ/ সূত্র মহিলা ফিকাহ, ১ম খণ্ড পৃ.১৬৮)

মহিলাদের বাইরে যাওয়ার জায়েয পদ্ধতি

এবার আমরা জেনে নিই মহিলাদের বাইরে যাবার জায়েয পদ্ধতি সম্পর্কে :

১. বিনা প্রয়োজনে বাইরে অযথা ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়।

অনেক সময় নারীদেরকে অযথাই মার্কেটে, পার্কে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। একটি জিনিস কিনতে একাধিকবার মার্কেটে যান। কিন্তু এতে নারীর নিজেরই নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা থাকে। যেমন ইদানিং কালে বাসে পর্যন্ত নারী গণধর্ষণের শিকার হবার ঘটনা ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ই জায়গাই ঘটেছে। রাসূল (সা.) বলেছেন– "মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্তু । সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপেক্ষা করে) বাইরে আসে তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সুসজ্জিত করে দেখায়।" (তিরমিযী, হাদীস নং-১১৭৩)

২. দূরের পথে হলে কোন মাহরম পুরুষকে সাথে নিতে হবে।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, "কোন মাহরমের উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ যেন একাকী (গায়ের মাহরম) মহিলার কাছে না যায়। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূল (সা.)! আমার স্ত্রী হজ করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেছে। আর অমুক জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। রাসূল (সা.) বললেন, ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রী'র সাথে হজ কর।" (বুখারী-৪৮৫৩)

লক্ষ্য করুন পাঠক, যেখানে হজে যাত্রার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজও মাহরম ছাড়া সম্ভব নয়। আর এক্ষেত্রে একাকী স্ত্রী'র সঙ্গ দিতে স্বামীকে জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেখানে আজকাল অনেকেই উচ্চ শিক্ষার্থে মেয়েদের একা একা দূর দেশে পাঠিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে এটি মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর। একবার আমার স্বামীর এক বিদেশী অফিস কলিগ তার একমাত্র মেয়েকে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় ভর্তি করাতে

www.pathagar.com

নিয়ে গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই অবস্থায়ই মেয়েটিকে দুর্বৃত্তরা তুলে নিয়ে গেল। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে পরে ভদ্রলোককে একাই ফিরে আসতে হলো। আর যারা সেসব দেশে একটি উঠতি বয়সী মেয়েকে একা একা পড়াশুনার জন্য ফেলে রাখেন তারা কতটা সচেতনতার কাজ করছেন তাদেরকে একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ কোন মেয়ের সাথে নির্জনে মিশবে না। তবে তার সাথে তার কোন মাহরম পুরুষ থাকলে ভিন্ন কথা। আর কোন মহিলা যেন মাহরম ব্যতীত একাকী তিন দিনের পথ (৪৮ মাইল) ভ্রমণ না করে।" (বুখারী, মুসলিম) (রিয়াদুস সালেহীন-৪র্থ খণ্ড হাদীস নং-১৬২৯)

৩. বিশেষ প্রয়োজনে মহিলাদেরকে বাইরে বের হতে হলে জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা করে তা প্রদর্শন করে বের হওয়া যাবে না। ইচ্ছা করে অলংকারের ঝনঝনানি শুনানো যাবে না। অথচ আজকাল নারীরা সাজসজ্জা ছাড়া বের হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। নিজকে কতটা আকর্ষণীয় করে অন্যের সামনে উপস্থাপন করা যায় সে চেষ্টায়ই ব্যস্ত থাকে।

ইমাম কুরতুবী বলেন, "হাস্যলাস্য ও অঙ্গভঙ্গিসহকারে চলাফেরা করা, পুরুষের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়ানো ইত্যাদি শরীয়ত নিষিদ্ধ কাজ। সকল তাফসীরের কিতাবে এ ব্যাখ্যাই শামিল রয়েছে।" (কুরতুবী ১৪ খণ্ড পৃ. ১১৭) তিনি আরো বলেন, "এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, জাহেলী যুগের নারীরা গায়ের মাহরম পুরুষের সামনে হাস্যলাস্য ও অঙ্গভঙ্গিসহকারে চলাফেরা করত এবং নিজেদের সৌন্দর্য ইত্যাদি প্রকাশ করে বেড়াতো তার বিরোধিতা করা। কেননা শরীয়তে তা নাজায়েয। অতএব তারা ঘরেই অবস্থান করবে। তবে ঘরের বাইরে যাওয়ার সত্যিকার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে শরীর পরিপূর্ণভাবে ঢেকে বের হবে।" (কুরতুবী)

৪. পর পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে। আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "কোন পুরুষ লোক কোন পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোন নারী অন্য কোন নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। দু'জন পুরুষ লোক একত্রে একই কাপড়ের নীচে ঘুমাবে না। অনুরূপভাবে দু'জন মহিলাও একত্রে একই বস্ত্রের মধ্যে ঘুমাবে না।" (মুসলিম শরীফ/রিয়াদুস সালেহীন ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-১৬২৭)

৫. কোন ভিড়ের মধ্যে পরপুরুষের সাথে ঠেলাঠেলি, ঘেঁসাঘেসি করে যাওয়া যাবে

www.pathagar.com

না। আজকাল মেলা, বর্ষবরণ উপলক্ষে আয়োজনে নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তাই এসব বিদায়াতমূলক ও শরীয়ত কর্তৃক নিষেধ করা কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা অনেক সময় এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর মেয়েরা অভিযোগ করেন কোন পুরুষ হয়তো তার গায়ে হাত দিয়েছে। কিংবা ওড়না ধরে টান দিয়েছে। আবার থার্টি ফার্স্ট নাইটে বাঁধন নামের একটি মেয়ের লাঞ্ছিত হবার ঘটনা পত্রিকার শিরোনামও হয়েছিলো। আসলে এ ধরনের ঘটনার জন্য নারীরা নিজেরাই দায়ী।

আলী (রা.) বলেন, "আমি শুনলাম তোমাদের নারীরা অনারব কাফের পুরুষদের সাথে বাজারে গিয়ে ভিড় জমায়। তোমাদের মধ্যে আত্মসম্ভ্রমবোধ নেই? যার মধ্যে আত্মসম্ভ্রমবোধ নেই তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।" (জান্নাতী রমণী, পৃ. ৪৮)

৬. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন– "দোযখীদের এমন দু'টি দল রয়েছে যাদের আমি দেখিনি। তাদের এক দলের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে। তারা তা দিয়ে লোকদের মারবে। আর এক দল হবে নারীদের। তাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ দেখাবে। তারা গর্বের সাথে নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহু দুলিয়ে পথে চলবে। বুখতি উটের উঁচু কুঁজের মতো করে খোঁপা বাঁধবে। এসব নারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ অনেক দূর হতেও পাওয়া যাবে।" (মুসলিম/রিয়াদুস সালেহীন ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-১৬৩৩)

এই হাদীসে উল্লিখিত কিছু শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইমাম নওবী এভাবে– 'কাসিয়াত' অর্থ– যে আল্লাহর নিয়ামতরূপে পোশাক পরে। 'আরিয়াত' অর্থ– যে শুকরিয়া আদায় করে না অথবা দেহের কিছু অংশ আবৃত করে এবং রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য কিছু অংশ খোলা রাখে। দেহ লাবণ্য দেখানোর জন্য পাতলা মিহি কাপড় পরে। 'মায়েলাত' অর্থ– যে আল্লাহর আনুগত্যবিমুখ, যেসব বস্তুর হেফাযত করা প্রয়োজন তার হেফাযত করে না। 'মুমিলাত' অর্থ– নিজের কুকর্মগুলো মানুষের সামনে প্রকাশকারিণী, নিজের জাঁকজমক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রদর্শনকারিণী। এরূপ সাজসজ্জা ব্যভিচারিণী ও খারাপ প্রকৃতির মেয়েরাই করে থাকে। 'রুউসুহুন্না কাআসনিমাতিল' অর্থ– চুলের খোঁপা মটকার মতো কারিণী, যে দোপাট্টা রুমাল ইত্যাদি পেঁচিয়ে বুখতি উটের কুঁজের মতো বড় ও উঁচু করে।

আজকাল ফ্যাশন শো-তে অংশ নেয়া নারীদের মাঝে এই আচরণের মিল আমরা অহরহ দেখি।

ইবনে মাসউদ (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে। একবার তিনি তাঁর এক বক্তৃতায়

www.pathagar.com

বললেন, "অমুক অমুক ফ্যাশনকারিণী মেয়েদের উপরে আল্লাহর অভিসম্পাত।" এ কথা শুনার পর জনৈক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "এমন কথা আপনি পেলেন কোথায়? কুরআনের কোথাও আমার এ ধরনের কিছু নজরে পড়েনি।" ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, "তুমি যদি কুরআন পড়তে তাহলে নিশ্চয় তার মধ্যে এ কথা পেয়ে যেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়নি? "আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু থেকে দূরে থাকতে বলেন, তার থেকে নিজকে দূরে রাখ এবং ভয় কর আল্লাহকে। অবশ্যই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" (সূরা আল হাশর : ৭)

(এই আয়াতে যা কিছু দেন কথার মর্ম হলো– যে বিধান এবং জীবন সমস্যার যে সমাধান দেন। এসব বিধান এবং সমাধান একজন মু'মিনের জন্য প্রতি মুহূর্তে গ্রহণীয় এবং অবশ্য পালনীয়।)

মহিলাটি বললেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই পড়েছি।" ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, "নবী (সা.) এরূপ কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং এ ধরনের ফ্যাশনকারিণীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত করেছেন।" মহিলাটি বললেন, "হ্যাঁ এবার বুঝতে পেরেছি।" (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে ইবনে আবি হাতেম)

লেখক ব্যাখ্যায় লিখেছেন– আজকাল তথাকথিত মুসলিম নারীগণ শুধু নিত্যনতুন অত্যাধুনিক ফ্যাশনের প্রতিই আকৃষ্ট হচ্ছে না। বরঞ্চ তাদের অর্ধ উলঙ্গ পোশাক শালীনতা ও লজ্জাশীলতার সকল সীমালঙ্ঘন করেছে। ঘরের বাইরে যখন তারা বের হয় তখন তাদের সাজ পোশাকের ফ্যাশন, যৌন আকর্ষণকারী অর্ধ উলঙ্গ দেহ, নিজেকে পুরুষের আকর্ষণীয় বানাবার প্রতিযোগিতা সমাজে ব্যাপক হারে উচ্ছৃঙ্খলতার ইন্ধন যোগাচ্ছে। এরপরেও তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে।

পরিতাপের বিষয়, এমনও কিছু লোক দেখা যায়, যার কপালে সিজদার চিহ্ন, মুখে দাড়ি ও মাথায় টুপি এবং মুসল্লি-পরহেজগার বলে যে পরিচিত। সে যখন বাড়ির বাইরে যায় তখন তার সাথে অত্যাধুনিক বেপর্দা যুবতী মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়। ঈমানের দাবি পূরণ না করে এমন পরহেজগারির কানাকড়িও মূল্য আছে কি? (ঈমানের দাবি, পৃ. ১২)

এ ধরনের ব্যক্তি আমরা সমাজে অহরহ দেখি। একবার ঈদ উপলক্ষে আমার এক আত্মীয়ার জন্য ড্রেস কিনতে মার্কেটে গেলাম। একটি ড্রেস বেশ পছন্দ হলো। কিন্তু জামাটির হাতা সম্পূর্ণ পাতলা নেটের তৈরি। আমি তখন দোকানিকে বললাম, ভাই আপনি কি আমাকে এই নেটটি পাল্টে ভেতরে আস্তর দিয়ে একই কালার নতুন লম্বা হাতা করে দিতে পারেন। আর এই পাতলা নেটের ওড়না বাদ

www.pathagar.com

দিয়ে আর একটু বড় ঘন বুননের একটি ওড়না দেবেন? তখন দোকানি সশ্রদ্ধে বলল, আপা একটু ঝামেলা হবে। কিন্তু অসুবিধা নেই করে দেব। তারপর হেসে বলল– আপা, আমি আপনার এই রুচিকে শ্রদ্ধা করছি। কিন্তু কাস্টমারের পছন্দ দেখুন। আপনি এই নেটের হাতা বদলাতে চাইছেন পাতলা বলে। আর একটু আগে ওই যে দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন সাথে থাকা মেয়েটি ভদ্রলোকের মেয়ে। উনারা এই মাত্র এই নেটের হাতাটিও খুলে হাতাছাড়া জামার অর্ডার দিয়ে গেলেন।

৭. অনেক সময় মহিলারা বাইরে বের হলে বখাটেদের কাছ থেকে ইভটিজিং-এর শিকার হয়। ইদানিং-এর পরিমাণ অনেক বেড়েছে। ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে অনেক নারীকে আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে দেখা যায় অথচ এ ধরনের জটিলতা এড়াতে রাসূল (সা.) নারীদের যেমনি চলাফেরার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন তেমনি রাস্তাঘাটে ছেলেদের বসার ব্যাপারেও নিয়ম বাতলে দিয়ে গেছেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন, "রাস্তায় বসা থেকে নিজেদের দূরে রাখ। সাহাবারা বললেন, ইয়া রাসূল (সা.), আমাদের রাস্তায় বসা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। আমরা তো রাস্তায় বসেই কথাবার্তা বলি। রাসূল (সা.) বললেন, যদি তোমাদের নিতান্তই বসতে হয় তবে পথের হক আদায় কর। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ পথের হক কি? রাসূল (সা.) জবাবে বললেন, দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া, পথিকের উত্তর দেয়া। আর সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা।" (বুখারী, মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন-৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-১৬২৩)

আবু উসায়েদ আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন। "একবার রাসূল (সা.) বাইরে এসে দেখেন, পথে নারী-পুরুষ মিশ্রভাবে চলছে। এ অবস্থা দেখে তিনি নারীদেরকে বললেন, তোমরা পেছনে সরে যাও। কেননা তোমাদের জন্য মাঝপথে চলার অধিকার নেই। তোমরা পথের এক পাশ দিয়ে চলবে। হাদীসটি বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, তারপর থেকে নারীরা দেয়ালের পাশ দিয়ে এমনভাবে ঘেঁষে চলতে লাগলো যে তাদের কাপড় দেয়ালে আটকে যেত।" (আবু দাউদ, বায়হাকী তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, টীকা-৪৯)

নারীদেরকে হেয় করে দেখার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা,) এ কথা বলেননি। বরং তিনি ভেবেছেন, এভাবে চলাফেরা করলে দুষ্ট লোকেরা নারীদেরকে বিরক্ত করার সুযোগ পাবে না।

www.pathagar.com

৮. বাইরে বের হলে কোন মহিলার উচিত নয় গায়ের মাহরম কোন পুরুষের সাথে একা রিক্সা বা সি.এন.জি'তে বসা, যেখানে ১/২ জন মানুষের বেশী থাকে না। ২০ মে ২০১৩ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রীকে সি.এন.জি'র ভেতরে শ্লীলতাহানির চেষ্টাকালে মেয়েটি নিজকে বাঁচাতে বাইরে লাফিয়ে পড়ে। মেয়েটির ভাষ্য মতে, ২০ মে বিকেল ৬টা ৪৫ মিনিটে হাটহাজারী থানার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেট থেকে আমি ক্যাম্পাসের প্রীতিলতা হলের ১২৯ নম্বর কক্ষে যাওয়ার জন্য সি.এন.জি'তে উঠি। আমার সাথে একই গাড়িতে ওঠে বিবাদী মাসুম (২৫) ও মোহাম্মদ আলী (২২)। সম্মানিত পাঠক, মেয়েটির প্রতি আন্তরিকতা রেখেই বলছি দু'জন গায়ের মাহরম পুরুষের সাথে একই সি.এন.জি'তে ওঠা একা একটি নারীর জন্য মোটেও ইসলামসম্মত ছিল না। বোনটি কি একবারও ভাবেননি, এতে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে?

৯. একবার ঈদ উপলক্ষে এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি। সেখানে আমার এক ছাত্রীর সাথে দেখা। সে ঈদ উপলক্ষে যে ড্রেসটি পরেছে সেটা দেখে সবাই ওকে খুব মানিয়েছে বলে প্রশংসা করতে লাগলো। আমি তখন বললাম– মা, তোমার ড্রেসটির কালার বেশ সুন্দর, কিন্তু। মেয়েটি তখন বলল– আন্টি কিন্তু কি? আমি বললাম– না থাক। আসলে ড্রেসটি নিয়ে আমার কিছু বলার ছিলো। কিন্তু বেচারির ঈদের ড্রেস। তাই হয়তো কিছু বললে মনে কষ্ট পাবে এই ভেবে আমি কথা চেপে গেলাম। কিন্তু মনটা খচ খচ করতে লাগলো, না বলা কথাগুলো বলতে না পারার কারণে। অবাক ব্যাপার পরদিন মেয়েটি আমাকে ফোন করে বলল– আন্টি, কাল আপনি মনে হয় আমার ঈদ ড্রেসটি দেখে কিছু বলতে চেয়েছিলেন। আমি বললাম– না মা, থাক। তখন মেয়েটি বলল– আন্টি, এমন অনেক বিষয় আছে যেটা হয়তো আমি বুঝি না। আপনি আমাকে যদি খুলে বলেন, আমি মনে কষ্ট পাব না বরং খুশী হব। তখন মেয়েটির কাছ থেকে আশ্বস্ত হয়ে আমি বললাম– দেখ মা, তোমার স্কার্টটি লং সেটা ঠিক আছে। কিন্তু সেটা এতটা আঁটসাঁট যে তোমার শারীরিক কাঠামো অনেকটাই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো। তাছাড়া এক পাশে আবার লম্বালম্বিভাবে খোলা থাকার কারণে তুমি হাঁটার সময় তোমার পা অনেকখানি দেখা যাচ্ছিল। তুমি তো এখন বড় হচ্ছো। এটা তো তোমার ঈদ ড্রেস। তাই নিশ্চয় বাসায় আব্বু বড় ভাইয়া সবার সামনে তুমি ড্রেসটি পরেছো। মেয়েরা যখন বড় হতে শুরু করে তখন এ ধরনের পোশাক পরা ইসলামে জায়েয নেই। মেয়েটি আমাকে জাযাকাল্লা বলে এক সময় ফোন রাখলো। আমি তো এদিকে মনে মনে টেনশনে আছি। যা ভাবছিলাম তাই হলো। বেশ কয়েক দিনের মাথায় মেয়েটির মায়ের ফোন এলো। তিনি আমাকে বললেন– এই তুমি কি ওকে ঈদ ড্রেসটির ব্যাপারে কিছু বলেছো? আমি বললাম–

www.pathagar.com

কেন? তখন তিনি বললেন– এক বাসায় বেড়াতে যাবো। কিন্তু ও কিছুতেই ড্রেসটি পরতে চাচ্ছে না। মেয়েটির কথা শুনে আমার মনটা ভরে গেল। আমি এবার ওর মাকে সব বুঝিয়ে বললাম। তখন উনিও ব্যাপারটা বুঝলেন। অনুশোচনার গলায় বললেন– আসলে ঈদের ড্রেস কিনতে গিয়ে অনেক মার্কেটইতো ঘুরলাম। কিন্তু এই ব্যাপারটি ঠিক মাথায় ছিল না। আমি তখন বললাম– আমাদের মায়েদেরই তো সন্তানদের ইসলামী পোশাক কিনে দেবার ব্যাপারে খেয়াল করা উচিত। আলহামদুলিল্লাহ এ মা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন সহজেই।

কিন্তু এর বিপরীতও আমি পেয়েছি। অনেকে এভাবে সতর্ক করতে গেলে উল্টো ভুল বুঝে দু'চার কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়েন না। আর একবার এক মা আমাকে বললেন– আপনাকে আমার মেয়ে খুব পছন্দ করে। ওর জন্য একটি ড্রেস অনেক দাম দিয়ে কিনেছি। মেয়েটি এখন সেটা পরতে চাচ্ছে না। আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন। আমি তখন সেই কিশোরীকে প্রশ্ন করলাম– কেন তুমি ড্রেসটি পছন্দ করছ না? মেয়েটি তখন অশ্রু সজল গলায় বলল– আন্টি, আপনি না বলেছেন ছবিওয়ালা ড্রেস পরলে নামায হবে না। দেখুন আমার এই ড্রেসটিতে সব ডলের ছবি। আমি এই ড্রেস পরতে চাই না। আমি তখন মেয়ের মায়ের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন– ভাবী রাতের বেলা কিনেছি এতো খেয়াল করিনি। এখন এত দামি ড্রেস কি ফেলে দেব? মেয়েটি তখন অভিমানী গলায় বলল ড্রেসটি আমারও খুব পছন্দ ছিল। কিন্তু যে ড্রেস পরলে নামায হবে না সেটা এখন আর আমি পরতে চাই না। আমি তখন বললাম– ভাবী, আমার তো মনে হয় আপনার কেনা এই দামি ড্রেসের চেয়ে আপনার মেয়েটির আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালো লাগা একটি জিনিস বাদ দেবার এই আত্মপোলব্ধির দাম আরো অনেক বেশী। অনেক মা'তো চেষ্টা করেও সন্তানকে বাধা দিতে পারেন না। আর আলহামদুলিল্লাহ ওর হৃদয়কে তো আল্লাহ হেদায়াতের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ভদ্র মহিলা তখন আমার কথায় খুশী হয়ে বললেন– আলহামদুলিল্লাহ, এ ধরনের ক্ষেত্রে সন্তানের নেক কাজকে অনুপ্রাণিত করতে কখনো ভুলবেন না।

১০. সর্বোপরি লজ্জা ও আল্লাহর ভয় নিয়ে মুসলিম নারীদের বিশেষ প্রয়োজনেই শুধু রাস্তায় বের হতে হবে। আর তখন তাকে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তিন প্রকারের লোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। (ক) অনবরত মদপানকারী। (খ) পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি। (গ) "দাইয়ুস" অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়। (আহমাদ/সহীহুল জামে ৩০৪৭) অন্য এক হাদীসে আছে "সে ব্যক্তি দাইয়ুস' যে তার স্ত্রী'কে বেপর্দা বের হতে দেয়।"

www.pathagar.com

অথচ দুঃখজনক হলেও সত্যি আমাদের দেশে অনেকেই মডেলিং, সিনেমা, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় নিজের স্ত্রী, মেয়েকে নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, একবার আমার স্কুলে পড়ুয়া বড় মেয়েটি আমাকে বলছিলো, আম্মু এটা কি ফানি ব্যাপার না যে, একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে এক অভিভাবক বলছেন, তাঁর মেয়ে যাতে এই অংগনে সফল হন সেজন্য তিনি নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন। আসলেই এটা হাস্যকর, যে নামায এসেছেই মন্দ ও অশ্লীলতা থেকে মানুষকে বাঁচাতে সেই নামায পড়া হচ্ছে এই মন্দ কাজের সাফল্য কামনা করে। তার চাইতেও হাস্যকর হলো, যে প্রভু এসব অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর কাছেই এই কাজের সাফল্যের জন্য দোয়া করা হচ্ছে। মূলত এই ধরনের ব্যক্তিরাই দাইয়ুস।

একবার এক মহিলা বেশ দুঃখের সাথে বলছিলেন, তিনি বেপর্দা বাইরে বের হতে চান না। কিন্তু তার স্বামী তাকে বলেন, হিজাব পরলে মহিলাকে স্মার্ট মনে হয় না। তাই তিনি মহিলাকে পর্দা তো দূরে থাক, সতরই অনাবৃত থেকে যায় এ ধরনের পোশাক পরে বাইরে যেতে বাধ্য করেন।

আফসোস এ ধরনের স্বামীদের জন্য! আর এ ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে, রাসূলের সেই বাণীটি মনে রাখবেন, "আল্লাহর নাফরমানি করে সৃষ্টির কারো আনুগত্য করা যাবে না।" (আহমাদ, হাকেম, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দ্রঃ সহীহুল জামে হা/৭৫২০)

আপনার কবরে আপনাকেই হিসাব দিতে হবে। সেই সাথে দোয়া করছি আল্লাহ যেন সেই সব স্বামীদেরকেও হেদায়াত দান করেন।

গায়ের মাহরম নারীদের কাছ থেকে কিছু চাওয়ার জায়েয পদ্ধতি

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ.

"তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।" (সূরা আহযাব : ৫৩)

এ আয়াতে গায়ের মাহরম মহিলাদের কাছ থেকে কিছু চাইতে গেলে পর্দার যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

১. "তোমরা তাঁর পত্নীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে

www.pathagar.com

চাইবে"... এই আয়াতে একটি দিক স্পষ্ট করা হয়েছে যে, গায়ের মাহরম পুরুষের দৃষ্টি থেকে নারীর পুরো শরীরই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নারী দেহের কোন অঙ্গ সম্পর্কে ছাড় দেয়া হয়নি এ আয়াতে।

২. ঘরের মহিলাদের সাথে গায়ের মাহরম পুরুষদের কথা বা লেনদেন বা কিছু চাওয়া সব কিছু করতে হবে পর্দা বজায় রেখে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যখন স্বামী উপস্থিত থাকবে তখন স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী (নফল) রোযা রাখবে না। আর কোন স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ঘরে কাউকে ঢোকার অনুমতি দেবে না।" (বুখারী-৪৮১৬)

অন্য একটি হাদীসে এসেছে– রাসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোন নারীর সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে যতক্ষণ না ঐ নারীর কোন মাহরম তার সাথে থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয়জন থাকে শয়তান।" (আহমাদ/তাফহীমুল কুরআন সূরা নূর টীকা-৪৯(১))

৩. উল্লেখ আছে যে, একবার বিলাল (রা.) অথবা আনাস (রা.) ফাতিমা (রা.) কাছ থেকে তার কোন এক বাচ্চাকে কোলে নিতে চাইলে তিনি পর্দার আড়াল থেকে বাচ্চাকে দিলেন। (ফাতহুল কাদির)

মহিলাদের সামনে যাবার ক্ষেত্রে যাদের অনুমতি আছে

لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ج وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا.

"নবী-পত্নীগণের জন্যে তাঁদের পিতা-পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, সহধর্মিণী নারী এবং অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গোনাহ নেই। নবী-পত্নীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয় প্রত্যক্ষ করেন।" (সূরা আল আহযাব : ৫৫)

এই আয়াতে যেসব ব্যক্তির সামনে নারীরা বিনা পর্দায় যেতে পারবে তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. নারীরা নিজেদের বাবা, ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, বিশ্বস্ত নারী ও অধীনস্থদের ছাড়া অন্য কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না।

www.pathagar.com

২. অনেক সময় দেখা যায় দু'টি অনাত্মীয় পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এক সাথে মেলামেশার কারণে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। পাশাপাশি বসবাসরত প্রতিবেশী বা যে কোন পরিবারের সাথেও এই সম্পর্ক হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, দু'টি পরিবারের মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে এত আন্তরিকতা তৈরি হয়ে যায় যে, তারা পরস্পর থেকে পর্দার কথা চিন্তাই করতে পারে না। উপরন্তু এক পরিবারের কর্তা না থাকলেও অন্য পরিবারের কর্তা গিয়ে সেই গৃহকর্ত্রীর সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলেন। তারা 'আমার আপন মায়ের পেটের ভাই বা বোনের চাইতেও বেশী' বলে যতই ঘনিষ্ঠতার দাবি করেন না কেন ইসলাম কিছুতেই এই অবাধ মেলামেশা সমর্থন করে না। এছাড়াও দেখা যায়, এ ধরনের দু'টি পরিবারের বাচ্চারা বড় হলে পরস্পর থেকে পর্দা রক্ষা করে চলে না। বরং অবাধ মেলামেশা করে। এটাও ইসলামের বিধানসম্মত নয়।

৩. আবার অনেক সময় পাতানো কিংবা মুখে ঢাকা কিছু সম্পর্ককে অনেকে এতটা গুরুত্ব দেন যে, এই সব গায়ের মাহরম ব্যক্তিদের সাথে দেখা দেবেন না তারা ভাবতেই পারেন না। কিন্তু এ আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয়েছে কোন্ কোন্ ব্যক্তিদের সাথে দেখা দেয়া যাবে।

মুসলিম নারীদের চাদর পরার পদ্ধতি

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা আহযাব : ৫৯)

এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে সকল মুফাসসির মুখমণ্ডল ঢাকা হিজাবের অত্যাবশ্যক অংশ বলে গণ্য করেছেন। আবু বকর আর-রাযী ও আল-জাসসাস আল-হানাফী (রহ.) বলেন, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যুবতী মহিলারা ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় বেগানা পুরুষের দৃষ্টি থেকে তাদের মুখমণ্ডল আবশ্যিকভাবে ঢেকে রাখবে। যাতে দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাদেরকে বিরক্ত করতে না পারে। (আহকামুল কুরআন : ৩/৩৭১)

এখানে প্রথমে আমরা আয়াতে উল্লিখিত 'জিলবাব' শব্দটি নিয়ে আলোচনা করবো।

www.pathagar.com

ইমাম কুরতুবী লিখেছেন– "জিলবাব এমন একটি কাপড় যা ওড়নার চেয়ে বড়।" (কুরতুবী ১৪ পৃ. ১৫৬)

ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ বলেন– "জিলবাব হলো চাদর।" যা বর্তমান যুগের বোরখার উদ্দেশ্য পূরণ করতো।

ধারণা করা হয় মূলত এই আয়াতটি সেই সময়ের যখন মুসলিম নারীরা জিলবাব পরতে শুরু করেছিলো। তাই এই আয়াতে জিলবাব পরার নিয়ম জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইবনে আব্বাসের মতে– "আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার মহিলাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা কোন প্রয়োজনে যখন ঘর থেকে বের হয় তখন যেন জিলবাব দ্বারা মাথার উপর দিক থেকে নিজেদের মুখমণ্ডল ঢেকে বের হয়। তবে একটি চোখ খোলা রাখবে।" (ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৪)

১. নবী (সা.)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.) বলেন, "যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন আনসার মহিলারা এমনভাবে বের হতেন যেন তাদের মাথার উপর কালো কাক স্থির হয়ে বসে আছে। আর তারা তাদের শরীর কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে নিত।" (ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৫)

২. উম্মে আতিয়্যাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমাদের ঈদের দিন আদেশ দেয়া হত, আমরা যেন ঋতুবতী মহিলা ও পর্দানশীল মহিলাদেরকে বাইরে নিয়ে আসি। যাতে তারা মুসলমানদের মজলিস ও দোয়ায় শামিল হতে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলাগণ নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকত। জনৈকা মহিলা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমাদের মধ্যে যার ওড়না নেই সে কি করবে? তিনি বললেন, তার সাথির উচিত তাকে ওড়না ধার দেয়া।" (বুখারী-৩৩৮)

এ হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, তখনকার মুসলিম মহিলারা চাদর পরা ছাড়া ঘর থেকে বের হতেন না। তাই রাসূল (সা.) ঈদগাহে যাবার নির্দেশ দিলে তারা চাদর ছাড়া বের হওয়াকে অসম্ভব মনে করেছিলো।

আর রাসূল (সা.)ও বাস্তব অসুবিধার কথা জানার পরও চাদর ছাড়া বের হবার অনুমতি দেননি। অথচ বর্তমান যুগে নারীরা একাধিক পোশাক থাকার পরও শুধুমাত্র ফ্যাশনের জন্য চাদর ছাড়া বাইরে বের হন। অথবা চাদর পরলেও গলার এক পাশে বা দু'পাশে গামছার মতো করে ঝুলিয়ে রাখেন।

৩. সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, "রাসূলের

www.pathagar.com

(সা.) ফজরের নামাযে কিছু সংখ্যক মহিলা চাদর পরা অবস্থায় পরিপূর্ণ পর্দা করে রাসূলের (সা.) পেছনে নামায আদায় করার জন্য মসজিদে আসতেন। নামায শেষে আপন আপন ঘরে ফেরার পথে শেষ রাতের অন্ধকারে তাদেরকে চেনা যেত না।" (বুখারী, হাদীস নং ৮১৮)

আয়েশা (রা.) আরো বলেন– "আজ মহিলাদের আচরণ যেভাবে আমাদের চোখে পড়ছে যদি রাসূল (সা.) জীবদ্দশায় তা প্রকাশ পেত তাহলে রাসূল মহিলাদের মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন। যেমন ইহুদীরা তাদের স্ত্রী লোকদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলো। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, আমরকে জিজ্ঞেস করলাম, বনী ইস্রাইলের নারীদেরকে কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।" (বুখারী, হাদীস নং ৮২০)

এসব দলিল থেকে বুঝা যায়,

ক. মুসলিম মেয়েদের বাইরে বের হবার সময় অবশ্যই জিলবাব বা চাদর পরতে হবে।

খ. চাদরটি এমনভাবে মাথার উপর থেকে ঝুলিয়ে দিতে হবে যাতে মুখমণ্ডলও ঢাকা পড়ে যায়।

গ. চাদরটির সাইজ এতটা বড় হওয়া উচিত যাতে মাথা, মুখ, বুক ভালোভাবে ঢেকে যায়।

৪. একটি সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে বাসন্তী নামের একটি মেয়ে নিজের লজ্জা ঢাকতে জাল পরার কথা পত্রিকার শিরোনাম হয়েছিলো। অথচ আজ সংস্কৃতির উন্নয়নের নামে আধুনিক নারীদের চিন্তা-চেতনায় এতটা পরিবর্তন এসেছে যে তারা ফ্যাশন শো'র নামে সেই জাল গায়ে জড়াতেও দ্বিধা করছেন না। গত ২০১৩-এর ১৫ মে আর টিভি'তে "ভিট লুক এট মি" নামে এক অনুষ্ঠানে "নদী ও নারী" নামে এক ফ্যাশন শো'তে কখনো জাল পরে কখনো কুচুরিপানা গায়ে জড়িয়ে প্রায় নগ্ন পোশাক পরা দু'জন নারী বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে ছবির পোজ দিলেন। সেই সাথে এই কাজের সাথে জড়িত বাকীরা এই কাজ করতে পেরে কতটা গর্বিত তারই হাস্যোজ্জ্বল অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন। কতই না অধঃপতনে পৌঁছে গেছি আমরা আজকের নারী সমাজ। এক দরিদ্র নারীর জন্য তার পোশাকের অভাবের কারণে যা এক সময় লজ্জা ঢাকার উপকরণ হয়েছিলো সময়ের পরিবর্তনে তাই পরে প্রকাশ্যে নিজকে প্রদর্শনী করতে একজন নারী আজ গর্ববোধ করছে। আধুনিক এই নারীর আজ পোশাকের অভাব নয়। অভাব নৈতিক মূল্যবোধের। তার চাইতেও বেশী অভাব পশুত্ব আর মনুষ্যত্বের পার্থক্য করার চেতনার।

www.pathagar.com

পর্দা অবরোধ নয়– বেগম রোকেয়া

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রপথিক ছিলেন বেগম রোকেয়া। তিনি নিজে পর্দা করতেন। পর্দার পক্ষে কথাও বলেছেন। তবে পর্দার নামে অযথা বাড়াবাড়ির কথা তিনি তার 'অবরোধ বাসিনী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "অবরোধের সাথে উন্নতির বেশী বিরোধ নাই। উন্নতির জন্য অবশ্য উচ্চশিক্ষা চাই। সকল সভ্য জাতিরই কোন না কোন রূপ অবরোধ প্রথা আছে। এই অবরোধ প্রথা না থাকলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে? তবে সকল নিয়মের একটা সীমা আছে।...

এ দেশে অবরোধ প্রথা বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠনসহ (বোরখা) মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নেই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরখা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরখা পরিয়া চলাফেরায় কোন অসুবিধা হয়না। তবে সেজন্য সামান্য রকমের একটু অভ্যাস চাই। বিনা অভ্যাসে কোন কাজ হয়?" (বোরখা, মতিচুর, প্রথম খণ্ড)

আজকাল এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা ধর্মের নামে নারীকে শিক্ষা, সামাজিক সচেতনতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার যে ফতোয়া দেন তা ইসলাম সমর্থিত নয়।

পবিত্র কোরআনে একজন নারী ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়াকে বেশ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর প্রতি তার একনিষ্ঠ আনুগত্যের জন্য। আবার মারিয়াম (আ.)-এর কাছে জান্নাতী খাবার পাঠানো হত আল্লাহর পক্ষ থেকে যা অনেক নবী-রাসূলের জন্যও পাঠানো হয়নি। তাছাড়া রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে জানা যায় যে, খাদিজা (রা.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম জানানো হয়েছিল সে মর্যাদা অনেক পুরুষের ভাগ্যেও জুটেনি। ইসলাম কখনো নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করেনি। রাসূল (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য বিদ্যা শিক্ষা বাধ্যতামূলক।" (মিশকাতুল মাসাবীহ)

শুধু তাই নয় আবু বুরদাহ (রা.)-এর বাবা (আবু মূসা আশয়ারী) বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন– "কারো অধীনে কোন দাসী থাকলে সে যদি তাকে ভালভাবে লিখা-পড়া (শরীয়তের প্রয়োজনীয় মাসআলা) ও শিষ্টাচার শিখিয়ে স্বাধীন করে দেয় এবং বিয়ে করে, তবে সে দু'টি প্রতিদান লাভ করবে।" (বুখারী, হাদীস নং-৪৭১৩)

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নারীরা রাসূল (সা.)-কে

www.pathagar.com

বলল, (আপনার কাছ থেকে সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে) পুরুষরা আমাদেরকে পরাজিত রেখেছে। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন। তিনি তাদেরকে একটি দিনের ওয়াদা করলেন। সে দিন তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে আদেশ-উপদেশ দিতেন।" (বুখারী, হাদীস নং-১০০)

আয়েশা (রা.) তাঁর অনির্বাণ জ্ঞান পিপাসা মেটাতে সব সময় রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করতেন। তিনিও আয়েশা (রা.)-এর আগ্রহের জবাব দিতেন গুরুত্বের সাথে। আর তাই রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামী জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার থেকে মুসলিম সমাজ উপকৃত হয়েছে আয়েশা (রা.)-এর মাধ্যমে। রাসূল (সা.) যদি নারী শিক্ষাকে অনুমতি না দিতেন তবে এটি সম্ভব হত না। শিফা বিনত আবদিল্লাহ একদিন রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, আমি জাহেলী জীবনে ঝাঁড়-ফুঁক করতাম। আপনি অনুমতি দিলে তা আমি আপনাকে শুনাই। রাসূল (সা.) শুনে বললেন, এই ঝাঁড়-ফুঁকটি তুমি হাফসাকে শিখিয়ে দিও। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সা.) শিফাকে বলেন, তুমি কি হাফসাকে এই 'নামলা'র দোয়াটি শিখিয়ে দেবে না যেমন তাকে লিখতে শিখিয়েছো? (আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০)

এ ঘটনা থেকে নারী শিক্ষার প্রতি রাসূল (সা.)-এর সমর্থন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। ইসলাম নারীর মতামত প্রকাশের অধিকার স্ত্রী হিসেবে স্বামীর কাছে কতটা সদাচরণ পাওয়া উচিত এসব বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করেছে। রাসূল (সা.) এক যুবকের প্রশ্নের জবাবে সম্মানের ক্ষেত্রে পরপর তিনবার মায়ের কথা বলেছেন। চতুর্থবার বাবার কথা বলেছেন। ডা. জাকির নায়েক এই হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, "মা পাচ্ছেন স্বর্ণপদক, মা পাচ্ছেন রৌপ্য পদক, মা পাচ্ছেন ব্রোঞ্জ পদক। পিতাকে শুধু সান্ত্বনা পুরস্কার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।"

বেগম রোকেয়ার ব্যক্তিগত জীবন ও তার রচনাবলী থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি নারীদের পর্দা প্রথার বিরোধী ছিলেন না। তবে পর্দার নামে নারীকে কোণঠাসা করে রাখার ব্যাপারেই তার আপত্তি ছিলো। তাই তিনি বলেন, "আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। কেউ যদি আমার ('স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে) পর্দা বিদ্বেষ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য দেখতে না পান, তবে আমাকে মনে করিতে হইবে আমি নিজের মনোভাব উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই অথবা তিনি প্রবন্ধটি মনোযোগসহকারে পাঠ করেন নাই। সে প্রবন্ধে প্রায় সমগ্র নারী জাতির উল্লেখ আছে। সকল সমাজের মহিলাগণই কি অবরোধে বন্দিনী থাকেন?

www.pathagar.com

অথবা তাহারা পর্দানশীন নহেন বলিয়া কি আমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ উন্নত বলিয়াছি? আমি মানসিক দাসত্বের আলোচনা করিয়াছি।" (অর্ধাঙ্গী, মতিচুর ১ম খণ্ড)

অন্য একটি প্রবন্ধে একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন, "কোরআন শরীফের বিধান মানিলে অবলা-পীড়নও চলে না। অন্যায় অন্তঃপুর প্রথাও চলে না।" (নারী পূজা, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ) তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক দেশের জাতীয় উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নৈতিক উন্নতির যাবতীয় কারণগুলোর মধ্যে প্রধান কারণ হইতেছে ধর্ম। (ঐ পৃ. ৬১)

তিনি মনে করতেন, "একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীকে তাহার প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই মুসলিম নারীর দুর্দশার একশেষ হইয়াছে।" (নূর ইসলাম, মতিচুর ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫)

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেন, "মুহাম্মদীয় আইনে' দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে। তবে দেখিবেন কার্যত কন্যার ভাগ্যে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।" (অর্ধাঙ্গী, মতিচুর ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত পৃ. ২৯) মূলত ইসলাম পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে মানুষ এর বিধানগুলোকে সহজে ফাঁকি দিতে পারছে।

ঘরে ঢোকার শরয়ী নিয়ম

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না করো এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না করো। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।"

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

"যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা করো, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।"

www.pathagar.com

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ.

"যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে এমন গৃহে প্রবেশ করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো।" (সূরা আন নূর : ২৭-২৯)

এই আয়াতগুলোতে ঘরে প্রবেশের নিয়ম জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

১. ইবনে জরীর ও আবু দাউদ শরীফের হাদীসে এসেছে, "একবার এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এসে দরজায় ডাকাডাকি করে বলতে লাগলো– আমি কি আসবো? নবী (সা.) তাঁর খাদেমকে বললেন, লোকটি অনুমতি নেয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে যেন প্রথমে সালাম দিয়ে বলে, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? খাদেম বাইরে যাবার আগেই লোকটি রাসূল (সা.)-এর কথা শুনতে পেয়ে বলল– আসসালামু আলাইকুম। আমি কি আসতে পারি? তখন রাসূল (সা.) তাকে ভেতরে ঢুকতে অনুমতি দিলেন।" (ইবনে কাসীর)

কিলদাতা ইবনুল হাম্বল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি নবী (সা.)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং সালাম না দিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। নবী (সা.) বললেন, ফিরে যাও। তারপর বল, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি?" (আবু দাউদ, তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন, হাদীস নং- ৮৭৩)

এই হাদীসগুলো থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় কারো ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি নেবার জন্য সালাম দিতে হবে। প্রয়োজনে উচ্চস্বরে ৩ বার সালাম দিতে হবে। সে ব্যক্তি যদি অনুমতি না দেয় প্রয়োজনে ফিরে যেতে হবে।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) যখন সালাম দিতেন, তিনবার দিতেন। আর যখন কোন কথা বলতেন তিনবার বলতেন। (বুখারী, হাদীস নং-৫৮০৫)

২. কারো ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি চাওয়ার সময় নিজের নাম বলা উচিত। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, "আমি আমার মরহুম বাবার ঋণ সম্পর্কে কথা বলার জন্য নবী (সা.)-এর কাছে গেলাম। আমি দরজা নেড়ে খট খট শব্দ করলে তিনি ভেতর থেকে জানতে চাইলেন– কে? তখন আমি বললাম– আমি। এতে রাসূল (সা.) ২/৩ বার বললেন, "আমি আমি আমি বললে কি পরিচয় বুঝা যাবে? যেন রাসূল (সা.) এরূপ জবাব পছন্দ করলেন না।" (বুখারী-৫৮১১)

এ থেকে বুঝা যায় আমি না বলে নাম বলা উচিত। উমর (রা.) থেকে বর্ণিত

www.pathagar.com

আছে, তিনি যখন রাসূল (সা.)-এর খেদমতে হাজির হতেন তখন বলতেন, "আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ। উমর কি ঢুকতে পারে?" (আবু দাউদ, সূত্র মাআরেফুল কুরআন সূরা নূর পৃ. ৯৩৭)

আবার আবু মূসা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে গিয়ে অনুমতি চাওয়ার জন্য বলতেন– "আসসালামু আলাইকুম আমি আবু মূসা এরপর আবার বলতেন আমি আবু মূসা আশয়ারী।" (সহীহ মুসলিম/মাআরেফুল কোরআন সূরা নূর পৃ.৯৩৮)

তিনি নিজকে ভালোভাবে চেনার সুবিধার্থে নিজের নাম বলার পর আবার আশয়ারী শব্দটিও উল্লেখ করেছেন।

আবু সা'য়ীদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি আনসারদের এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় হঠাৎ আবু মূসা ভীত চকিত হয়ে আসলেন এবং বললেন, আমি উমর (রা.)-এর কাছে তিনবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। এজন্য আমি ফিরে চলে গেলাম। (এরপর উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, (ভেতরে আসতে) তোমায় কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বললাম, আমি তিনবার অনুমতি চেয়েছি। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। এজন্য আমি ফিরে চলে গিয়েছি। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চায় আর অনুমতি না পায়, তবে তার ফিরে যাওয়া উচিত। (তাই আমিও তিনবারে না পেয়ে চলে গেছি)। উমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে। তখন আবু মূসা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি এ হাদীস রাসূল (সা.) থেকে শুনেছো? উবাই ইবনে কাব (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমার সাথে (সাক্ষ্য দিতে) সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিটিই উঠবে। (এ হাদীস বর্ণনাকারী বলেন) আমিই জাতির সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলাম। আমি আবু মূসা (রা.)-এর সাথে উঠে দাঁড়ালাম এবং উমর (রা.)-কে অবহিত করলাম যে, রাসূল (সা.) এ কথা বলেছেন।" (বুখারী, হাদীস নং-৫৮০৬)

৩. কারো ঘরে অনুমতি ছাড়া ঢোকা যাবে না। অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে ঢুকলে গায়ের মাহরম কারো উপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে। এতে আগত ব্যক্তির মনে সেই ব্যক্তিকে নিয়ে (যদি সে নারী হয় তাহলে) কুচিন্তা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সাহল ইবনে সা'দ সাইদী থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, "প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতির বিধান এজন্য করা হয়েছে, যাতে কেউ (কারও ঘরের মধ্যে কি আছে তা মালিকের অনুমতি ছাড়া) দেখতে না পারে।" (বুখারী, হাদীস নং-৬৪২৫)

৪. মানুষ নিজের ঘরে নিজের ইচ্ছেমত স্বাধীনভাবে থাকতে পছন্দ করে। আবার

www.pathagar.com

নিজস্ব এমন অনেক গোপনীয় বিষয় আছে যা সে অন্যকে জানাতে পছন্দ করে না। কিন্তু কেউ বিনা অনুমতিতে ঢুকে গেলে সেই গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। যাতে গৃহবাসী বিরক্ত হতে পারে।

৫. বয়স্ক কারো অনুমতি পেলেই শুধু ঘরে ঢোকা যাবে। শিশুরা অনুমিত দিলে নয়।

৬. কারো ঘরে ঢুকার জন্য অনুমতি চাইতে গিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারা যাবে না। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যদি কেউ তোমার বিনা অনুমতিতে তোমার দিকে উঁকি দেয় এবং তুমি তাকে একটি লাঠি দিয়ে খোঁচা দিয়ে তার চোখ আহত করে দাও, তবে সেজন্য তুমি দায়ী হবে না।" (বুখারী, হাদীস নং-৬৪২৬)

ইসলামী ফিকাহবিদদের মতে অন্যের ঘরে বাহির থেকে নজর দেয়া বা তার গোপন কথা শোনাও অবৈধ।

৭. এখানে আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য যে, বিনা অনুমতিতে কারো চিঠি পড়াও অবৈধ। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে লোক তার কোন ভাইয়ের চিঠি তার অনুমতি না নিয়ে পড়লো, সে যেনো ঠিক জাহান্নামের দিকে তাকালো।" (আবু দাউদ/ সূত্র তাফহীমুল কুরআন সূরা নূর টীকা ২৫)

অনেক সময় এই বদঅভ্যাসের কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবার মতো জটিলতাও তৈরি হয়।

৮. অবশ্য কোন বিপদ যেমন আগুন লাগা বা কেউ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে সাহায্য করতে তার ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢোকা যাবে।

৯. বসবাসের স্থান নয় এমন ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যাবে। যদি সেখানে কোন প্রয়োজনীয় মাল সামগ্রী বা প্রয়োজন থাকে।

১০. আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, শুধু পুরুষরা নয়। বরং মহিলারাও মহিলাদের কাছে গেলে ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি নেয়া উচিত। এমনকি মাহরম গায়ের মাহরম সবারই অন্যের ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি নেয়া উচিত। উম্মে আয়াস (রা.) বলেন, "আমরা ৪ জন মহিলা প্রায়ই আয়েশা (রা.) ঘরে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম।" (ইবনে কাসীর)

দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ বা চোখের পর্দা

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ.

www.pathagar.com

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।"

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ.

"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে।" (সূরা আন নূর : ৩০-৩১)

এখানে নারী পুরুষ উভয়ের চোখের পর্দা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১. ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.)-এর কথার চেয়ে বেশী উত্তম কথা আর শুনিনি। তিনি বলেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন– "মানুষের চোখদ্বয়ও যেনা করে। আর চোখের যেনা হচ্ছে– চোখ দিয়ে দেখা।" (বুখারী-৫৮০৪/ মুসলিম) অর্থাৎ নাজায়েয কিছু চোখ দিয়ে দেখা।

তাই তিনি আলী (রা.)-কে গায়ের মাহরম নারীর উপর চোখ পড়ে যাওয়া সম্পর্কে বলেছেন, "হে আলী! একবার চোখ পড়ে যাবার পর আবার দৃষ্টি ফেলবে না প্রথম নজর তো ক্ষমাপ্রাপ্ত কিন্তু দ্বিতীয় নজরের ক্ষমা নেই।" (আবু দাউদ, মাআরেফুল কুরআন সূরা নূর ৯৩৮)

অর্থাৎ কোন নারীর দিকে চোখ পড়ে যাবার পর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। আবার তাকানো যাবে না। আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসীর তার তাফসীরে লিখেছেন– "দৃষ্টি এমন একটি তীর যা মানুষের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েই থাকে।"

২. "একবার বিদায় হজের সময় নবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই ফাদল ইবনুল আব্বাস (বয়সে তখন তারুণ্যে পা দিয়েছেন) মাশাআরুল হারাম থেকে ফেরার পথে নবী (সা.) সাথে উটের উপর বসেছিলেন। পথে মহিলারা যাচ্ছিল। আল ফাদল তাদেরকে দেখতে লাগলেন। নবী (সা.) তার মুখের ওপর হাত রেখে তার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন।" জাবির ইবনু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত (সুনানে আবু দাউদ সূত্র তাফহীমুল কুরআন সূরা নূর টীকা ২৯)

আর একবার আল খায়সাম গোত্রের একজন মহিলা পথে রাসূল (সা.)-কে হজ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন। আল ফাদল এক দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকেন। নবী (সা.) তার মুখ ধরে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। (বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ সূত্র তাফহীমুল কুরআন সূরা নূর টীকা ২৯)

৩. জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "আমি রাসূল (সা.)-কে

www.pathagar.com

আকস্মিকভাবে দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে আন।" (সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ১৬২৫)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "দৃষ্টি হচ্ছে ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তা ত্যাগ করবে (মনের ইচ্ছা সত্ত্বেও যদি কোন মুসলমানের দৃষ্টি কোন নারীর উপর পড়ে এবং সে সাথে সাথে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়) তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন ঈমান দান করবেন যার স্বাদ সে নিজের হৃদয়ে অনুভব করতে পারবে।" (তাবারানী সূত্র মাআরেফুল কুরআন সূরা নূর, পৃ. ৯৩৮)

৪. দৃষ্টি শক্তির অধিকারী ব্যক্তির জন্য সব সময় দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার আমি এবং মাইমুনা (রা.) রাসূল (সা.)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় (অন্ধ সাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম (রা.) সামনে এসে পড়লেন। (আর যেহেতু তিনি অন্ধ ছিলেন এ জন্য আমরা দু'জন তার থেকে পর্দা করার ইচ্ছে করলাম না এবং নিজ নিজ জায়গায় বসে রইলাম।) রাসূল (সা.) বললেন, তার থেকে পর্দা কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূল (সা.) ইনি কি অন্ধ নন? ইনি তো আমাদের দেখছেন না। জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছ না।'" (তিরমিযী, হাদীস নং-২৭১৫)

এই হাদীসের মাধ্যমে নারী এবং পুরুষ উভয়কেই চোখের পর্দার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

৫. পর্দার ব্যাপারে সতর্কতার একটি নমুনা আমরা আয়েশা (রা.)-এর কাছ থেকেও জানতে পারি। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (পর্দার অতিরিক্ত কাপড় রেখে (ওড়না ইত্যাদি ব্যবহার না করে) আমার এই ঘরে প্রবেশ করতাম। যাতে রাসূল (সা.) কবরস্থ রয়েছেন। আমি বলতাম, তিনি আমার স্বামী। অপরজন আমার পিতা। (তারা আমার পরপুরুষ নন। কাজেই এভাবে পর্দা না করে তাদের সামনে গেলে কোন ক্ষতি নেই।) এরপর যখন উমার (রা.)-কে দাফন করা হলো, আল্লাহ পাকের কসম তখন থেকে আমি আর ভালভাবে সমস্ত শরীর না ঢেকে ঘরে প্রবেশ করতাম না। আর তা ছিলো উমার (রা.) থেকে লজ্জার কারণে। (আহমাদ, সূত্র আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৯)

আজকাল যেসব নারী বেপর্দা পরপুরুষের দৃষ্টির সামনে ঘুরে বেড়ান সেসব পরপুরুষরা তাদের কোন্ ধরনের মাহরম হন তা কি নিজকে প্রশ্ন করে দেখেছেন?

www.pathagar.com

৬. রাসূল (সা.) একবার এক সাহাবী বিয়ে করছে জেনে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কি মেয়েটিকে দেখেছেন কিনা। তিনি বলেন– আনসার নারীদের চোখের সমস্যা রয়েছে অনেকের। তাই তিনি দেখার কথা বলেছিলেন। (মুসলিম শরীফ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫)

সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) "একজন মহিলা রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বলল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার কাছে (বিবাহের জন্য) পেশ করতে এসেছি। এরপর রাসূল (সা.) তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং সতর্ক দৃষ্টিতে দেখলেন। তার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে দৃষ্টি অবনত করলেন।" (বুখারী, হাদীস নং-৪৭৫১)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, বিয়ের জন্য পরপুরুষ কিংবা পরনারীকে দেখা জায়েয। কিন্তু বিয়ের উদ্দেশ্য ছাড়া কিংবা শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া কোন পুরুষ যদি বিনা প্রয়োজনে অন্য মহিলার প্রতি দৃষ্টি দেয় তবে তিনি গুনাহগার হবেন।

৭. হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, "রাসূল (সা.) আমাকে বলেছেন, "হে আলী তোমার উরু খোলো না। জীবিত বা মৃত কারো উরুর দিকে তাকিওনা।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তাফহীমুল কুরআন সূরা নূর টীকা-২৯, ৩০)

শুধু জীবিত অবস্থায় নয় মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তার সতর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। আর জীবিত এবং মৃত উভয় ক্ষেত্রেই অন্যের সতরের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে না। আর যারা মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার কাজ করেন তাদেরকে এক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ওড়না পরার আরো কিছু নিয়ম

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ.

"তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের অন্য সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে।" (সূরা আন-নূর : ৩১)

এই আয়াতে উল্লিখিত 'যীনাত' শব্দটি সম্পর্কে আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে। ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে লিখেছেন 'যীনাত' ২ প্রকার।

১. প্রাকৃতিক বা সৃষ্টিগত (মুখমণ্ডল)।

২. কৃত্রিম (অলংকার, পোশাক, মেহেদি, সুরমা ইত্যাদি)।

www.pathagar.com

বিভিন্ন ইমাম ও মুফাসসিরগণ মনে করেন এই আয়াতে "স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ হয়ে পড়ে মানে–

১. মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের কব্জি।

২. সুরমা, আংটি, অলংকার, মেহেদি ইত্যাদি।

৩. এসব ছাড়া আচ্ছাদন ও বস্ত্র যা দিয়ে মহিলারা শরীর ঢাকে, যেমন– চাদর, বোরখা ইত্যাদি।

আয়েশা (রা.)-এর মতে দু'হাত, কংকন, আংটি ইত্যাদি।

ইবনে আব্বাস (রা.), আনাস ইবনে মালেক (রা.), মুজাহিদ, আতা, ইমাম মালিক এবং হানাফী মাযহাবের কিছু সংখ্যক ইমাম মনে করেন– স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়া সৌন্দর্য হলো মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি।

কিন্তু তাদের মতে কংকন পরা হাত এবং অলংকার, সুরমা বা প্রসাধনী পরা মুখমণ্ডল খোলা রাখা নিষিদ্ধ।

সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণের একদল বিরাট সংখ্যক লোক মনে করেন স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়া সৌন্দর্য হচ্ছে অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ হয়ে পড়া সৌন্দর্য।

যেমন বাধ্য হয়ে চিকিৎসককে যদি শরীরের কোন অঙ্গ দেখাতে হয়। সাক্ষ্য দেয়ার জন্য বাধ্য হয়ে বিচারকের সামনে যদি কোন অঙ্গ দেখাতে হয়। বাতাসের ঝাপটায় অনিচ্ছাকৃতভাবে শরীরের কোন অঙ্গের বস্ত্র সরে যতটুকু সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ওড়না পরার পদ্ধতি

সূরা আন নূরের ৩১ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে ওড়না পরার নিয়ম হচ্ছে– মাথা ও বুক ঢেকে রাখা। সেই সাথে যেসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলো–

১. স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত সৌন্দর্য ছাড়া নারীর বাকী শরীর ঢেকে রাখতে হবে। যদিও মেহেদি দেয়া হাত বা পা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত সৌন্দর্যের মধ্যে পড়বে। তবে কেউ যদি কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেহেদি লাগানোর পর পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে তা আড়াল করার জন্য নিজ হাত ঢেকে রাখেন তবে তা তার জন্য অবশ্যই অতিরিক্ত সতর্কতা বা তাকওয়ার পরিচয় হবে। কেননা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আজকাল মহিলারা যেভাবে মেহেদি পরেন তাতে হাত বা পা আরো আকর্ষণীয়ও মনে হয়। যার ফলে সবার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

www.pathagar.com

একবার একজন আমাকে বলেছিলেন, তিনি এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে হাতে মেহেদি লাগানোর পর রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দেবার জন্য হাতটি বাড়িয়ে দেবার সময় দেখলেন লোকটি আলাদা দৃষ্টিতে তার হাতের দিকে তাকালো। পরে তিনি চিন্তা করে দেখলেন অন্য সময়ের চাইতে তার আজকের মেহেদি পরা হাতটি তার নিজের কাছেও দেখতে বেশ ভালো লাগছে। তখন তিনি ভেবে নিলেন এরপর থেকে মেহেদি দিলে তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন হাত ঢেকে রাখার বা প্রয়োজনে শুধু সে সময়ের জন্য হাত মোজা ব্যবহার করবেন।

আবার অনেক সময় স্বর্ণের দোকানে গিয়ে আমরা চুড়ি বা আংটি কেনার সময় হাতটি দোকানের শো'কেসের কাঁচের উপর রেখেই পরি। একবার আমি দোকানে চুড়ি কিনতে গিয়ে হাতটি অন্য সবার মতো দোকানের কাঁচের উপর রেখে পরার সময় আমার হাজব্যান্ড নীচু স্বরে বলল– হাতটি নিচে নামিয়ে পর। পরে আমি চিন্তা করে দেখলাম যদিও হাতের পাতা আমাদের স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত সতরের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু আমি অলংকার পরার ফলে তা তখন আলাদাভাবে সৌন্দর্যময় মনে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, দোকানিরাও মন্তব্য করেন ক্রেতা মহিলাকে আপা আপনাকে বেশ মানিয়েছে। তাই এ ধরনের পরিস্থিতিতে চুড়ি কিংবা আংটি কেনার সময় আমরা যদি একটু খেয়াল করে দোকানের লোকদের সামনে হাতটি তুলে না পরে একটু আড়াল করে পরি তবে তা সতর্কতার জন্য অত্যন্ত উত্তম।

বেশ আলোচিত লালসালু উপন্যাসে বেপারির স্ত্রীর সাদা ধবধবে পা-এর পাতা দেখে আমরা ভণ্ড মাজার ব্যবসায়ী মজিদের মনে কুচিন্তার কথা সাহিত্য পড়েছি অনেকে।

যদিও হাতের পাতার ব্যাপারে শিথিলতা আছে কিন্তু তারপরও বিশেষ প্রয়োজনে কখনো কখনো এসব অঙ্গগুলোর ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক হতে হবে।

২. জাহেলিয়াতের যুগে মহিলারা মাথায় এক ধরনের আঁটসাঁট বাঁধন দিতো। মাথার পেছনে চুলের খোঁপার সাথে এর গিরো বাঁধা থাকতো। সামনের দিকে বুকের একটি অংশ খোলা থাকতো। সেখানে গলা ও বুকের ওপরের দিকের অংশটি পরিষ্কার দেখা যেত। বুকে জামা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দু'টো তিনটে খোঁপা দেখা যেত। (তাফসীরে কাশশাফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯০, ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ.-২৮৩-২৮৪) সূরা নূর নাযিল হওয়ার পর আয়েশা (রা.) বলেন, "মহিলারা পাতলা কাপড় ছেড়ে নিজেদের জন্য মোটা কাপড় বাছাই করে তা দিয়ে ওড়না তৈরি করে।" (ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪ এবং আবু দাউদ)

www.pathagar.com

ওড়না এমনভাবে পরতে হবে আর সাইজ এতটা বড় হওয়া উচিত যাতে মেয়েদের গলা, বুক, মাথা ঢেকে যায়। আজকাল এক ধরনের নারীরা তো ওড়না পরা ছেড়েই দিয়েছেন। আর এক ধরনের নারীরা শুধু কাঁধের এক পাশে বা গলার দু'পাশে গামছার মতো করে ওড়নাকে ঝুলিয়ে রাখেন। আবার অনেক মুসলিম মেয়েরা এত চিকন একটি ওড়না পরেন যাতে মাথার চুলই ভালোভাবে ঢাকে না। শরীরের বাকী অংশগুলোও অনাবৃত থেকে যায়। এভাবে ওড়না পরা আর না-পরা সমান কথা। কেননা এতে পর্দার উদ্দেশ্য সফল হয় না। এর কোনটিই ওড়না পরার শরীয়ত নির্দেশিত নিয়ম নয়।

৩. রাসূল (সা.) বলেন, "শেষ যুগে অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু নারী হবে যারা কাপড় পরেও নগ্ন থাকবে। তাদের মাথা হবে উটের কুঁজের মতো। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ কর। কেননা তারা অভিশপ্ত।" (আহমাদ, হাদীস নং-৬৭৮৬)

একবার এয়ারপোর্টে এক ভিনদেশী মহিলাকে দেখলাম। তিনি প্রথমে একটি ওড়নাকে খোঁপার মতো করে মাথার উপর জড়িয়ে নিলেন। এরপর তার উপর আর একটি ওড়না পেঁচালেন। এরপর আর একটি ওড়না পরলেন। কিন্তু অবাক ব্যাপার পর পর তিনটি ওড়না পরার পর উপরের হাদীসে বর্ণিত লক্ষণের মতো তার মাথার উপর দিকটা উটের কুঁজের মতো উঁচু দেখাচ্ছিল। আর তার সেই উঁচু কুঁজ বানাতে এতটা ওড়না লেগে গেল যে তার বক্ষদেশই অনাবৃত রয়ে গেল। ওড়নার অবস্থা হয়ে গেল গলার পাশে জড়ানো মাফলারের মতো। মূলতঃ এদের সম্পর্কেই হাদীসে রুউসু হুন্ন কাআসনিমাতিল অর্থ– চুলের খোঁপা মটকার মতকারিণী, যে দোপাট্টা, রুমাল ইত্যাদি পেঁচিয়ে বুখতি উটের কুঁজের মতো বড় ও উঁচু করে, কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

মাহরম কারা

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ.

www.pathagar.com

"এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।" (সূরা আন-নূর : ৩১)

এখানে নারীদের কার কার সাথে দেখা দেয়া যাবে আর কার কার সাথে যাবে না সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান জানিয়ে দেয়া হয়েছ।

যার যার সাথে দেখা দেয়া যাবে তাদের বলা হয় 'মাহরম'। নারীদের জন্য তাদের মাহরম হলেন–

১. বাবা (দাদা, পরদাদা, নানাও এর অন্তর্ভুক্ত); ২. শ্বশুর ৩. স্বামী ৪. ছেলে (মেয়ে বা ছেলের দিকের নাতি) ৫.স্বামীর ছেলে (স্বামীর অন্য স্ত্রী'র গর্ভজাত পুত্র) ৬. ভাই (আপন ও সৎ ভাই) দুধ ভাই; ৭. ভাইয়ের ছেলে; ৮. বোনের ছেলে ৯. আপন নারীকুল; (আত্মীয়তার দিক দিয়ে ও দ্বীনি দিক দিয়ে); ১০. ক্রীত দাস-দাসী; ১১. অধীন প্রয়োজনহীন পুরুষ; (কারণ একে তো অধীন থাকার কারণে তাদের মনে কোন কুচিন্তা আসতেই পারে না। দ্বিতীয় যৌন প্রয়োজনহীন। এটা শারীরিক অক্ষমতার কারণে হতে পারে কিংবা নির্বোধও হতে পারে। ১২. নাবালক কিশোর। (যাদের এখনো নারীদের সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান হয়নি। ১৩. মামা; ১৪. চাচা।

শেষের দু'জন সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তবে রাসূল (সা.) বলেছেন, "কারো চাচা (এবং মামা) তার বাবার সমতুল্য।" (মহিলা ফিকাহ ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০)

এদের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো–

১. এরা যেহেতু নারীদের মাহরম। অর্থাৎ এদের সাথে বিয়ে জায়েয নেই। তাই এদের সামনে নারীরা সতর ঢেকে যেতে পারবে। তবে আজকাল অনেকে এদের সামনে বুক পিঠ খোলা রেখে ওড়না না পরে যাতায়াত করেন। যা শরীয়তসম্মত নয়।

২. বেপর্দা অসৎ চরিত্রের কিংবা অমুসলিম নারীদের সামনে যাবার সময় নারীদের পূর্ণ পর্দা করতে হবে। কেননা এদেরকে দিয়ে অনেক সময় বিপদ হতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে পড়ুয়া মেয়েদের নিয়ে অসৎ মহিলারা ট্র্যাপে ফেলে বিভিন্ন অনৈতিক কাজে বাধ্য করার ঘটনা অহরহ ঘটছে। অনেক সময় সহপাঠী মেয়েরাও মেয়েদের অনেক ক্ষতিকর পথে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

মিসরে ইংরেজদের শাসনামলে যখন প্রশাসক ছিলেন লর্ড ক্রুমার, তখন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন শাইখ শরবীনী (রহ.)। এ সময় যখন মুসলমানদের সাথে ইংরেজদের সংঘাত চরমে পৌঁছল তখন লর্ড শাইখের সাথে আলোচনা করতে চাইলেন। শাইখ যদিও লর্ডের সাথে সাক্ষাৎ করলেন কিন্তু শাইখের স্ত্রী'র সাথে লর্ডের স্ত্রী'র দেখা করার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "আমি দুঃখিত, আমাদের মুসলিম মহিলাদের জন্য অমুসলিম নারীদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা ঠিক তেমনি হারাম, যেমনটি হারাম গায়ের মাহরমদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা।" (সূত্র মহিলা ফিকাহ- ১ম খণ্ড, পৃ.১৩২)

৩. আবার অনেক সময় এক মহিলা অন্য মহিলার সৌন্দর্য সম্পর্কে নিজের স্বামী বা সেই মহিলার মাহরম নয় এ ধরনের পুরুষের সামনে বলে বেড়ান, এটা কিন্তু অনুচিত। এভাবে সেই পর্দানশীন মহিলার বিপদ হতে পারে। তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "কোন মহিলার সাথে মিলিয়ে তার অঙ্গের দিকে তাকিয়ে বা স্পর্শ করে তার বর্ণনা নিজ স্বামীর কাছে এভাবে যেন না করে যেন সে (স্বামী) তার অঙ্গ দেখতে পারছে।" (বুখারী, হাদীস নং-৪৮৬০)

৪. চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো খালাতো ভাইদের সাথে অনেকে পর্দার কথা চিন্তাও করতে পারেন না। অনেক সময় তাদেরকে পর্দার ব্যাপারে সতর্ক করা হলে রাগারাগি কিংবা ভুল বুঝাবুঝির তৈরি হয়। কিন্তু তাদের সাথে যেহেতু বিয়ে জায়েয তাই তারা গায়ের মুহাররাম। এটা ইসলামের নির্দেশ। নামায, রোযা যেমন একজন মুসলমানের জন্য ফরয। না করলে কঠিন গুনাহ হবে। ঠিক তেমনিভাবে এসব গায়ের মাহরম থেকে পর্দা করাও ফরয। আর এই নির্দেশ না মানলে উভয়পক্ষই গুনাহগার হবে। তাই ভেবে দেখুন আপনি কি আপনার প্রিয়জনের জাহান্নামে জ্বলার কারণ হতে চান। তাই এসব গায়ের মাহরমের সামনে বেপর্দা যাওয়া কিংবা বিনা প্রয়োজনে গল্প বা হাসি ঠাট্টা করা জায়েয নয়। এটা কবিরা গুনাহের পর্যায়ে পড়বে। কিন্তু পরিবারে এদের অবাধ যাতায়াতের কারণে এদের সাথে পর্দা রক্ষা করা প্রায়শই কঠিন হয়ে যায়। আর এ পথ ধরেই আজকাল অনেক অঘটন ঘটে পরিবারে।

একবার এক মহিলা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। তাকে কাফন পরানোর পর আত্মীয়-স্বজন সবাই যখন সেই বাড়িতে এসে ভিড় করলো তখন এক পর্যায়ে মৃত মহিলাটির কাফনের মুখের দিকটা খুলে একে একে সবাইকে শেষ নজর দেখাতে লাগলো। এক পর্যায়ে পুরুষরা দেখতে এলে এক পর্দানশীন মহিলা বাধা

www.pathagar.com

দেবার চেষ্টা করে বললেন– আপনারা কেন মহিলাকে গুনাহগার করছেন। এসব পুরুষরা সবাই তো তার মাহরম নয়? কেন তাদেরকে মহিলার মুখ দেখাচ্ছেন? তখন মৃত মহিলার এক আত্মীয়া বিরক্ত স্বরে বললেন– এটা আপনার কি কথা? ও (মৃত মহিলা) সারাজীবন ওদের মাঝেই বড় হয়েছেন। এরা তো কেউ খালাতো ভাই, চাচাতো ভাই। ওদের সাথে চলাফেরা উঠাবসা করেছেন। আজ মৃত্যুর পর ওরা তাকে শেষ নজর দেখবে না?

বুঝতেই পারছেন পাঠক, মহিলা যেহেতু নিজের জীবদ্দশায় এসব গায়ের মাহরম কাজিনদের সাথে পর্দা করেননি। তাই আজ মৃত্যুর পরও অন্য কেউ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সম্ভব হলো না তার লাশের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করা। তাই আমাদের সবাইকে ভয় করা উচিত নিজের শেষ পরিণতির জন্য।

ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে যখন কোন নারীর মৃত্যু হয় তাকে পর্দার ভেতরে রেখে কাজ সারতে হবে। তার খাটিয়ার উপর পর্দা দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে। যেন কেউ বুঝতে না পারে মৃতা মহিলার শারীরিক আকৃতি কি রকম। কেননা শয়তান মানুষকে সর্বক্ষণ কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। তাই নারীকে কবর দেয়া পর্যন্ত পর্দা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. রাসূল (সা.) বলেছেন, "হাতের যেনা হলো গায়ের মাহরমকে স্পর্শ করা।" (বুখারী, মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন-৪র্থ খণ্ড হাদীস নং-১৬২২)

আজকাল সহশিক্ষার কারণে কিংবা অভিনয় জগতে কাজ করার কারণে কিংবা পর্দা সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকার কারণে গায়ের মাহরম নারী পুরুষ একে অন্যের হাত ধরা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঠক চিন্তা করে দেখুন উপরের হাদীসের আলোকে তাহলে অহরহ এরা কোন ধরনের গুনাহের কাজই করে যাচ্ছেন।

৬. এই আয়াতে 'আপন নারীগণ' বলতে কুরআনে সাধারণ নারীদের চাইতে নারীদের একটি বিশেষ শ্রেণীকে আলাদা করা হয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুসলমান নারীগণ কাফের ও যিম্মী নারীদের সামনে ততটুকুই নিজকে প্রকাশ করতে পারবে, যতটুকু অপরিচিত পুরুষের সামনে করতে পারে। (তাফসীরে কবীর) কেননা দ্বীনি জ্ঞানহীন নারীরা অনেক সময় পর পুরুষের সামনে অন্য নারীর সৌন্দর্যের কথা বলে বেড়াতে পারে।

৭. অনেক মহিলারা বাইরে অন্যদের সামনে পর্দা করলেও দেবর-ভাসুর এদের কাছ থেকে পর্দা করেন না। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.)

www.pathagar.com

বলেছেন- "তোমরা অবশ্যই নারীদের কাছে (একাকী) প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে। এ কথা শুনে একজন আনসার সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল দেবরের ব্যাপারে নির্দেশ কি? রাসূল (সা.) বললেন, দেবর তো মৃত্যু সদৃশ। (তার কাছ থেকে বেশী সতর্ক থাকা দরকার। যেন দেখা সাক্ষাৎ না হয়)।" (বুখারী, মুসলিম, হাদীস নং-৪৮৫২)

এখানে দেবর বলতে, আপন দেবর ছাড়াও চাচাতো খালাতো মামাতো দেবর, ভাসুর ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

আমাদের সমাজে মহিলারা দেবরের সাথে দেখা তো দেনই, অনেক আজে বাজে হাসি-ঠাট্টা করেন। অনেকে তো মজা করেন বলেন, দেবর মানে অর্ধেক বর। একবার এক মহিলা মজা করে গল্প করছিলেন– তিনি যখন ঘুম থেকে উঠতে দেরি করেন তখন তার দেবর এসে পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গান সব সময়। এ ধরনের কাজগুলো স্পষ্ট হারাম।

৮. অনেক সময় একটি পর্দানশীন মেয়েকে বউ করে নিয়ে যাবার পর দেবর ভাসুরদের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে তাকে চাপ সৃষ্টি করা হয়। যারা এরকম আচরণ করেন তারা মূলত ইসলামের বিধানের সাথেই জবরদস্তি করছেন। তবে সে বউটিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে তিনি পর্দা করছেন বলে এসব গায়ের মাহরম আত্মীয়দের আপ্যায়নের ব্যাপারটা যাতে বাদ পড়ে না যায়। কেননা অনেক সময় এ ধরনের অভিযোগও শোনা যায় বউ পর্দার দোহাই দিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের আপ্যায়ন করান না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে নিজের পর্দা বজায় রেখে সামর্থ্য অনুযায়ী এসব মেহমানদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা নারীদের অন্তঃপুর থেকে করতে হবে। যাতে একজন মানুষ এই হিজাবরত নারীটির মেহমানদারি থেকে বঞ্চিত না হন।

৯. একইভাবে পুরুষদেরকেও গায়ের মাহরম নারী থেকে পর্দা করতে হবে। আজকাল শালী, বিভিন্ন মেয়ে কাজিন, বন্ধুর স্ত্রী'র সাথে পুরুষরা পর্দা করেন না। অনেক সময় এসব সম্পর্কের সূত্র ধরে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

১০. অনেক সময় নারীরা পর্দা করলেও তাদের স্বামীরা পর্দার বিষয়ে খেয়াল করেন না। বরং কেউ এ ব্যাপারে ধরিয়ে দিতে গেলে গর্ব করে বলেন তার স্বামী বেশ বড় মনের অধিকারী।

একবার এক মহিলা এক বাসায় বেড়াতে গেলেন। তিনি দেখলেন সেই বাসায় গৃহকর্তা একটু পর পর বেড়রুমে এসে বিভিন্ন মহিলা মেহমানদের সাথে গল্প,

www.pathagar.com

হাসি-ঠাট্টা করছেন। সেই অবস্থা দেখে এ মহিলা যেহেতু বুঝতে পারলেন এই ঘরের গৃহকর্তা পর্দার ব্যাপারে সচেতন নন। তাই মহিলা আর নিজের হিজাব খুললেন না। এর কিছুদিন পর সেই গৃহকর্তার স্ত্রী মহিলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন– আপনি হিজাব খুললেন না কেন। আমার স্বামী বলেছেন, সে মহিলা কি নিজকে এতটা সুন্দরী মনে করেন যে তিনি ভেবেছেন তিনি হিজাব খুললে আমি তার প্রেমে পড়ে যেতাম। কোথায় মহিলা নিজের স্বামীর আচরণের জন্য লজ্জিত হবেন তা নয়। বরঞ্চ তিনি হিজাব পরিহিতা মহিলাকেই কথা শুনিয়ে দিলেন।

১১. একবার বাংলাদেশ থেকে আসার সময় এয়ারপোর্টে দেখলাম ইমিগ্রেশনের একটি কাউন্টারে বেশ কথা কাটাকাটির শব্দ। ব্যাপার কি? খেয়াল করে দেখলাম একজন প্যাসেঞ্জার একটি ১৩/১৪ বছরের মেয়েকে নিয়ে ট্রাভেল করতে চাইছেন। কিন্তু ইমিগ্রেশন অফিসার কিছুতেই দেবেন না। পরে কারণ জানা গেল সেই ভদ্রলোক মেয়েটির কোন মাহরম আত্মীয় নন। দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখার এক পর্যায়ে বাইরে অপেক্ষারত মেয়ের মা'কে খবর দেয়া হলো। দেখলাম ভদ্রমহিলা বেশ ভালো রকমেই হিজাব করেন। তিনি কর্তব্যরত অফিসারদের বললেন তার বড় সন্তানের এডমিশন টেস্টের কারণে তিনি আরো বেশ কয়েক মাস দেশে থাকবেন। কিন্তু ছোট মেয়ে বাবার কাছে চলে যেতে চাচ্ছে তাই তিনি মেয়েকে এই অনাত্মীয় প্যাসেঞ্জারের সাথেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কর্তব্যরত অফিসাররা মেয়েটির মা'কে বুঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলার অনুরোধের কারণে মেয়েটিকে সেই ভদ্রলোকের সাথে পাঠানোর পারমিশন দিতে বাধ্য হলেন। এরপর নিজেদের মধ্যে বলতে লাগলেন এরকম একটি মেয়েকে একা অনাত্মীয় কারো সাথে পাঠানো কখনো উচিত নয়। আমার নিজেরও মনে হলো ভদ্রমহিলা এ বয়সে যে পরিমাণ পর্দা করেছেন তার চাইতে যদি নিজের এই উঠতি বয়সী মেয়েটির পর্দার বিষয়টি বেশী খেয়াল করতেন তাহলে আরো ভালো হতো। আমাদের দেশে অহরহ এই দৃশ্য চোখে পড়ে বয়স্ক মা যাচ্ছেন হিজাব পরে। আর তার উঠতি বয়সী তরুণী মেয়েটি যাচ্ছে হিজাববিহীন অবস্থায়।

১২. রাসূল (সা.) বলেন, "যখন তোমাদের (নারীদের) কারো কাছে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ কৃতদাস থাকে এবং তার কাছে চুক্তি অনুযায়ী মুক্তিপণ থাকে তাহলে সে নারী, কৃতদাসের সামনে পর্দা করবে।" (তিরমিযী, আহমাদ, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, টীকা-৪৪) কেননা সেই দাস মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত হয়ে গেলে তার সাথে সেই নারীর বিয়ে জায়েয।

১৩. একবার এক জিহাদে ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে তার মা রাসূল (সা.)-

www.pathagar.com

এর খেদমতে উপস্থিত হন। তখন রাসূল (সা.)-এর চারপাশে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই মহিলাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন– এত পেরেশানিরতেও তিনি পর্দা ছাড়লেন না। তখন সেই নারী উত্তর দিলেন আমি ছেলে হারিয়েছি। কিন্তু লজ্জা তো হারাইনি। (আবু দাউদ শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪)

অথচ আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায় বিপদে বা কারো মৃত্যুর খবরে নারীরা এমনভাবে গড়াগড়ি খেয়ে বিলাপ করেন যে তার পর্দা তো দূরে থাক সতরই অনাবৃত হয়ে যায়।

১৪. আমাদের সমাজে একটি রীতি যুগ যুগ ধরে স্বাভাবিকভাবে চলে আসছে যে, কেউ পাত্রী দেখতে এলে পাত্রীর সাথে সেজেগুজে পাত্রীর বোনটিকে বা বান্ধবীকেও পাত্রপক্ষের সামনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে বিয়ের জন্য পাত্রই শুধু নির্ধারিত পাত্রীকে দেখা জায়েয। তার ভাই কিংবা বন্ধু-বান্ধবের নয়। এছাড়া নির্ধারিত পাত্রী ছাড়া পাত্রীর হিজাব ফরয হওয়া বোনের পক্ষে কিন্তু পাত্রের সামনে যাওয়া উচিত নয়। এটি গুনাহ তো অবশ্যই। সেই সাথে সামাজিক জটিলতাও তৈরি করে। এ রকম ঘটনা অহরহ দেখা যায় যে পাত্র তখন নির্ধারিত পাত্রীটির সাথে অন্য আর একজনকে তুলনা করার সুযোগ পান। ফলে দেখা যায় নির্ধারিত পাত্রীটিকে ছেড়ে অনেক সময় পাত্রীর বোন বা বান্ধবীকে পছন্দ করে বসেন।

এছাড়াও দেখা যায় আমাদের সমাজে অনেকেই মেয়ের বিয়ের পর সেই বোনের বাসায় উঠতি বয়স্ক মেয়েটিকে প্রায়ই একা পাঠিয়ে দেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শালী যেহেতু দুলাভাই-এর সাথে পর্দা করেন না। তাই সে পথ ধরেও অনেক সময় শয়তান অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম দিতে সাহায্য করে। ফলে অনেক সময় বোনের সংসারই ভেঙ্গে যায়। এ ব্যাপারগুলোর দিকে অভিভাবকদের অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। আসলে ইসলামের প্রতিটি বিধানই অনেক সুচিন্তিত ও বান্দার জন্য কল্যাণকর। এ বিধানগুলো মেনে না চলার কারণে অনেক সময় জীবনে জটিলতা দেখা দেয়।

১৫. অনেক সময় অনেক অভিভাবক সময়ের অভাবে নিজে না গিয়ে নিজের উঠতি বয়স্কা মেয়েকে একা পুরুষ ডাক্তারের কাছে পাঠান। এটা ইসলাম সমর্থিত পদ্ধতি নয়। অনেক সময় এক্স-রে কিংবা ই.সি.জি করতে পুরুষ ডাক্তার একাই রুমে থাকেন। এসব ব্যাপারে নারীদের সতর্ক থাকা উচিত। কেননা এভাবে অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনাও ঘটে।

www.pathagar.com

১৬. অনেক অভিভাবক মেয়েকে একা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে দেন। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় বেশ কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতে আমরা মাঝে মাঝে পত্রিকার পাতায় দেখি। যদি বাধ্য হয়ে গায়ের মাহরম শিক্ষকের কাছে পড়াতেই হয় তবে যেন অবশ্যই একজন বয়স্ক মহিলা বা মাহরম কেউ সাথে থাকেন।

একবার এক মহিলা মেয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করলেন যে মেয়েটি প্রাইভেট টিচাররের কাছে পড়তে যেতে চায় না। তিনি মেয়ের উপর বিরক্ত হয়ে ঘটনাটা আমাকে জানালেন। আমি তখন মেয়েটিকে বার বার প্রশ্ন করার এক পর্যায়ে মেয়েটি স্বীকার করলো শিক্ষকটি তার প্রতি অন্য রকম দুর্বলতা প্রকাশ করেন। তাই সে শিক্ষকটির কাছে পড়তে যেতে চায় না। এসব ঘটনা আমাদের সমাজে অহরহ ঘটে। কিন্তু অনেক সময় মেয়েরা লাজুকতার কারণে অভিভাবকদের কাছে ঘটনাটা শেয়ার করতে পারে না।

১৭. অনেক সময় সহপাঠী ছেলেদের সাথে মেয়েরা একই রিক্সায় বসে। অনেক সময় টেম্পুতে কিংবা বাসেও মহিলাদের পুরুষদের পাশেই বসতে দেখা যায়। এটি ইসলামে যেমনি হারাম তেমনি নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। কেননা এভাবে বাসে, টেম্পুতে পুরুষদের সাথে এক সাথে জার্নি করা মহিলারা পুরুষদের ব্যাপারে অনেক আপত্তিকর আচরণের অভিযোগ করেন।

সহশিক্ষার ফলে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে নারী নির্যাতনের পরিমাণও বেড়েছে আজকাল। বিশ্ববিখ্যাত মাইক্রোসফট-এর বিশ্বকোষে বলা হচ্ছে– "বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে সংঘটিত যৌন হয়রানির অভিযোগও সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।" (Encarta Encyclopedia.rape)

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে ২৩% থেকে ৪৪.৮% ছাত্রী ছেলে বন্ধুদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। (সূত্র : Assessment of Family Violence. p-212)

১৮. আজকাল অনেক আধুনিক মায়েরা মেয়ের সহপাঠী ছেলে বাসায় এলে পড়াশুনার সুবিধার্থে একটি রুমে নিরিবিলিতে পড়তে দেন। এটা কিছুতেই উচিত নয়।

১৯. অনেক সময় কর্মজীবী মহিলারা বসের রুমে কাজের প্রয়োজনে একা যেতে হয়। এতে নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় অনেক সময়। তাই জীবিকার একান্ত প্রয়োজনে নারীকে যদি কর্মক্ষেত্রে যেতেই হয় তবে তার জন্য ইসলামে বর্ণিত নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা উচিত।

www.pathagar.com

২০. মাঝে মাঝে মেয়েরা গায়ের মাহরম ছেলে বন্ধুদের সাথে একাকী বেড়াতে বের হলে মোবাইলে ছবি তোলে কিংবা ভিডিও করে। পরে ছেলে বন্ধুরা অনেক সময় সেই সুযোগে মেয়েটিকে ব্ল্যাকমেইলিং করে, বিপদে ফেলে। যা আজকাল প্রায়ই হচ্ছে। অন্য মেয়ের কাছেও মেয়েদের ছবি কিংবা ভিডিও দেয়া উচিত নয়। হতে পারে মেয়েটির ভাই কিংবা কোন পুরুষ আত্মীয় দ্বারা সেই মেয়েটির ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে। অনেক সময় বান্ধবীদের সাথে তোলা ছবিও বান্ধবীরা না জানিয়ে ফেসবুকে দিয়ে দেয়। ফলে পর্দানশীন মেয়েদের জন্য এটা বিপদের কারণ হতে পারে।

২১. অনেক সময় নারীরা নিজের পর্দার বিষয়ে খেয়াল করলেও নিজের ঘরে বসবাসরত উঠতি বয়সী কাজের মেয়েটির পর্দার ব্যাপারটি অনেকেই খেয়ালই করেন না। ফলে দেখা যায় গৃহকর্ত্রী বাবার বাড়িতে বেড়াতে চলে গেলেন। স্বামী কিংবা যুবক ছেলেটির খাওয়া দাওয়ার সুবিধার্থে কাজের মেয়েটিকে একা রেখে চলে যান। যা কিছুতেই উচিত নয়। এ ধরনের কাজ অনেক জটিল ঘটনার জন্ম দেয়। তাই নিজের ঘরে কর্মরত গরীব বিপন্ন নারীটির সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকে অবশ্যই গৃহকর্ত্রীকে খেয়াল রাখতে হবে।

২২. আয়েশা (রা.) বলেন, "রাসূল (সা.) নারীদের কাছ থেকে শুধু মৌখিক বায়আত গ্রহণ করতেন। তাদের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিতেন না। স্ত্রী ছাড়া তিনি কোন নারীর হাত স্পর্শ করেননি।" (বুখারী, হাদীস নং-৬৭১১)

কিন্তু আজ যেসব নারীরা সহশিক্ষা, শিল্প সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে অবলীলায় পরপুরুষের হাত ধরেন তাদের একবার চিন্তা করে দেখা উচিত তারা কত বড় গুনাহের কাজ করছেন।

২৩. আবার অনেকে পর পুরুষের সাথে হ্যান্ডশেক করেন। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হলো কোন বিশেষ দায়িত্বে থাকার কারণে তারা এ কাজে বাধ্য। কিন্তু ইসলাম কখনো নারীকে এমন কোন কাজেরও অনুমতি দেয় না যে কাজ করতে গিয়ে তাকে শরীয়তের নির্দেশের অবাধ্য হতে হয়।

২৪. কোন গায়ের মাহরম নারী বা পুরুষের একে অন্যের ছবি বিনা প্রয়োজনে দেখা বা সংরক্ষণ করা জায়েয নয়। অথচ আজকাল অনেক পর্দানশীন নারীও ফেসবুকে নিজেদের খোলা ছবি দিয়ে থাকেন। এটি যেমনি একদিকে সুস্পষ্ট গুনাহ। অন্যদিকে আজকের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের যুগে খুব সহজেই এসব ছবিকে ফটোশপের মাধ্যমে বেশ আপত্তিকর ছবিতে পরিণত করা যায়। যা মেয়েটির জন্য

www.pathagar.com

পরবর্তীতে হুমকিস্বরূপ হতে পারে। আসলে সৃষ্টির জন্য ইসলাম এমন সব বিধান দিয়েছে যা তার জীবনকে নিরাপদ করবে। তাই মুক্তমন নিয়ে ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করা ও মেনে চলা আমাদের জীবনের জন্যই আজ প্রয়োজন।

২৫. অনেক নারী আছেন যারা মাঝে মাঝে পর্দা করেন মাঝে মাঝে করেন না। এটা এক ধরনের তামাশা করার মতো। আবার অনেকে হিজাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝার কারণেও এ কাজ করেন। একবার আমার এক বান্ধবীকে দেখেছিলাম আমাদের বাসায় এলো হিজাব পরে। আর যাওয়ার সময় হিজাব খুলে ফেলল। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি বলল– আমার বাবা তাবলীগ করেন তো। তাই আমাকে জোর করে হিজাব পরিয়ে দিয়েছেন। আমি আব্বার সামনে বাসা থেকে বের হবার সময় পরে এসেছি। কিন্তু যাওয়ার সময় তো পথে আর আব্বা দেখবে না তাই খুলে ফেলেছি। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে আমরা অভিভাবকরা যদি সন্তানকে হিজাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং না পরলে এর দুনিয়া ও আখিরাতের খারাপ পরিণতির কথা আন্তরিকভাবে বুঝিয়ে বলি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের সন্তানরা আর না বুঝে এ কাজ করবে না।

২৬. আবার অনেকে আছেন হিজাব পরেই গায়ের মাহরম পুরুষের সাথে মেলামেশাসহ নানা আপত্তিকর কাজ করেন। এতে অনেকের মনে হিজাব পরা মেয়েদের প্রতি খারাপ ধারণা তৈরি হয়। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজগুলো করেন। জেনে বুঝেই হিজাব পরে আল্লাহর নিষেধকৃত কাজগুলো করেন তাদের আল্লাহর কাছ থেকে এর ভয়াবহ পরিণতির ভয় করা উচিত।

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, "লজ্জা ও ঈমান পরস্পর অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এর কোন একটিকে উঠিয়ে নেয়া হলে অপরটিকেও উঠিয়ে নেয়া হয়।" (বায়হাকী)

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে– "হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত করতে না পারে। যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমন অবস্থায় যে তাদের থেকে তাদের পোশাক খুলে দিয়েছে। যাতে করে তাদের লজ্জস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে।" (সূরা আরাফ : ২৭)

২৭. অনেক সময় দেখা যায় কিছু ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন ভাইয়েরা বিয়ের সময় ইচ্ছে করেই অনৈসলামিক পরিবারের মেয়ে বিয়ে করেন। বিয়ের পর দেখা যায় সেই স্ত্রী'কে তো হিজাব পরাতে পারছেনই না। বরং নিজের দ্বীনি জীবনেরও

www.pathagar.com

ধ্বংস নেমে আসে। আবার অনেক সময় দেখেছি পর্দানশীন দ্বীনি মেয়েদেরকে দ্বীনদার পাত্রের অভাবে অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে দ্বীনি জ্ঞানহীন পরিবারে বিয়ে দেন। বিয়ের পর সেই দ্বীনদার মেয়েটির পক্ষে নিজের দ্বীনি জীবন টিকিয়ে রাখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। এক্ষেত্রে দ্বীনদার ভাইদের বলবো বিয়ের সময় দ্বীনদার পাত্রীকে অগ্রাধিকার দিতে রাসূলের হাদীসটি ভুলবেন না।

একবার এক ভাইকে দাড়ি রাখার জন্য তাগিদ দেয়া হলে তিনি বললেন– তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে করবেন। মুখে দাড়ি থাকার কারণে পাত্রী যদি তাকে পছন্দ না করে এ ভয়ে তিনি এখন দাড়ি রাখছেন না । ইনশাআল্লাহ তিনি বিয়ের পরে দাড়ি রাখবেন। তখন প্রশ্নকর্তা সিনিয়র ভাইটি তাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন– ভাই আপনি বরং এখনি দাড়ি রাখা শুরু করুন। তাহলে যে ধরনের পাত্রী দাড়ি পছন্দ করে না সে ধরনের পাত্রী আপনার জীবনেই আসবে না। আর যে আসবে সে দাড়ি পছন্দ করেই আসবেন। একই কথা পর্দার ক্ষেত্রেও। শুরুতেই পর্দানশীন মেয়ে দেখে বিয়ে করলে পরে পর্দা করানোর জন্য পরিশ্রম করার আর প্রয়োজনই হবে না।

ইচ্ছাকৃতভাবে নারীরা যেন নিজেদের লুকানো সৌন্দর্য প্রকাশ না করে

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْآ اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা আন নূর : ৩১)

এই আয়াতে নারীদেরকে গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

১. চলা-ফেরার সময় মহিলাদেরকে খুবই সংযত ও বিনীত হয়ে চলতে হবে। ইচ্ছে করে হাইহিল জুতার ঠকঠক কিংবা অলংকারের ঝনঝন আওয়াজ শুনানো ঠিক হবে না।

২. অনেক সময় নারীরা ঘুংঘুর লাগানো নুপুর পরে এমনভাবে হাঁটে যা অন্যদের দৃষ্টি কাড়ে। অনেকটা নর্তকীদের মতো করে। শারীরিক গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত করে বিশ্রী অঙ্গভঙ্গিতে যারা শরীর দুলিয়ে নাচে সেই সব নারীদের মনে রাখা উচিত, ইসলামে নাচ জায়েয নেই।

www.pathagar.com

৩. কাঁচের চুড়ি পরলেও একটি ঝংকার সৃষ্টিকারী শব্দ হয়। তাই এ ধরনের শব্দ সৃষ্টিকারী অলংকার পরার ব্যাপারে নারীরা সতর্ক থাকবেন। যাতে তা কিছুতেই গায়ের মাহরম ব্যক্তির কানে না যায়।

৪. অনেক সময় দেখা যায়, কিছু নারী হাইহিল জুতো পরে এতটা ঠকঠক আওয়াজ করে হেলে দুলে হাটে যাতে তাদের শরীরের অঙ্গভঙ্গি খুব দৃষ্টিকটুভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। উপরের আয়াতের মাধ্যমে এটা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

একবার এক মহিলাকে দেখলাম বেশ স্বল্প বাসনা হয়ে মাত্রাতিরিক্ত রকমের সাজগোজ করে এমনভাবে হাইহিল জুতায় শব্দ করে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল যে অনেক দূর থেকেও তার জুতার শব্দের কারণে পথচারীদের চোখ তার উপর পড়ছিলো। এ ধরনের নারীদের দেখে কেউ কেউ বাজে মন্তব্যও করতে দেখা যায়। তাই নারীদের বলবো আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করে অন্যের চোখে নিজেই নিজকে অসম্মানের পাত্রী করে তুলে ধরবেন না।

ঘরের ভেতরের শিষ্টাচার

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ط ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়, এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

"তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বায়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আন-নূর : ৫৮-৫৯)

এই আয়াতগুলোতে ঘরে অবস্থান করার সময় পারিবারিক পরিবেশে কিছু ইসলামী নিয়ম নীতির ব্যাপারে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

১. ঘরের ভেতর দাস-দাসী বা বড় সন্তানরা গৃহকর্তা বা বাবা-মায়ের রুমে ঢোকার সময় অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে। আবার সন্তান বড় হলে বাবা মা'কেও তাদের রুমে ঢোকার আগে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

২. তিনটি সময়ে অনুমতি নেয়া ছাড়া রুমে ঢোকা উচিত নয়। ফজরের নামাযের আগে, দুপুরে পোশাক পরিবর্তনের সময় ও এশার নামাযের পর। কেননা এ সময়গুলো মানুষের বিশ্রামের সময়। এ সময় মানুষ খানিকটা নিজের মতো করে ইচ্ছেমত থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

৩. অনেকে মনে করেন সন্তানের জন্য আবার অনুমতির কি প্রয়োজন। কিন্তু আপন পরিবার-পরিজনের ঘরে বা বেড রুমে ঢুকতেও অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা কিতাবে বর্ণনা করেছেন, "একবার এক ব্যক্তি নবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলো, নিজের মায়ের কাছে যেতেও কি আমি অনুমতি নেব? রাসূল (সা.) বললেন– হ্যাঁ। সে বললো, আমি ছাড়া তো তার সেবা করার জন্য আর কেউ নেই। এখন কি আমি প্রত্যেক বারই অনুমতি চাইবো? তখন রাসূল (সা.) বললেন, তুমি কি তোমার মা'কে নগ্ন অবস্থায় দেখা পছন্দ করবে? সে তখন বললো– না। রাসূল (সা.) বললেন– তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। কেননা ঘরে থাকা অবস্থায় তার কোন অপ্রকাশযোগ্য অঙ্গ খোলা থাকতে পারে।" (মাযহারী, সূত্র : মাআরেফুল কোরআন, সূরা আন-নূর, পৃ. ৯৩৮)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক হাদীসে এসেছে রাসূল (সা.) বলেন, "তোমরা তোমাদের মা-বোনদের কাছে যেতে হলেও অনুমতি নিয়ে যাবে।" (ইবনে কাসীর)

মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানী এরিক গুডি বলেন– "ভাই-বোনের মধ্যকার অবৈধ সম্পর্ক বোধহয় অতি সাধারণ ব্যাপার। রক্ত সম্পর্কের অতি ঘনিষ্ঠজনদের সাথে

www.pathagar.com

অবৈধ সম্পর্কের যত ঘটনা ঘটে ভাই-বোনের অবৈধ সম্পর্ক তার অর্ধাংশ এবং ক্ষুদ্র পরিবারগুলোতে এ ধরনের ঘটনা যত ঘটে তার ৯৪%।" (Deviant behavior, p-223)

৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী যায়নাব (রা.) থেকে জানা যায় যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তার ঘরে ঢোকার সময়ও এমন কোন আওয়াজ করতেন যাতে বুঝা যেত যে তিনি আসছেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। (ইবনু জারীর)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, "তোমরা তোমাদের মা ও বোনের কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও।" (ইবনু কাসীর)

৫. পরিবারের সদস্যদেরকে একে অন্যের ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নেয়ার অভ্যাস করানো উচিত।

৬. অনেকে বাইরে পর্দা করলেও পারিবারিক পরিবেশে পর্দার বিষয়ে সচেতন নন। একবার এক মহিলাকে খুব স্বল্প কাপড়ে ঘরে স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে ভদ্রমহিলা নিজের ছেলেদের সম্পর্কে বললেন– অসুবিধা কি? ওরা তো আমার নিজের ছেলে। কিন্তু তারপরও সন্তান বড় হয়ে যাবার পর মা'কে কিংবা কম বয়স্কা মা'য়ের ঘরে এমন পোশাক পরা উচিত নয়। যাতে তাকে দেখে তার প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেটি অন্য নারীর শারীরিক কাঠামো সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। তবে মা যদি খুব বয়স্ক হন তাহলে আলাদা কথা।

৭. একইভাবে মেয়েরা বড় হলে ঘরে বড় ভাই কিংবা বাবার সামনে এমন কোন পোশাক পরা উচিত নয় যা শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর।

৮. অনেক সময় অনেকে বাইরে পর্দার ব্যাপারে সচেতন হলেও ঘরে পর্দার বিষয়ে খেয়াল করেন না। গায়ের মাহরম পুরুষ ঘরে এলে বিনা প্রয়োজনে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করা উচিত নয়। এছাড়া ঘরে পর্দার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে বাইরের কারো পক্ষে ঘরে প্রবেশ করে ঘরের বাসিন্দাদের উপর বেপর্দা অবস্থায় দৃষ্টি না পড়ে। এ উদ্দেশ্যে অবশ্যই ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলানো উচিত। যা রাসূল (সা.) পর্দার আয়াত নাযিলের সঙ্গে সঙ্গে করেছিলেন। আর অন্য মুসলমানরাও তাঁকে অনুসরণ করেছিলো।

৯. আজকাল নগর জীবনে ঘন বসতির কারণে পাশের বাড়ির ফ্লাটে বসবাসরত

www.pathagar.com

মানুষের প্রাইভেসি খুব সহজেই ফাঁস হয়ে যায়। তাই বেডরুমে ও বাথরুমের জানালায়ও পর্দা লাগানো উচিত। কেননা এভাবে অন্যের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে জীবনে অনেক জটিলতা তৈরি হবার ঘটনাও ঘটছে। নারী ও পুরুষ মেহমানদের বসার জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকা উচিত।

১০. অনেক সময় নারীরা একে অন্যের সামনে কাপড় পাল্টান। এটা কিছুতেই উচিত নয়।

১১. আবার অনেক সময় দেখা যায় খোলা জায়গায় একসাথে অনেক নারী গোসল করছেন। বিভিন্ন রিসোর্টগুলোতে সুইমিং-এর ড্রেস পরে স্বল্প বসনা হয়ে সুইমিং পুলে নারীদের সাঁতার কাটতে দেখা যায়। এটা খুবই আপত্তিকর। কেননা এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যদিয়েই নারীদের নিজেদের মাঝেও অবাঞ্ছিত সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। আবার অনেক সময় একই বাথরুমে দু'টো প্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষ একই সাথে গোসল করেন। এটাও অনুচিত।

উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি মক্কা বিজয়ের বছর একদা রাসূল (সা.)-এর কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি গোসল করছেন এবং ফাতেমা (রা.) তাঁকে পর্দা করে রেখেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, উম্মে হানী।" (বুখারী, হাদীস নং-২৭১)

এই হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি রাসূল (সা.) নিজ পরিবারেও পর্দার ব্যাপারে কতটা সতর্ক ছিলেন।

১২. ইদানিং যত্র তত্র গড়ে উঠা পার্লারগুলোর কারণে নারীরা অবলীলায় সেখানে যাতায়াত করেন। অনেক সময় একান্ত ব্যক্তিগত কিছু সেবাও এদের কাছ থেকে নেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত, শরীয়ত যে ধরনের ক্ষেত্রে অনুমতি দেয় সে ধরনের সেবা ছাড়া এর বেশী কিছু এখান থেকে নেয়া ঠিক নয়। অনেক সময় এসব পার্লারে ফিট করে রাখা গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে সেবা নিতে আসা নারীদের প্রাইভেসিও নষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে।

পর্দার শিথিলতা কোন্ পর্যায়ে করা যায়

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

www.pathagar.com

"বৃদ্ধা নারী, যাদের বিয়ে প্রত্যাশিত নয়, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে। তাদের জন্যে দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আন নূর : ৬০)

পর্দার শিথিলতা কোন্ পর্যায়ে করা যায় তা এই আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

১. বয়স্ক মহিলারা যাদের সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা নেই, সেই ধরনের মহিলারা ইচ্ছে করলে পর্দার ব্যাপারে শিথিলতা দেখাতে পারে।

২. তবে আজকাল অনেক বয়স্কা মহিলাদেরও যেভাবে পরপুরুষের সামনে সেজেগুজে যেতে দেখা যায়, তাতে বুঝা যায় তাদের শরীরের বয়স বাড়লেও মনের বয়স বাড়েনি। তাই তাদের অবশ্যই পর্দা করে চলা উচিত।

পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে পর্দা

ব্যক্তিগত পরিবেশে আমরা যে যতখানিই পর্দা করি না কেন অনেক সময় দেখা যায় সামাজিক অনুষ্ঠানাদি যেমন– মেহেদির অনুষ্ঠান, বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে আমরা পর্দার কথা বেমালুম ভুলে যাই। উপরন্তু এসব অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের পর্দাহীন পরিবেশ এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, অনেক বেশী পর্দানশীন নারীটিকেও (যাকে কেউ কখনো খোলাখুলি দেখার সুযোগ পায়নি) তাকেও দেখার সুযোগ হয়ে যায়। এর অর্থ একটাই আমরা আমাদের জীবনে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে এখনো প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি।

মনে পড়ে, একবার এক বিয়ের অনুষ্ঠানে পাত্রী পর্দা করেন বলে তার ভাই চেষ্টা করছিলেন মহিলা অঙ্গনে কোন পুরুষ যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে কয়েকজন যুবক এসে নতুন বউ দেখতে চাইলো। তখন কনের ভাই বাধা দিয়ে বললেন– আপনি কার কাছ থেকে কনে দেখার পারমিশন নিয়ে এসেছেন? যুবকটি বলল– আমি বরের কাজিন। বরের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে এসেছি। তখন কনের ভাই বললেন– বরের কাছ থেকে নয়। আপনাকে আল্লাহর কাছ থেকে পারমিশন আনতে হবে। তখন পাত্রপক্ষের আত্মীয়টি বেশ মনোক্ষুণ্ন হলো। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বর এসে কনের পাশে বসার সময় তার সব বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নিয়ে এলো। পাত্রী পক্ষের আর কিছুই করার থাকল না।

তাই এ ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে আমাদেরকে প্রথম গুরুত্ব দিতে হবে দ্বীনদার পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের বিষয়টিকে। এরপর যে কাজটি করতে হবে তা

www.pathagar.com

হলো, বরপক্ষ ও কনেপক্ষ একসাথে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নিতে হবে কি করে সম্পূর্ণ ইসলামী পরিবেশ নারী-পুরুষদের পৃথক আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা যায়। দুইপক্ষ সচেতন ও আন্তরিক হলে অবশ্যই এ ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে সহজে পর্দার ব্যবস্থা করা যায়।

আমাদের সমাজে দেখা যায়, এ ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাই শুধু নয়। এক সাথে মাহরম, গায়ের মাহরম মিলে ছবি তোলা, ভিডিও করা, শালী, দেবর, ভাবী শ্রেণীয়রা অশ্লীল হাসি-ঠাট্টা করা সব কিছুই চলে।

অনেক সময় ছেলে-মেয়েদের পৃথক বসার ব্যবস্থা করার পরও বিভিন্ন অজুহাতে কনের ভাই, বাবা এ জাতীয় পুরুষ আত্মীয়রা মেয়ে মহলে ঢুকে পড়েন। কিন্তু তাদের মনে রাখতে হবে সেখানে আমন্ত্রিত সব মহিলারা তো আর তাদের মাহরমের পর্যায়ে পড়েন না। ফলে এতে মহিলা মেহমানদের পর্দার বিঘ্ন হয়। আবার আমন্ত্রিত মহিলা মেহমানরা অনেক সময় এমন সব পোশাক পরেন যাতে সতর আবৃত হয় না। ফলে কোন পুরুষ মহিলা অংগনে ঢুকে গেলে সহজেই সেই নারীকে দেখার সুযোগ পেয়ে যান।

এই প্রবাসে আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার মেয়ের বিয়েতে আলহামদুলিল্লাহ এত সুন্দর নারী-পুরুষের স্বতন্ত্রভাবে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হলো। শুধু তাই নয়। মহিলাদের খাবার পরিবেশনের জন্য মহিলা ওয়েটারের ব্যবস্থা করা হলো। সম্পূর্ণ মহিলাদের দিয়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কনের ছবি তোলা, ওয়াশ করার ব্যবস্থাও ভিডিও করা হলো। ছবি তোলার সময় কনের সাথে কনের মাহরম ও বরের সাথে বরের মাহরম আত্মীয়রাই ছবি তুললেন। এ সময় একটি মজার ব্যাপার হলো, খাওয়ার পর্ব শেষ হলে বর যখন কনের হলে ঢোকার অনুমতি চাইলেন তখন আমন্ত্রিত মহিলারা সবাই হিজাব পরে নিলেন। এক ভদ্রমহিলা মোবাইলে তার স্বামীকে খবর পাঠালেন– আমাদের সবার হিজাব পরা হয়ে গেছে। এখন বর আসতে পারে। তখন তা শুনে এক দ্বীনদার ভাই বললেন– এটা কোন ধরনের কথা? বর আমন্ত্রিত মহিলাদের মাহরম নয় বলে মহিলারা সবাই হিজাব পরে নিলেন। কিন্তু বর নিজকে কোন্ হিজাব পরে এই সব গায়ের মাহরম মহিলা থেকে রক্ষা করবেন। যারা নতুন বর দেখতে অপেক্ষা করে আছেন। কেননা নিজেরা হিজাব পরে গায়ের মাহরম বরকে দেখা এটাও তো হিজাবের খেলাফ।

www.pathagar.com

অথচ এই ধরনের কর্মকাণ্ড আমাদের সমাজে সব সময়ই চালু আছে। আমরা কেউ একে নাজায়েয বলে মনেও করি না। তাই আমাদের সবাইকে পর্দার পরিপূর্ণ অনুসরণের দিকটি খেয়াল রাখতে হবে।

মুখমণ্ডল খোলা রাখার পক্ষে কিছু যুক্তি

অনেক ইমাম ও আলেম নারীদের মুখমণ্ডল খোলা রাখার পক্ষে যে যুক্তিগুলো পেশ করেন তা হলো।

১. সূরা আন নূর-এর ৩১ নং আয়াত- "তারা (নারীরা) যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যা স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে তার কথা ভিন্ন। ইল্লা মা যাহারা মিনহা অর্থ– অবশ্য যা স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে।" এই বাক্যাংশের অর্থ করেছেন অনেকে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়।

২. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসকেও তারা যুক্তি হিসেবে দেখান। একবার আবু বকর (রা.) মেয়ে আসমা (রা.) খুব পাতলা কাপড় পরে রাসূল (সা.)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। তাকে দেখে রাসূল (সা.) অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, "আসমা, মেয়েরা যখন বালেগ হয়, তখন তাদের শরীরের কোন অংগ দেখা যাওয়া বৈধ নয়। তবে এই এই অংগের কথা আলাদা। এ কথা বলে তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয়ের প্রতি ইংগিত করেন।" (আবু দাউদ, তাফহীমুল কুরআন সূরা নূর টীকা-৩২)

৩. আয়েশা (রা.) বলেন– আমরা রাসূল (সা.)-এর সাথে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলাম। পথচারীদের সওয়ারি যখন আমাদের সামনা সামনি এসে যেত তখন আমাদের কেউ মাথা থেকে মুখমণ্ডলের উপর জিলবাব ঝুলিয়ে দিতাম। আর যখন তারা আমাদের অতিক্রম করে যেত তখন আমরা তা তুলে দিতাম। (আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, টীকা-২৯)

এই দলিলের অসারতা

১. সূরা আন নূর এর ৩১ নং আয়াতের স্বতঃই প্রকাশিত সৌন্দর্য সম্পর্কে অনেকের মাঝে দ্বিমত আছে। যেমন মিসওয়ার বিন মাখরামা এবং কাতাদাহ মনে করেন, অলংকারসহ হাত খোলা রাখা যায় বটে কিন্তু মুখমণ্ডল খোলা রাখা যাবে না। তবে চক্ষুদ্বয় বা ১টি চোখ খোলা রাখা যেতে পারে।

এছাড়া আরো কিছু মতামত এই সংক্রান্ত আয়াতে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তাই এই আয়াতকে মুখমণ্ডল খোলা রাখার দলিল হিসেবে পেশ করা ঠিক হবে না।

২. দ্বিতীয় শর্তে উল্লিখিত এ হাদীসটি মুরসাল অর্থাৎ একজন বর্ণনাকারী খালিদ বিন দুরায়র আয়েশা (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অথচ আয়েশার (রা.) সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি। এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় হিজরতের সময় আসমা (রা.) বয়স ২৭ বছর। পর্দার বিধান নাযিলের পর আসমা (রা.) এরকম পাতলা কাপড় পরে রাসূলের সামনে এসেছেন তা বিবেক সম্মত নয়।। তাই এ ধরনের দুর্বল হাদীসকে দলিল হিসেবে নেয়া যুক্তি যুক্ত নয়।

৩. তৃতীয় শর্তে উল্লিখিত আয়েশার (রা.) মুখমণ্ডল খোলা রাখার বিষয়টি হজের সময়। আর হজের সময় ইহরাম অবস্থায় মুখ খোলা রাখা বৈধ। তারপরও দেখা যাচ্ছে সতর্কতার জন্য তিনি যখন অন্য কোন আরোহী এসে যেত তখন মুখ ঢেকে নিতেন।

মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার পক্ষে যুক্তি

১. মানুষের মুখ হচ্ছে সৌন্দর্যের মূল কেন্দ্র। কেননা বিয়ের জন্য পাত্রী নির্বাচন করতে গিয়ে দেখা যায় যে পাত্রীর হাত পা সব কিছু যত সুন্দরই হোক না কেন তার মুখ যদি অসুন্দর বা বিকৃত হয় তবে কেউ তাকে বউ হিসেবে নির্বাচন করবে না। তাই মুখমণ্ডল যেহেতু মানুষের সৌন্দর্যের প্রতিনিধিত্ব করে সেজন্য মুখ ঢেকে না রেখে শুধু শরীর ঢাকলে পুরোপুরি হিজাবের উদ্দেশ্য পূরণ হয় না।

২. সমস্ত শরীর পুরোপুরি ঢেকে ফেলার পর মুখমণ্ডল যদি খোলা থাকে তবে সেই মুখটি আরো বেশী আকর্ষণীয় মনে হয়। আর আমরা মহিলারা প্রায়শই সাজতে পছন্দ করি। একবার এক ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন, আমি আমার মেয়েকে নেকাব দেয়ার অর্থাৎ মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার জন্য বলেছি। তখন সে বলল, যেহেতু ইসলামে নেকাব দেয়া নিয়ে পক্ষ ও বিপক্ষে দু'ধরনের বক্তব্যই রয়েছে তাই সে নেকাব না দেবার পক্ষপাতি। সে মা বললেন, তখন আমি আমার মেয়েকে বললাম, তাহলে নেকাব না পরলে তুমি খেয়াল রাখবে যাতে তুমি মুখমণ্ডলে প্রসাধনী ব্যবহার না কর। মেয়েটি নির্দ্বিধায় মায়ের পরামর্শ মেনে নিলো। কিন্তু বেশ কিছু দিন যেতে না যেতে দেখা গেল সে সাজতে শুরু করেছে। মা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে মেয়েটি বলল, প্রসাধনী ছাড়া তার পক্ষে বের হওয়া অসম্ভব। কেননা এতে তাকে অসুন্দর দেখায়। শুধু এ মেয়েটিই নয়। সম্মানিত পাঠক, আমরা বেশীর ভাগ নারীই নিজকে পরিপাটি করে অন্যের সামনে

www.pathagar.com

উপস্থাপন করতে পছন্দ করি। তাই এ ক্ষেত্রে সতর্কতা হচ্ছে নেকাব ব্যবহার করা। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙ্গবে না অর্থাৎ আপনি চাইলে পছন্দমত সাজলেন। কিন্তু নেকাব পরার কারণে গুনাহও হলো না।

৩. পবিত্র কোরআনে সূরা নূর-এর ৩০ নং আয়াতে যেটা বলা হয়েছে– "তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে"। এই কথার মাধ্যমে মুখমণ্ডল খোলা রাখা থেকে বিরত থাকাই বুঝায়। কেননা সৌন্দর্যের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো মুখমণ্ডল। আর একজন গায়ের মাহরম-এর পক্ষে একজন নারীর খোলা মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে তার সৌন্দর্য সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা সম্ভব।

৪. রাসূল (সা.)-এর হাদীস থেকেও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী বলেন, আমি নবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে (কোন নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে) কি করবো? তখন তিনি বলেছিলেন, তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে বা নামিয়ে নেবে"। (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, সূত্র : তাফহীমুল কুরআন সূরা নূর টীকা-২৯(১))

৫. আয়েশা ফাতিমা বিনতে মানযার বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁরা ইহরাম অবস্থায় নিজদের মুখমণ্ডল খোলা রাখলেও যখনই কোন গায়ের মাহরম সামনে এসে যেতেন তখন তারা মুখমণ্ডল ঢেকে নিতেন।

৬. রাসূল (সা.) বলেছেন, "ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মহিলারা নিকাব পরবে না।" (আবু দাউদ)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, ইহরাম অবস্থা ছাড়া অন্য সময় মহিলাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে হবে।

৭. ওয়াহিদী বলেন, তাফসীরকারগণ মনে করেন আগেকার, "নারীরা একটি চোখ খোলা রেখে তাদের মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতো। এতে জানা যেত যে তারা স্বাধীন নারী (দাসী নয়) কাজেই তাদেরকে উত্যক্ত করা হত না।" (ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৩০৪)

৮. ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ (রা.) জিলবাব পরার নিয়ম সম্পর্কে বলেন, "জিলবাব কপালের উপর প্যাঁচ দিয়ে বেঁধে তারপর নাকের উপর দিয়ে প্যাঁচ দিয়ে নেবে। এতে চোখ দু'টি খোলা থাকলেও মুখমণ্ডলের অধিকাংশ ও বক্ষদেশ আবৃত থাকে।" (কুরতুবী, ১৪ খণ্ড, পৃ. ১৫৬)

www.pathagar.com

হাসান বসরী আগের নারীদের সম্পর্কে বলেন, "তারা জিলবাব দিয়ে মুখমণ্ডল অর্ধেক ঢেকে নিত।" (কুরতুবী)

৯. হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা যুবতী মেয়েদের ঈদগাহে যেতে নিষেধ করতাম। একদা জনৈকা স্ত্রীলোক এসে বনু খালফের পল্লীতে অবতরণ করল। এরপর সে তার বোন থেকে হাদীস বর্ণনা করল। তার বোনের স্বামী রাসূল (সা.)-এর সাথে ১২টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তার বোন তার সাথে ৬টিতে অংশগ্রহণ করেছিলো। সে বলল, আমরা আহতদের পরিচর্যা ও পীড়িতদের সেবা শুশ্রূষা করতাম। আমার সেই বোন একবার নবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের কারো নিকট জিলবাব না থাকলে সে কি তা ছাড়া বাইরে যেতে পারে? তিনি জবাবে বলেন, তার কোন সাথির নিজের জিলবাব তাকে পরিয়ে দেয়া কর্তব্য যাতে সে ভাল মজলিস ও মুসলমানদের দোয়ায় যোগ দান করতে পারে।" (বুখারী)

১০. ইফকের ঘটনা সম্পর্কে আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা অত্যন্ত সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "বনু সুলাম গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (যাকে রাসূলুল্লাহর (সা.) সেনাদলের ফেলে যাওয়া দ্রব্যসামগ্রী কুড়িয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।) সেনাদল রওনা হয়ে যাওয়ার পর তিনি সেখানে ছিলেন। সকাল বেলা তিনি আমার অবস্থান স্থলের নিকটে পৌঁছে আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখে চিনে ফেললেন এবং ইন্না নিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লেন। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তাই আমাকে চিনতে পেরে তিনি ইন্না লিল্লাহি... পড়লে তা শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললাম।" (সহীহ আল বুখারী-৪/১৭৭৪, হাদীস নং-৪৪৭৩)

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে আয়েশা (রা.) ঘুম ভেঙ্গেই মানুষের সাড়া পেয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলেন। মুখমণ্ডল ঢাকার বিধান যদি নাই থাকতো তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এ কাজ করতেন না।

১১. আসমা বিনত আবী বাকর (রা.) বলেন, "আমরা পুরুষদের থেকে আমাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতাম।" (মুসতাদরিক হাকেম-১/৬২৪, হাদীস নং-১৬৬৪)

১২. ইমাম নববী (রহ.) নিজ গ্রন্থ "আল-মিনহাজ"-এ লিখেছেন, "যদি ফিতনার আশঙ্কা থাকে তাহলে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য কোন প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর মুখমণ্ডল ও হাত দেখা জায়েয নেই।"

www.pathagar.com

আল্লামা রামালী (রহ.) "আল-মিনহাজ" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় এই এই মতের উপর আলিমগণের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি এ কথাও লিখেছেন যে, "সঠিক মত অনুযায়ী ফিতনার আশংকা না থাকলেও প্রাপ্ত বয়স্কা নারীকে দেখা হারাম। এ থেকে বুঝা যায় যে মুখমণ্ডল খোলা রেখে নারীদের বাইরে যাওয়া জায়েয নেই। কারণ সে অবস্থায় পুরুষ তাদেরকে দেখবে এবং দেখার মাধ্যমে ফিতনা ও কুপ্রবৃত্তি সৃষ্টি হবে।" (নিহায়াতুল মিনহাজ ইলা মারহিল মিনহাজ-৬/১৮৮)

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (রহ.) বলেন, "বেগানা পুরুষ দেখতে পারে মহিলাদের মুখমণ্ডল এমনভাবে খোলা রাখা জায়েয নেই। দায়িত্বশীল পুরুষদের (স্বামী, পিতা, ভাই ইত্যাদি) উচিত আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার-এর মাধ্যমে তাদেরকে এমন কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। দায়িত্বশীল পুরুষের অধীনস্থ নারীদেরকে পর্দাহীনতা থেকে বিরত না রাখা ও জবাবহিদিতামূলক অপরাধ। এজন্য তাদেরকে শাস্তিও দেয়া যেতে পারে।" (মাজমু' আল ফতোয়া-২৪/৩৮২)

১৩. চার ইমামের তিন ইমাম– ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর প্রথম মত অনুযায়ী ফিতনার আশঙ্কা থাকুক বা না থাকুক, কোন অবস্থায় তারা মুখমণ্ডল ও হাত খোলার অনুমতি দেননি। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)-এর দ্বিতীয় মত অবলম্বন করলেও মুখমণ্ডল খোলা রাখার জন্য ফিতনার আশঙ্কা মুক্ত হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। তবে যেহেতু এ শর্ত পাওয়াটা স্বাভাবিক নয় সেহেতু ফকীহগণ গায়ের মাহরম পুরুষের সামনে মহিলাদের মুখমণ্ডল ও হাত খোলার অনুমতি দেননি। (মাআরেফুল কুরআন ৭/২১৭-১৮)

প্রসিদ্ধ ৪ মাযহাবের মধ্যে শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ও আলেমগণের মতে গায়ের মাহরম পুরুষের সামনে মহিলাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখা নাজায়েয ও হারাম। কোন কোন বর্ণনা মতে মালেকী মাযহাবের ইমামগণের ফতোয়াও তাই।

কেবল হানাফী মাযহাবের প্রাচীন ইমামগণের মতে মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তাদের মতেও সুরমা, অলংকার ও প্রসাধনী দ্বারা সুসজ্জিত মুখমণ্ডল গায়ের মাহরম পুরুষের সামনে খোলা রাখা নাজায়েয।

তবে হানাফী মাযহাবের পরবর্তী যুগের ইমাম ও আলেমগণের মতে গায়ের মাহরম পুরুষের সামনে মহিলাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখা ফিতনার কারণে নাজায়েয।

মূলত পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর কোন সাহাবী গায়ের মাহরম পুরুষের

www.pathagar.com

সামনে মহিলাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখার পক্ষে ছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন মহিলা সাহাবী গায়ের মাহরম পুরুষের সামনে বা বাড়ির বাইরে জনসমক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় মুখ খোলা রেখেছেন বলে কোন সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় না। (ই. দৃষ্টিতে নিকাব-পৃ.৫১)

১৪. সর্বশেষ এ কথাই আমাদের মনে রাখা উচিত, আজকের আধুনিক সময়ের নিত্য নতুন ফিতনা ও নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে নারীর সম্মান যেখানে অহরহ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে একটি নিষ্পাপ ৪/৫ বছরের শিশুকন্যাও ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। যেখানে সামান্য একটি ছবিকেও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ফটোশপ করে অনেক বিকৃত রূপ দেয়া সম্ভব তখন নিজকে নিরাপদ রাখতে আমরা যদি নিকাব দেবার অভ্যাস করি তবে তা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশী উত্তম। এটি আমাদের জীবনকে অধিকতর নিরাপদ করবে। আর এটাই সতর্কতা ও তাকওয়ার দাবি।

কুয়েত এয়ারপোর্টের অভিজ্ঞতা

আজকাল অনেক মুসলিম যুবক সতর ঢাকা কাপড় পরে না। ওয়েষ্টার্ন ফ্যাশন অনুকরণে থ্রী কোয়াটার প্যান্ট পরে যাতে অনেক সময় নির্ধারিত হাঁটুর সীমানা অনাবৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও প্যান্ট পরার সময় এতটা নামিয়ে পরে যে নাভীর সীমানা ছেড়ে অনেক নীচে নেমে যায়। আবার প্যান্টের পায়ের দিকটি এতটাই টাখনুর নীচে ঝুলে থাকে যে পায়ের ঘষায় ছিঁড়তে ছিঁড়তে সেটাই তাদের কাছে আর একটি স্টাইল হয়ে যায়। সেই প্যান্টের হাঁটুর কাছাকাছি বিভিন্ন জায়গায় ছেঁড়া থাকে। অনেক সময় এমন কিছু টি-শার্ট পরে যাতে পুরো শার্ট জুড়ে নারীর ছবি ছাপানো থাকে। অনেকে মুখে এমনভাবে দাড়ি রাখে যে থুতনির কাছে টিকেট সদৃশ মনে হয়। আবার অনেক সময় অর্ধচন্দ্রাকারে মুখের থুতনি পেরিয়ে তারও নীচে চিকন বর্ডারাকারে রাখে। এগুলো আসলে দাড়ি রাখার শরীয়তসম্মত কোন নিয়ম নয়।

আবার মুসলিম মেয়েরাও আজকাল পিছিয়ে নেই। টাইট,ট্রান্সপারেন্ট কাপড় শুধু নয় বরং হাতাছাড়া টাইট গেঞ্জি, থ্রী-কোয়াটার প্যান্ট, মিনি স্কার্ট এগুলো মুসলিম নারীদের অনেকের জন্য স্বাভাবিক পোশাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভ্রুপ্লাগ করা ছাড়া অনেক নারীরা তো নিজকে ভাবতেই পারেন না। এগুলোর সব কিছুই আসলে আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করার শামিল।

একবার কুয়েত এয়ারপোর্টে প্লেনের জন্য ট্রানজিটে অপেক্ষা করছি। বেশ কয়েক

www.pathagar.com

ঘণ্টা বসে আছি। হঠাৎ দেখি ইংল্যান্ডগামী একটি ফ্লাইটের জন্য প্যাসেঞ্জাররা লাউঞ্জে ভিড় করতে শুরু করেছে। অনেকে আমাদের পাশে এসেও বসলেন। অবাক হয়ে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে দেখলাম অসংখ্য মুসলিম নারী একে একে প্রবেশ করছেন। সবাই চেষ্টা করেছেন সতর ঢেকে রাখার। কিন্তু তার পদ্ধতি এত বিকৃত! ২/১ জন ছাড়া প্রতিটি নারীর কাপড় এতটা আঁটসাঁট মনে হচ্ছিল যেন গায়ের মাঝে রেখেই সেলাই করা হয়েছে। নীচের দিকে স্কিন টাইট টাইস-এ পরিপূর্ণভাবে শরীরের কাঠামো প্রকাশ পাচ্ছিলো। সেই সাথে বিঘতের বেশী উচ্চতার হাইহিল জুতা। আর শরীরের উপরিভাগে পরা জামা এতটাই আঁটসাঁট ও এতটাই ছোট পুরো অবয়বটি স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল। মাথার উপর পেঁচানো ওড়নাটি এত সরু যে তা ঠিকমত চুলই ঢাকতে পারছিল না। কোরআনের নির্দেশের আলোকে বক্ষদেশ তো বাদই দিলাম। আমার পাশে বসা একটি পরিবারের মেয়েদের দিকে তাকাতে গিয়ে আমি নারী হয়েও লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলাম। একি বিকৃতভাবে পর্দাকে আধুনিকীকরণের চেষ্টা মুসলিম নারীদের! আমি মনে মনে ভয় পাচ্ছিলাম। না জানি আল্লাহর কত বেশী রকম ক্রোধের উদ্রেক করছে এরা। কাউকে কাউকে দেখলাম নামাযের সময় নামাযও পড়ল। আমার পাশে দাঁড়ানো একজন নামাযের পর এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে মুখে প্রসাধনী মাখল যে মনে হলো একটি ফাউন্ডেশন (মেকআপ) টিউব পুরোই ঘষে ফেলল। আমার দিকে চোখে চোখ পড়তে লাজুকভাবে হাসল। অনেকে মুখমণ্ডল খোলা রাখা জায়েয বলতে চান। কিন্তু কয়েক আস্তর প্রসাধনী মাখার পর যেসব নারীরা মুখমণ্ডল খোলা রাখা জায়েয মনে করেন তারা হিজাবের প্রকৃত উদ্দেশ্যই বুঝতে পেরেছেন কিনা আমার সন্দেহ হয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন ও হেদায়েত দিন।

পর্দাহীনতার কুফল

সূরা আহযাবের ৩৩নং আয়াতে– 'তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা' বলে বুঝানো হয়েছে জাহিলায়াতের যুগে নারীরা যে রকম সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করে বেড়াতো সেভাবে যেন বের না হয়। এ থেকে আর একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নারী যখন নিজের লুকানো সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করে বাইরে বের হয় তা মূলত জাহিলিয়াত যুগের লক্ষণ। তাহলে এর আলোকে আমরা বলতে পারি আমরা যেহেতু নারীদের মাঝে কোরআনের নিষিদ্ধ লক্ষণগুলো এখন আবার দেখছি তাহলে এখন আমরা নব্য জাহিলিয়াতের সময়ে অবস্থান করছি এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

www.pathagar.com

২য় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের সময় জাপানি সামরিক বাহিনী অনেক এশিয়ান নারীকে পতিতা বৃত্তিতে বাধ্য করে। জাপানের ওসাকা শহরের মেয়র তরু হাশিমাতো বলেন– সে সময় মেয়েদেরকে জোর করা হয়েছিলো এমন কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া নিশ্চয়ই যোদ্ধাদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এটা করা দরকার ছিল। বৃষ্টির মতো বুলেটের ঝংকারের মধ্যে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করা সৈনিকদের মনোরঞ্জনের জন্য মেয়েদের দিয়ে আরাম দেয়ার ব্যবস্থা করাটা প্রয়োজন ছিল। এটা সবার কাছে পরিষ্কার। "ঐতিহাসিকদের মতে চীন ও কোরীয় উপদ্বীপ থেকে কমপক্ষে ২ লাখ নারীকে সামরিক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়"।

অথচ ইসলাম এমন একটি মহান দ্বীন যা নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই। আর্থিক বিপন্ন অবস্থায় নারীকে যাতে বাধ্য হয়ে এ ধরনের খারাপ পেশায় না জড়াতে হয় তাই ইসলাম সুনির্দিষ্টভাবে নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত হবে তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে।

এছাড়া ইতিহাস থেকে জানা যায় মুসলমানদের যুদ্ধকালীন অবস্থা সম্পর্কেও। সহায়-সম্বলহীন, ঢাল-তলোয়ারহীন সামান্য কিছু মুসলমান শুধু মাত্র নৈতিক চরিত্রের বলে বলীয়ান হয়ে বিরাট সংখ্যক শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছিলেন। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তাদের দিন কাটতো যুদ্ধের ময়দানে রাত কাটতো জায়নামাযে। কোন নারী দিয়ে মনোরঞ্জন নয়। বরং আল্লাহর কাছে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে অশ্রুসিক্ত আত্মসমর্পণ তাদের অনুপ্রেরণা ও সাহস দিয়েছিল দিনের পর দিন অভুক্ত অবস্থায় জিহাদের ময়দানে।

ওসমান (রা.)-এর শাসনকালে তারাবেলাসের পরাক্রমশালী রাজা জার্জিসের ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্যের সাথে আবদুল্লাহ ইবন সাদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর আঘাতে ভেঙ্গে পড়া বাহিনীকে উৎসাহিত করার জন্য রাজা জার্জিস ঘোষণা করেন– "যে বীর পুরুষ মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহর ছিন্ন মাথা এনে দিতে পারবে, রাজকন্যাকে তার হাতে তুলে দেব।" জার্জিসের এই ঘোষণায় তার বাহিনীতে বেশ উদ্দীপনা দেখা দিলো। এদিকে যুবাইর (রা.) সেনাপতি ইবনে সাদকে পরামর্শ দিলেন– "আপনিও ঘোষণা করুন, যে তারাবেলাসের শাসনকর্তা জার্জিসের ছিন্নমস্তক এনে দিতে পারবে তাকে জার্জিসের সুন্দরী রাজকন্যাসহ এক হাজার দিনার বখশিশ দেয়া হবে। সেনাপতি সাদ তা ঘোষণা করলেন। তারাবেলাসের প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধে এক সময় জার্জিস পরাজিত হলো। তার কর্তিত মাথা মুসলিম শিবিরে নিয়ে আসা

www.pathagar.com

হলো। বন্দী হলো রাজকন্যা নিজেও। মুসলিম সেনাপতি ঘোষণা করলেন আপনাদের মধ্য থেকে যে বীর জার্জিসকে হত্যা করেছেন তিনি তার প্রতিশ্রুত পুরস্কার নিতে আসুন। গোটা মুসলিম বাহিনী নীরব। কেউ এগিয়ে এলো না। অবাক রাজকন্যা নিজেও। কেননা তার মতো সুন্দরী যুবতীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে কোন যুবক এটা তার চিন্তার বাইরে। সেনাপতির বার বার ঘোষণা সত্ত্বেও কেউ যখন পুরস্কার নিতে এলো না তখন সেনাপতির আদেশে রাজকন্যা নিজেই দেখিয়ে দিলো কে তার বাবাকে হত্যা করেছে। অবাক ব্যাপার তিনি আর কেউ নন যুবাইর (রা.) নিজেই। সেনাপতি সাদ যখন তাকে পূর্ব ঘোষিত পুরস্কার নিতে অনুরোধ জানালেন। তখন তিনি বললেন– "জাগতিক কোন লাভের আশায় আমি যুদ্ধ করিনি। যদি কোন পুরস্কার আমার প্রাপ্য হয় তাহলে আমাকে পুরস্কৃত করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"

এই হচ্ছে মুসলমানদের চরিত্র। নারীকে তারা সব সময় সম্মানের চোখেই দেখেছেন। যুদ্ধের সময় আনন্দ উপকরণ হিসেবে তো দূরে থাক বিজয়ের পুরস্কার হিসেবেও পরমা সুন্দরী রাজকন্যাকে প্রত্যাখ্যান করতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করেননি একজন নৈতিক চেতনাসম্পন্ন মুসলিম যুবক।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সবচেয়ে বড় শক্তিশালী ও উন্নত দেশ আমেরিকায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ নারী ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। NCVS (National Crime Victimization Survey) এর দেয়া তথ্য মতে ১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌন নিপীড়ন-এর ঘটনা ঘটে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার। আর ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রায় ২ লক্ষ (গড়ে প্রায় আড়াই মিনিটে একটি) (সূত্র : The Encarta Encyclopaedia Rape)

আমরা অবাক বিস্ময়ে পত্রিকার পাতায় দেখি, আমেরিকার মতো বিরাট শক্তির অধিকারী দেশের সামরিক বাহিনীতে কর্মরত নারীরাই আজ তাদের সহকর্মীদের মাধ্যমে লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগ করছেন। ২০১০ সালে আমেরিকার বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট এবং রণাঙ্গনের ছাউনিতে ১৯ হাজার মহিলা সৈন্য যৌন লালসার শিকার হন স্বদেশি সৈন্য কর্তৃক। এর মধ্যে মাত্র ৩,১৫৮ জন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠিত যৌন হামলা প্রতিরোধ ও বিচার বিভাগে অভিযোগ দায়ের করেন। ২০১১ সালের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পেন্টাগন, প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট গেটস এবং সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফিল্ডের বিরুদ্ধে ১৭ জন অফিসার মামলা করেছিলেন। তাদের দাবি অনুযায়ী ধর্ষক অথবা হামলাকারীরা যাতে শাস্তি না পায় সে ব্যবস্থাও খোলা রাখা হয়েছে। (সোনার বাংলা ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩)

www.pathagar.com

বিশিষ্ট নারীবাদী সমাজবিজ্ঞানী লিজ কেলি বলেন, "যেসব কর্মে নারীদেরকে পুরুষের সংগে লেন-দেন করতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন ব্যাপক। উদাহরণস্বরূপ, বারের কাজ, কেন্টিনের কাজ, শিশুদের দেখা-শোনা, ধোয়া-মোছার কাজ, সরকারি চাকরি, জনসেবার কাজ, হাসপাতালের কাজ, পাঠাগারের কাজ, দোকানের কাজ, সমাজ কর্ম শিক্ষকতা ও পরিবহণের কাজ।" (Women, Violence and Male-Power. P-25)

শুধু তাই নয়, ২৩ মে ২০১৩, ভারতে কর্মস্থলে নারীদের যৌন হয়রানির খবর প্রকাশিত হয় নতুন করে। ভারতের প্রধান শহরগুলোতে ১৭ শতাংশ কর্মজীবী নারী যৌন হয়রানির শিকার হন। আইটি কোম্পানির ৮৮ শতাংশ নারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, তারা কোন না কোনভাবে কর্মস্থলে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। তথ্যপ্রযুক্তির রাজধানী ব্যাঙ্গলোরে ৭০০ নারী গত বছরে যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার কথা জানিয়েছেন। কর্নাটক শ্রম দপ্তরে এসব অভিযোগ এসেছে বেনামি চিঠি ও মেইলে। বাধ্য হয়ে কর্মস্থলে যৌন হয়রানির বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে ভারত ১৯৯৭ সালে একটি নীতিমালা তৈরি করে।

আজকের এই উন্নত আধুনিক সভ্যতা ৪/৫ বছরের ফুলের মতো কোমলমতি শিশুদের নিরাপত্তাও দিতে পারছে না। অথচ এই সভ্যতার জয়গান আমাদের শত মুখে। নারীকে যত বেশী প্রচার মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে ততই দিন দিন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে নারীর নিরাপত্তা। এ কথাটি আজকের আধুনিক নারীরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারবেন ততই তাদের জন্য মঙ্গল।

ভারতের নয়া দিল্লিতে ৫ বছর বয়সী এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে– ২০০১ সাল থেকে ভারতে শিশু ধর্ষণের ঘটনা বেড়েছে শতকরা ৩৬ ভাগ। জাতীয় অপরাধ রেকর্ড বিষয়ক ব্যুরোর উদ্ধৃতি দিয়ে এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস বলেছে, ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ভারতে ৪৮,৩৩৮টি শিশু ধর্ষণের মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। ২০১১ সালে এ সংখ্যা বেড়েছে ৭১১২টি। মধ্য প্রদেশে রয়েছে শিশু ধর্ষণের তালিকার শীর্ষে। এরপরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে শিশু ধর্ষণ হয়েছে ৬৮৬৮টি। উত্তর প্রদেশ রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে। সেখানে ধর্ষিত হয়েছে ৫৯৪৯টি শিশু। এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস (এসিএইচআর) পরিচালক সুহাস চাকমা বলেছেন, বিপুল

www.pathagar.com

সংখ্যক শিশু ধর্ষিত হচ্ছে ভারতে। তার মধ্যে এগুলো হলো ক্ষুদ্র সংখ্যা। কারণ ধর্ষিত সবাই মামলা করতে আসে না। 'ইন্ডিয়াস হেল হোলস : চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট ইন জুভেনাইস জাস্টিস হোমস' এ বলা হয়েছে, ভারতে শিশুদের ওপর যৌন হয়রানি মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সরকার পরিচালিত কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রে শিশুর উপর যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে ৭৩৩। নারীর ওপর সহিংসতা বিষয়ক জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোটিউর রাশিদা মনজু ভারত সফর করেছেন ২২ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত। তার হাতে এই রিপোর্ট তুলে দেয়া হয়। (সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ২৬ এপ্রিল ২০১৩)

সংস্কৃতির নামে নগ্নতা, অশ্লীলতা যখন সামাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে তখন সে সমাজ কোমলমতি শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা পর্যন্ত দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। আমাদের সংস্কৃতি অঙ্গনে ভারতীয় বিষাক্ত সংস্কৃতির নগ্নতার ছোবলে আজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে আমাদের দেশের ফুলের মতো শিশুদের জীবনও। ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক এক জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে এতে বলা হয়, "নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, বার্বাডোস ও নেদারল্যান্ডসের নারীদের প্রতি তিনজনে একজন শৈশবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।" (সূত্র : Social Problems.P-92)

তাই পরিবারে ছোটবেলা থেকে সন্তানদের পোশাকের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। ছোটবেলা থেকে সন্তানদের এলোমেলো পোশাক পরালে তাদের নৈতিকতার ভিতটি জীবনের শুরুতেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই এমন কোন পোশাক সন্তানকে কিনে দেয়া উচিত নয় যা তার নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করবে। আমাদের দেশে ঈদের সময় বিভিন্ন মেয়ে শিশুর শরীর অনাবৃত থেকে যায় এ ধরনের এলোমেলো পোশাক পরিয়ে ছবি দেয়া হয়। এটি মেয়ে শিশুদের প্রতি খারাপ রুচির লোকদের লোলুপ দৃষ্টি জাগায়।

আমাকে এক মা বলেছিলেন– তিনি ছোটবেলা থেকে অভ্যাস করানোর কারণে তার ছেলেটি একটু বড় হয়েও হাফ প্যান্ট কিংবা হাতাকাটা গেঞ্জি কখনো পরতে চায় না। আবার একইভাবে দেখা যায় পরিবার থেকে ছোটবেলা থেকে অভ্যাস করানোর কারণে অনেক মেয়ে শিশুরাই লম্বা ট্রাউজার ছাড়া পরতে চায় না। হাতাকাট জামা পরতে পছন্দ করে না। পাশ্চাত্যে দেখা যায় ছোটবেলা থেকে মিনিস্কার্ট, হাতাকাটা, বিভিন্ন রকম শরীর অনাবৃত পোশাক পরানোর ফলে একটি মেয়ে শিশুর মাঝে লাজুকতা বোধটি গড়েই উঠে না। পরে তারা বড় হলেও সেসব পোশাক তাদের কাছে আপত্তিকর মনে হয় না। আজকাল আমাদের

www.pathagar.com

দেশেও অনেক মায়েরা আছেন যারা নিজের কিশোরী মেয়েকে এমন সব পোশাক পরান যে তাদের দিকে তাকাতেই আপত্তিকর মনে হয়। সেসব আধুনিক মা'য়েদের মনে রাখা উচিত, আধুনিকতার নামে আপনি আসলে আপনার প্রিয় সন্তানের জীবনের নিরাপত্তাকেই বিঘ্নিত করছেন। কেননা ধর্ষণের ক্ষেত্রে পোশাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আমাদের মুসলিম দেশে কাউকে ধর্মীয় পোশাক পরতে বাধ্য করা যাবে না –এ মর্মে আদেশ আছে। আবার একইভাবে ধর্মীয় পোশাক পরা বা ইউনিফর্ম ঠিক রেখে যদি হিজাব বা ফুলহাতা পরে তবে তাকেও বাধা দেয়া যাবেনা সংবিধানের এই নিয়মকে আশ্রয় করে এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা ধর্মের গায়ে কুঠারাঘাতে নেমেছেন। মেডিকেলে পড়ুয়া এক ছাত্রী আমাকে জানিয়েছিল, যখন সংবিধানে এই আইনটি পাস হলো তখন তার মেডিকেলে পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা নিতে আসা শিক্ষক হিজাব পরা মেয়েটিকে পরীক্ষার হলে দাঁড় করিয়ে বললেন– কোন গ্রহ থেকে এসেছো? খবর কিছু রাখ বলে তা মনে হয় না। এসব আলখেল্লা পরার দিন শেষ হয়ে আসছে। মেয়েটি বলল– আমি তো শিক্ষকের এই কথায় ভয় পেয়ে গেলাম। বাসায় এসে মা'কে বললাম আম্মু, পত্রিকা খুলে দেখতো বাংলাদেশে কি হিজাব নিষিদ্ধকরণ আইন পাস হলো কিনা?

সম্প্রত ২০১৩ এ ঢাকার উদয়ন স্কুলে প্রিন্সিপাল ড. উম্মে সালমার নির্দেশে সেই স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল শ্রমমন্ত্রী রাজিউদ্দীন আহমেদ রাজুর স্ত্রী মাহবুবা খানম কল্পনা নিজ হাতে স্কুলের মেয়েদের ফুলহাতা শার্টের হাতা কেটে দিয়েছেন। অনেক অনুরোধ করে কেঁদেও ছাত্রীরা রেহাই পায়নি শিক্ষিকার হাত থেকে। এমনকি কারো কারো হাতও কেটে গেছে সে সময়। প্রায় অর্ধশতাধিক ছাত্রীর সাথে তিনি এই ব্যবহার করেছেন। একটি মুসলিম দেশের জন্য এই আচরণ সত্যিই লজ্জার। তার চাইতেও বেশী ধিক্কার সেই সব মুসলিম নামধারী নারীদের প্রতি যারা শিক্ষাদানের মহৎ পেশায় থেকে এর অপব্যবহার করছেন। এ বিষয়ে মাহবুবা খানম প্রথম আলো ডটকম-কে বলেন, "ছেলেদের শার্ট এবং মেয়েদের কামিজের হাতা কনুই পর্যন্ত হবে। এ নির্দেশনা স্কুলের ডায়েরিসহ বিভিন্ন জায়গায় দেয়া আছে। তাদের বারবার সতর্কও করা হয়েছে। তারপরও নবম, দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর কিছু শিক্ষার্থী (ছেলে ও মেয়ে) নিয়ম না মানায় আগে যে ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হত এবারো তাই নেয়া হয়েছে।" জামার হাতা কেটে দেয়ার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক নির্যাতন নয় বলেও উল্লেখ করেন মাহবুবা খানম।

www.pathagar.com

মনে পড়ে আমি মাস্টার্স পরীক্ষা দেবার সময় ভাইভা বোর্ডে থাকা প্রধান পরীক্ষক আমাকে নেকাব পরা দেখে বেশ বিরক্তির সাথে বললেন– কি ব্যাপার তুমি কি উত্তর দেবার সময়ও মুখের উপর এই কালো পট্টি বেঁধে রাখবে নাকি? খুব দুঃখের সাথে বলছি আমি যে বিষয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিলাম সেটা ছিলো ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। আফসোস লেগেছিলো এই বিষয়ের এত বড় একজন শিক্ষক হয়েও উনি ইসলামের পর্দা প্রথাকে ঘৃণার চোখে দেখেন।

আজকাল চারদিকে পরিবার ভাঙ্গার যে প্রবণতা দেখা দিচ্ছে এর পেছনে পর্দাহীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় কর্মজীবী নারী-পুরুষদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ এক সাথে কাজ করার কারণে অন্য রকম একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। যা পরিবার ভাঙ্গতে প্রভাবিত করে। একবার এক পরিচিতার মুখেই শুনেছি– তিনি যে অফিসে কাজ করেন তার প্রমোশন হয় না সহজে। অথচ তার বান্ধবীর বছর বছর প্রমোশন হয়ে যায়। সেই বান্ধবী যে তার চাইতে বেশ কর্মদক্ষ তাও কিন্তু নয়। মহিলা যখন বান্ধবীকে ঘন ঘন প্রমোশনের রহস্য জানতে চাইলেন তখন বান্ধবী রহস্যময় গলায় বললেন– তিনি বসকে ম্যানেজ করার কৌশল জানেন। এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা গেল সেই বান্ধবী তার বসকে বিয়ে করে নিয়েছেন। যদিও বান্ধবী এবং বস দু'জনই পূর্ব থেকেই বিবাহিত ছিলেন। এভাবেই আজকাল অনেক পরিবার ভাঙ্গছে। একজন ব্যক্তি নিজের কর্মক্ষেত্রে এসে যখন আর একজন নারীকে খুব কাছ থেকে দেখার ও মেলামেশার সুযোগ পান তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি তার স্ত্রীকে সেই নারীর সাথে তুলনা করার সুযোগও পান। ফলে এটি পরিবার ভাঙ্গা পর্যন্ত গড়ায়। এভাবে দু'টি পরিবার ভাঙ্গা শুধু নয় বরং সেই ব্রোকেন পরিবারের সন্তানদের অবস্থাও অনেক জটিল হয়ে পড়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত শিশু আছে, তার এক তৃতীয়াংশেরও বেশী তাদের প্রকৃত পিতা-মাতা উভয়ের সাথে বসবাসের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। (সূত্র : Social Psychology.Understanding Human Interaction, pp-344)

বিগত দুই দশকে তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যা তিনগুন বৃদ্ধি পাবার জন্য আমেরিকার পরিবারসমূহের ভাঙ্গন দায়ী। (সূত্র : Ibid, pp-457)

মনোবিজ্ঞানের এক বিখ্যাত বই থেকে জানা যায়, ১৯৫০ সালের পর থেকে মার্কিন তরুণ-তরুণীর মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা ৬০০% এরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। (সূত্র : Psychology AN Introduction. P-420)

www.pathagar.com

কানাডায় এই হার প্রতি চার জনে একজন। (সূত্র : Teen Trends. P-30)

বাবা-মায়ের মধ্যকার সন্দেহ ও পারিবারিক কলহের কারণে পরিবারে সন্তানরা মানসিকভাবে হতাশায় ভুগতে থাকে। এই মানসিক হতাশা তাদেরকে আত্মহত্যার পথে পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এ ধরনের আত্মহত্যার ঘটনা খুব কাছ থেকে দেখার তিক্ত অভিজ্ঞতাও আমার আছে।

মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানী ডুবাল বলেন, "সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে যে, অধিকাংশ স্বামী এবং স্ত্রী দাম্পত্য বিশ্বাস ভঙ্গের প্রতি এমন আবেগীয় প্রতিক্রিয়া দেখায় যে, তাতে বৈবাহিক সম্পর্কহানি ঘটে।" (সূত্র : Marriage and Family Development P-36)

আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫ লক্ষের বেশী পেশাদার পতিতা ও সমসংখ্যক খণ্ডকালিন পতিতা রয়েছে। (সূত্র : Abnormal Psychology and Modern Life.p-586) পশ্চিমা সমাজ নারীকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়ে স্বাবলম্বী করতে গিয়ে তাকে সেক্স ওয়ার্কার হিসেবে নতুন বিশেষণে ভূষিত করেছে।

আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল (সা.) কুকুরের মূল্য, গণকের পারিশ্রমিক এবং ব্যভিচারিণীর উপার্জন ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।" (বুখারী, হাদীস নং-৪৯৪৯) দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজকাল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষিত তরুণীরা নিজেদের অত্যাধুনিক জীবন-যাপন নিশ্চিত করতে এসব পেশায় ঝুঁকে পড়ছেন। অথচ তাদের বাবা-মা'রা এ সম্পর্কে উদাসীন।

কিন্তু এ পথে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে গিয়ে নারীর জীবনকে আরো ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে পাশ্চাত্য সমাজ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্যমতে পুরুষের তুলনায় নারীর বিভিন্ন যৌন রোগে আক্রান্ত হবার পরিমাণ বেশী। কানাডার এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে ১৪ থেকে ১৯ বছরের তরুণীদের মধ্যে সমবয়সী তরুণদের তুলনায় ক্লামাইডিয়া ৬ গুন বেশী আর গনোরিয়া দ্বিগুন বেশি। এইডসের মতো মরণ ব্যাধি নারী থেকে পুরুষের মাঝে যতটা সংক্রমিত হয়, পুরুষ থেকে নারীতে সংক্রমিত হয় ১৭ গুন বেশী। এই কারণে পৃথিবীর যে কোন দেশে পুরুষের তুলনায় নারীদের এইডসে আক্রান্ত হবার সংখ্যা অনেক বেশী। যেমন ব্রাজিলে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে নারীদের মধ্যে এইডস রোগী বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী। অথচ পুরুষের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে

www.pathagar.com

শতকরা ১০ ভাগের একটু বেশী। (সূত্র : A New Psychology of Women. P-297-298)

বিখ্যাত মার্কিন কূটনীতিক রিচার্ড হলব্রুক বলেন, "১১ সেপ্টেম্বরে (টুইন টাওয়ার হামলায়) যত লোক নিহত হয়েছিল, এইডস-এর কারণে প্রত্যেক দিন তার তিন গুন লোক প্রাণ হারায়।" (The Bangladesh Observer. News in Brief 02.03.2003)

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় আমাদের দেশে এই পেশায় আজকাল নারীদের উপস্থিতি অনেক সরব।

গত ৫ই জুন ২০১৩ চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম 'চায়না ডেইলি'তে প্রকাশিত বেইজিং পুলিশ ও গণপরিবহণ কর্তৃপক্ষের এক সতর্ক বার্তায় বলা হয় 'গণপরিবহণে চলাচলের ক্ষেত্রে নারীদের মিনি স্কার্ট ও উত্তেজক প্যান্ট পরা উচিত নয়। আর যদি তারা যৌন হয়রানির শিকার হন, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব পুলিশকে জানানো উচিত। আর বলা হয়, "মুঠোফোনে কেউ ছবি তুলে নেয়ার মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে বাসের উঁচু আসনে না বসে নারীদের নিচের ধাপের আসনে বসা উচিত। তাছাড়া বাসের ভেতর নারীদের ব্যাগ, ম্যাগাজিন বা সংবাদপত্র দিয়ে শরীর ঢেকে রাখা উচিত।" টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক খবরে বলা হয়, "চীনে গণপরিবহণে নারীদের যৌন হয়রানি করার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় বেইজিং পুলিশ নারীদের পোশাক পরিধানের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে।"

যৌন নিয়ে নির্যাতন প্রতিরোধ ও অশোভনীয়তা দূর করতে ইংল্যান্ডের একটি স্কুলে ২০১৩ সালে ছাত্রীদের জন্য মিনি স্কার্ট নিষিদ্ধ করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ইংল্যান্ডের ওয়াকউড চার্চ স্কুল সম্প্রতি ছাত্রীদের জন্য মিনি স্কার্ট নিষিদ্ধ করেছে এবং সেপ্টেম্বর মাস থেকে তাদের ট্রাউজার পরে স্কুলে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ২০১৪ সাল থেকে ছাত্রীদের ব্লাউজ পরার ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একই ধরনের পোশাক চালু করতেই এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ। তবে তাদের এ ঘোষণায় আপত্তি তুলেছেন অনেক অভিভাবক। মাত্র নয় বছর বয়সি মেয়েরাও স্কুলে স্কার্ট পরতে পারবে না। ইতোমধ্যেই ২০ জন অভিভাবক কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। এক অভিভাবক টেলিগ্রাফকে বলেন, "আমরা ইদানিং বাচ্চাদের ওপর নানা যৌন নিপীড়নের ঘটনা শুনতে পাচ্ছি। তাই বলে নয় বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে স্কুলে

www.pathagar.com

মিনি স্কার্ট পরতে পারবে না! এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি।" ওই অভিভাবক আরো বলেন, "তারা তো কিশোরী না, বাচ্চা মেয়ে। স্কার্ট পরতে না পারার বিষয়টিতে তারা বিস্মিত হবে। তবে টিনএজ মেয়েদের পোশাক-আশাকে আরো সচেতন হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।"

এর আগে ব্রিটেনের ৬৩টি স্কুলে স্কার্ট নিষিদ্ধ করা হয়। এসব স্কুলের অধিকাংশই মাধ্যমিক পর্যায়ের। ওয়াকউড চার্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডেভিড ডাউটফায়ার এ প্রসঙ্গে বলেন, স্কুলে ছাত্রীদের মধ্যে শর্ট স্কার্ট পরার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় তারা এটি নিষিদ্ধ করলেন।

তিনি টেলিগ্রাফকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "কিছু কিছু বড় ক্লাসের মেয়েরাও ইদানিং মারাত্মক রকম ছোট স্কার্ট পরে স্কুলে আসছিল। এটা সহ্য করাটা সত্যিই খুব কষ্টকর। বিশেষ করে যখন তারা স্কুলের হলরুমের মেঝেতে বসে। এটা মোটেই শোভনীয় দেখায় না।"

তিনি অভিযোগ করে বলেন, "আমরা বারবার তাদের স্কার্ট বড় করার কথা বলেছি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আমরা এখন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক ধরনের পোশাক চালু করতে যাচ্ছি।" উল্লেখ্য স্কুলটির বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭শ' ২৩ জন। এখানকার ছাত্রীদের বয়স নয় থেকে তেরো'র মধ্যে।

নও-মুসলিম এক নারীর পর্দা সম্পর্কে অভিমত

জাপানী নও-মুসলিম নারী খাওলা বলেন, দু'বছর আগে প্যারিসে আমি মুসলমান হওয়ার পর থেকে পর্দা ব্যবহার করে আসছি। পর্দা চারদিকের লোকজনকে আল্লাহর অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়, আমি আল্লাহ তা'আলার সাথেই রয়েছি। পর্দা আমাকে মুসলমানের মতো আচরণ করতে আহ্বান জানায়, হুঁশিয়ার করে দেয় একজন পুলিশকে তার পোশাক যেমন তার কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে দেয়। তেমনি পর্দা পরিহিতা অবস্থায় আমি আমার নিজকে শক্তিশালী মুসলমান হিসেবে অনুভব করি। বাড়ি থেকে মসজিদে যাবার আগে আমি নিজ ইচ্ছায় পর্দা করেছি। কারো অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয় না। বরং স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আমি পর্দা ব্যবহার করছি। যেহেতু ইসলাম নারী দেহ প্রদর্শন এবং দেহ দেখা যেতে পারে এমন পোশাক নিষিদ্ধ করেছে, সেহেতু আমাকে বহু পোশাক বাদ দিতে হয়েছে। যেমন মিনি স্কার্ট, কাটা ব্লাউজ ইত্যাদি। ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে মূলত আমি প্যান্ট ও মিনি স্কার্ট পছন্দ করতাম। কিন্তু কায়রোতে লম্বা পোশাক পরা শুরু করলে তা আমার ভালো লাগতে লাগলো। এই পোশাকে (হিজাব) আমার মনে হচ্ছিলো

www.pathagar.com

আমি যেন রাজকুমারী হয়ে গেছি। (ইসলাম গ্রহণের পর) ছোট প্যান্ট পরিহিতা আমার ছোট বোনের অনাবৃত পা দেখে আমি বিব্রতবোধ করতাম।

আমার মুসলিম বোনদের হিজাব ব্যবহারে তাদেরকে খুবই সুন্দর মনে হয়। তাদের মুখমণ্ডলে এক রকম পবিত্রতার নূর বা আলো প্রকাশ পায়। প্রতিটি মুসলমান সারা জীবন আল্লাহর অনুরাগী হন। আমার বিস্ময় লাগে যখন কোন মুসলমানের পর্দাকে সমালোচনা করা হয় এবং একে এক প্রকার সন্ত্রাসী আচরণ বলে চিহ্নিত করে। অথচ তারাই আবার পাদ্রী বোনদের পর্দা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন না।

কেবলমাত্র পুরুষদের প্রতি মানবিক আবেদন জানিয়ে এবং তাদেরকে আত্মনিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়ে আমরা ধর্ষণ ও যৌন অত্যাচার বন্ধ করতে পারবো না। হিজাব বা ইসলামী পর্দা ছাড়া এগুলো রোধের কোন উপায় নেই। একজন পুরুষ নারীর পরিধানের মিনি স্কার্টের অর্থ এ রকম মনে করতে পারেন, "তুমি চাইলে আমাকে পেতে পার।" অন্যদিকে ইসলামী হিজাব পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়, "আমি তোমার জন্য নিষিদ্ধ।"

ধর্ষণের জন্য ধর্ষক কি একাই দায়ী

বিশ্বের যে কোন পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নারীকে কিছু না কিছু সইতে হয়, বইতে হয়। আজ দেখা যাচ্ছে শতাব্দীর এই ক্রমউৎকর্ষতার সময়েও নারীর এই অবস্থার পরিবর্তন আসেনি। বরং জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে নারীর অসহায়ত্বের পরিমাণ। তাই ইদানিং "ধর্ষণ" শব্দটি ঘুরে ঘুরে বার বার এসে ধরা দিচ্ছে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে।

ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে ধর্ষকের জন্য বিভিন্ন রকম শাস্তির প্রস্তাবও উঠছে চারদিক থেকে। আমি মনে করি এ যেন একদিকে রোগের জীবাণু বাড়তে দিয়ে অন্যদিকে রোগ কেন হচ্ছে বলে হাস্যকর পদ্ধতিতে উষ্মা প্রকাশ করা। কিন্তু একটি কথা স্পষ্ট হওয়া উচিত সবার কাছে– ধর্ষণের জন্য এককভাবে ধর্ষককে দায়ী করা কতটুকু যৌক্তিক?

গত ডিসেম্বর ২০১২-এর একটি ঘটনা দিয়েই শুরু করছি। টিভি চ্যানেল ঘুরাতে গিয়ে চ্যানেল আই.এ একটি ফ্যাশন শো চোখে পড়লো। বিচারকের আসনে ছিলো অভিনেত্রী তানিয়া, নোবেল আর তৃতীয় জনের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। এই ৩ জন বিচারকের সামনে স্বল্প বসনা হয়ে একের পর এক অংশ

www.pathagar.com

গ্রহণকারিণীরা বিচিত্র ভঙ্গিতে হেলে দুলে অশ্লীলভাবে নিজকে শো করে গেল। (কোরবানির হাটের গরুর মতো) তাদের কিছু কিছু স্থির ছবির উপরও বিচারকরা মন্তব্য করলেন। এক অর্ধনগ্ন মডেলের পায়ের সাথে পা লাগিয়ে বসে ছবি তোলার ভঙ্গিতে আপত্তি জানিয়ে বিচারক তানিয়া বললেন– ওর পাগুলো এভাবে লাগিয়ে বসাটি সুন্দর হয়নি। এছাড়া স্রষ্টার দেয়া শারীরিক সৌন্দর্যকে কতটা দক্ষতার সাথে অন্যের সামনে তুলে ধরা যায় মনোরঞ্জনের জন্য তার উপরও তারা অনেক লেকচার দিলেন।

সব কিছু দেখে শুনে আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত। আর একজন নারী হয়েও এসব অর্ধনগ্ন নারীদের এই লজ্জাহীনতায় নিজেই লজ্জিত। আমি ভদ্র ভাষায় বলবো– এ যেন বেশ্যা বা বার বনিতা বানানোর এক সুস্পষ্ট প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

নারীকে স্বাভাবিকভাবেই সৌন্দর্য ও কমনীয়তার প্রাবল্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। যা স্বাভাবিকভাবেই অন্যকে আকর্ষণ করে। আর সেই নারীই যখন স্বল্প বসনা হয়ে নিজের সৌন্দর্যকে প্রদর্শনী করে বেড়ায় তবে তা অন্যকে আরো বেশী করে আকর্ষণ করবে সন্দেহাতীতভাবে।

সেদিন এক পার্টিতে দেখলাম এক মহিলা শাড়ির আঁচল দিয়ে বারবার পিঠ ঢাকছেন। আমার দিকে চোখ পড়তেই অস্বস্তির সাথে বললেন– দেখুন তো, দেশ থেকে কি ব্লাউজ বানিয়ে পাঠিয়েছে। পুরো পিঠই অনাবৃত থেকে যাচ্ছে।

মনে পড়ে একদিন চট্টগ্রাম সাগর সৈকতের বিপণী কেন্দ্রগুলো থেকে কিছু ঝিনুকের জিনিস কিনবো বলে ঢুকেছি। তখন এক মহিলাকে দেখলাম এমন একটি ব্লাউজ পরেছে যার পুরো পিঠ খোলা। শুধু দু'টো ফিতা দিয়ে পিঠের দিকটিতে আটকে রাখা। আমার বিস্মিত জিজ্ঞাসার জবাবে আমার সাথের আত্মীয়া নীচু গলায় বলেছিলেন– তুমি এর অঙ্গভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছো না? এ তো এক পতিতা। সম্মানিত পাঠক, আপনারাই আমায় বলুন, ফ্যাশন শো'র নামে ঠিক একই রকম স্বল্প পোশাকে সেই অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির নারীকে আজ আমি যদি একই বিশেষণে আখ্যায়িত করি তবে আপনারা আমাকে কি বলবেন? অনেকে ভাববেন আমি ব্যাকডেটেড। কিন্তু একজন নারী হিসেবে এসব নারীদের আমি প্রশ্ন করতে চাই আধুনিকতার অপর নাম কি নগ্নতা? তবে তো সেই প্রস্তর যুগই আমরা ফিরে গেলাম।

আমাদের ভেবে দেখা উচিত আজ থেকে ১০/২০ বছর আগে আমাদের সমাজে এত ব্যাপক হারে কখনো নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছিলো কি? কিন্তু আজ যখন

www.pathagar.com

অপসংস্কৃতির ঘোড়ায় চেপে আমরা নারীরা আধুনিকতার নামে নগ্নতার পথে পা বাড়িয়েছি তখনই ব্যাপকভাবে আমরা নিপীড়নের শিকার হচ্ছি।

সবচেয়ে দুঃখজনক, মিডিয়ার কিংবা সমাজের আধুনিক নারীদের এক বড় অংশ যখন ওয়েষ্টার্ন পোশাকে নিজকে আবৃত করে নিজকে স্মার্ট ভেবে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছে তখন তাদের উসকে দেয়া জৈবিক ক্ষুধায় ক্ষুধাতুর মানুষগুলো নিজের চাহিদা মেটাতে অনেক সময় সাধারণ নারী এমনকি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের উপরও ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) এক বিধায়ক বলেছেন, প্রাইভেট স্কুলগুলোতে মেয়েদের ইউনিফর্ম হিসেবে স্কার্ট ব্যবহার করার জন্য যৌন হয়রানি বাড়ছে। তাই রাজ্য সরকার যেন স্কুলে স্কার্ট পরা নিষিদ্ধ করে। (আনন্দ বাজার পত্রিকা)

বেনওয়ারি লাল সিংহাল নামের এ বিজেপি নেতা দাবি করেন, পোশাকের জন্য মেয়েদের যৌন হয়রানির ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিল্লিতে গণধর্ষণের শিকার এক মেডিক্যাল ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে যখন দেশটিতে তোলপাড় চলছে তখন বিজেপি নেতা এমন মন্তব্য করলেন। শনিবার এক চিঠিতে সিংহাল রাজ্যের মুখ্য সচিবকে বলেন, স্কুলে মেয়ে শিক্ষার্থীরা শার্ট ও স্কার্ট পরিধান করে বলে তাদের বাজে মন্তব্য শুনতে হয়। তার মতে, মেয়েদের পোশাক যৌন হয়রানিতে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখে।

তিনি বলেন, 'মেয়েরা যখন পায়ে হেঁটে স্কুলে যায় বা বিভিন্ন সময় বাসের জন্য অপেক্ষা করে তখন তাদের পোশাকের জন্য ছেলেদের কাছ থেকে শুনতে হয় অনেক বাজে বাজে মন্তব্য। 'তার দাবি, যেসব প্রাইভেট স্কুলে ইউনিফর্ম হিসেবে স্কার্ট ব্যবহার করে তাদের অধিকাংশই এ যৌন হয়রানির শিকার হয়। তাই এ যৌন হয়রানি বন্ধ করতে অতি সত্বর স্কুল থেকে মেয়েদের হাফ শার্ট ও স্কার্ট পরা নিষিদ্ধ করা উচিত বলে মনে করেন সিংহাল। বেনওয়ারি লাল সিংহাল রাজস্তানের রাজধানী জয়পুরের আলওয়ার শহর থেকে বিজিপির একজন নির্বাচিত বিধায়ক। (সোনার বাংলা-৪ জানুয়ারি ২০১৩)

এদিকে মেয়েদের আঁটসাঁট পোশাক পরার কারণে নারী নির্যাতন কিংবা সামাজিক সন্ত্রাসের মতো ঘটনা ঘটছে। এমনকি কোন কোন মহিলা বাচ্চাদের উপেক্ষা করে পুরুষের কাছে নিজকে আকর্ষণীয় করে তুলতে যেয়ে বরং বাজেভাবে উপস্থাপন করছেন। এমন মন্তব্য করেছেন, ইতালির এক ধর্মযাজক ফাদার পিয়েরো কোরসি। ক্রিসমাসে চার্চে দেয়া বক্তব্যে তিনি এই বক্তব্য রাখেন। (ডেইলি মেইল)

www.pathagar.com

ইতালির ওই যাজক বলেন, কোন কোন মহিলা পুরুষের সঙ্গে এমন আচরণ করে যাতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, আসল সমস্যা মেয়েদের এবং তাদের আচরণ উত্তেজক বটে। ইতালিতে ছেলেদের হাতে মেয়েদের নির্যাতনের ঘটনা খুবই স্বাভাবিক এবং ৩ জন মেয়ের মধ্যে অন্তত ১ জনের অভিযোগ হচ্ছে তারা গৃহ সন্ত্রাসের শিকার। ক্রিসমাস বক্তব্যে ফাদার পিয়েরো কোরসি পর্নোগ্রাফির তীব্র সমালোচনা করেন। এরপর তিনি বলেন, মেয়েদের চলাফেরা ও আচরণ নির্যাতন ও যৌন হয়রানির অন্যতম কারণ।

ইতালির উত্তরাঞ্চলের একটি গ্রাম সান টেরেনজো ডি লেরিসির একটি চার্চে তিনি বলেন, আমাদের নিজেদেরকেই জিজ্ঞেস করা উচিত, সব দোষ কি পুরুষের বা তারা সবাই কি পাগল হয়ে গেছে? আমরা তা মনে করি না। ফাদার পিয়েরো কোরসি দাবি করেন, মেয়েদের সমস্যা হচ্ছে তাদের বিশ্বাস তারা সবকিছু করতে পারঙ্গম এবং তারা উদ্ধত হয়ে উঠতে বা হেয় করতে পছন্দ করে। রাস্তায় আমরা প্রায়ই দেখি মেয়েদের কিংবা মহিলারা আঁটসাঁট পোশাক পরে উত্তেজক ভঙ্গিতে হাঁটছে। (সূত্র : সোনার বাংলা ৪ জানুয়ারি ২০১৩)

তাই আমি মনে করি, শুধু ধর্ষককে শাস্তি দিয়েই এই রোগ কখনো সারানো যাবে না। বরং নারীদেরকে ফ্যাশন শো'র নামে যারা নগ্নতা ও বেহায়াপনার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সেই সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে।

মিডিয়ার মাধ্যমে যেসব স্বল্প-বসনা নারী নিজকে কুরুচিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করছেন তাদের ব্যাপারেও পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিনা প্রয়োজনে ও সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে যেসব সংস্থা নারী দেহের নগ্ন চিত্র দেখিয়ে ব্যবসায়িক ফায়দা নিচ্ছে সিনেমা, নাটক ও এ্যাডের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে হবে।

নারীকে শালীন পোশাক পরার জন্য পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থল সব জায়গায় একটি শালীন মানের ড্রেস কোড নির্ধারণ করে দেয়া উচিত।

মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে পাঠানো পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে নারীদেরকে পোশাক ও নারী-পুরুষের মেলামেশার ক্ষেত্রে যে বিধান দেয়া হয়েছে নারীর মর্যাদা রক্ষায় এর বিকল্প নেই। বর্তমান নারী নিপীড়ন বৃদ্ধির এই প্রেক্ষাপটে খ্রীষ্টান, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝেও এর সমার্থক দাবিই উঠেছে আজ। এখন সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি প্রতিটি নারীর একান্ত ব্যক্তিগত অভিমতের উপর নির্ভর করছে। (অন লাইন ম্যাগাজিন বিডি টুডে এ পূর্ব প্রচারিত)

www.pathagar.com

আসুন সময় থাকতে সচেতন হই

আমার এক সহপাঠী কলেজে পড়ার সময় একদিন আমাকে বলল সেও আমার মতো হিজাব পরতে চায়। আমার কোন অতিরিক্ত বোরখা থাকলে যেন আমি তাকে দিই। মেয়েটির বোরখা পরার ইচ্ছায় আমি অত্যন্ত খুশী হলাম। এরপর আমার একটি অতিরিক্ত বোরখা আমি ওকে পরতে দিলাম। মেয়েটি খুশী হয়ে সেটা পরে এলো। কয়েকদিন যাবার পর মেয়েটি বোরখাটি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল– আমার আম্মু বলেছেন উনি নিজেই এখনো বোরখা পরেন না। আমি বোরখা পরলে মানুষ ভাববে আম্মু বুড়ো হয়ে গেছেন। তাই আম্মু যেহেতু নিজে হিজাব পরেন না। আমাকেও পরতে দেবেন না। শুনে আমার আফসোস লাগলো হিজাব সম্পর্কে এক মুসলিম মায়ের এই অজ্ঞতা দেখে।

এর প্রায় ৫/৬ বছর পরের ঘটনা। আমি বিয়ের পর সৌদি আরবে চলে এলাম। আমার সেই সহপাঠীরও বিয়ে হয়েছে শুনেছি। আমি একবার বিদেশ থেকে দেশে গেলে মেয়েটি আমার সাথে দেখা করতে এলো। আমি তো পুরোপুরি বিস্মিত ও খুশী। মেয়েটি বোরখা পরেছে। আমি ওর সব খবরাখবর জানতে চাইলাম। সাথে মেয়েটির মাও এসেছেন আমাদের বাসায়। তিনি আগের মতোই হিজাব ছাড়া। মেয়েটি তখন আমাকে পাশের রুমে ডেকে নিয়ে গেল। ওর মুখ থেকে ওর জীবনের ঘটে যাওয়া গল্প শুনে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। কলেজ থেকে আসা যাওয়ার পথে দেখে পছন্দ করে এক ছেলে তাকে বিয়ে করল। ছেলেটির ফ্যামেলি বেশ ভালো। বিয়ের পর জানা গেল ছেলে বখাটে, ড্রাগ এড্রিকটেড ও মাস্তান। মেয়ে পক্ষ সব জানার পর অনেক যুদ্ধ করে মেয়েকে বাবার বাড়িতে নিয়ে এলো। তখন মাস্তান স্বামী জানালো মেয়েটিকে শ্বশুর বাড়িতে ফেরত না পাঠালে তারা এসিড মেরে ঝলসে দেবে। অবশেষে এসিডের নির্মমতা থেকে নিরাপদ আশ্রয় পেতে ওর মা ওকে বোরখা পরতে পারমিশন দিয়েছেন। আমার খুব ইচ্ছে হলো মেয়েটির মা'কে জিজ্ঞেস করতে মেয়েটি যখন নিজ থেকে হিজাব পরতে চেয়েছিলো তখন তাকে পারমিশন দেননি। আপনার পারমিশন পেতে পেতে মেয়ের যে পুরো জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। মেয়েটিকে বেপর্দা রাস্তাঘাটে না দেখলে তো সে মাস্তান ছেলে তাকে পছন্দ করার বা তার সম্পর্কে জানার সুযোগ পেত না। হিজাবের পবিত্রতা যদি বুঝলেন তবে সব হারিয়ে এত দেরিতে কেন বুঝলেন?

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

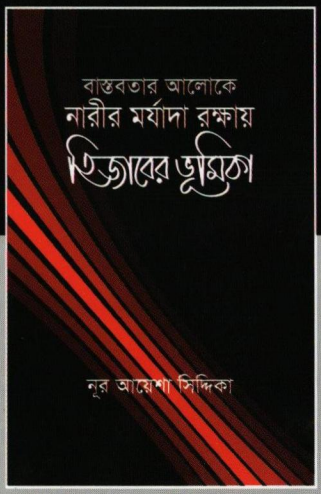

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

ISBN : 978-984-8808-68-9